চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 85 Friday, 24 February, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ৮৫ সংখ্যা ✱ ১১ ফাল্গুন, ১৪২৯, শুক্রবার, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

শুভাপ্রসন্ন বাড়াবাড়ি করছেন, জমি বা পদ লাগবে কি না খোঁজ নেওয়া উচিত দলের কুণাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের এক অনুষ্ঠানে শুভাপ্রসন্নের মন্তব্য ঘিরে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। ‘পানি’ বা ‘দাওয়াত’-এর মতো শব্দগুলির বাংলা ভাষায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেশ আপত্তির কথা শুনিয়েছিলেন শুভাপ্রসন্ন। সেই সময় দেশপ্রিয় পার্কের ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্বয়ং। তিনি শুভাপ্রসন্নের বিরোধিতা করেন। মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাখ্যা ছিল, দাওয়াত শব্দটি বাংলাদেশের কথা। যাঁরা ওপার বাংলা থেকে এসেছেন, তাঁরা ওই ভাষাকেই গ্রহণ করেছেন। মমতার কথায়, ‘‘আমি মাতৃভাষাকে চেঞ্জ করতে পারি না। যেটা শিখে এসেছে, সেটা চেঞ্জ করবে কীভাবে?’’ সেদিনের ঘটনার পর থেকে বেশ গুঞ্জন ছড়িয়েছে বিভিন্ন মহলে। বিশেষ করে শুভাপ্রসন্নর মতো একজন বুদ্ধিজীবী, যাঁকে অতীতে বহুবার মুখ্যমন্ত্রীর বিভিন্ন কর্মসূচিতে দেখা গিয়েছে শিল্পী হিসেবে উপস্থিত থাকতে, তাঁর সঙ্গে মমতার এই দ্বিমতে আরও শোরগোল বেড়েছে। বিষয়টি নিয়ে সেদিন ভাষা দিবসের অনুষ্ঠান মঞ্চে আর কোনও পাল্টা বক্তব্য পেশ করার সুযোগ না পেলেও পরবর্তী সময়ে এক সংবাদমাধ্যমকে শুভাপ্রসন্ন জানিয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি ‘রাজনৈতিক অসুবিধার’ কারণে আপত্তি জানিয়েছেন। এবার সেই নিয়ে মুখ খুললেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। বললেন, ‘‘শুভাপ্রসন্ন যদি সত্যিকারের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভানুধ্যায়ী হন, তাহলে তাঁর উচিত এই অবাঞ্ছিত মন্তব্যগুলি বন্ধ করা। বাংলা ভাষা একটি স্রোত। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে।

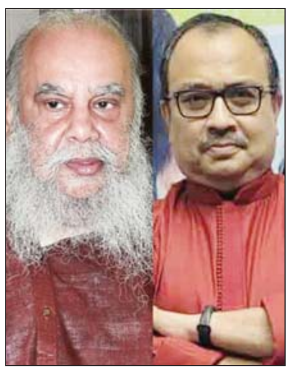

সংস্কৃত ও অন্যান্য ভাষা থেকেও বিভিন্ন শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে চলে এসেছে। যত সময় যাচ্ছে, আমাদের কথাবার্তার মধ্যে এমন কিছু শব্দ আসছে, যা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভাষায় প্রয়োগ হয়ে থাকে। তা আমরা উদারমনে গ্রহণ করি। আমাদের পাশে বাংলাদেশ রয়েছে। তারা কিছু নির্দিষ্ট শব্দ ব্যবহার করেন, যা হয়ত আমরা বলি না। তাহলে কি ওনারা বাঙালি নন? এমনকী যদি পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও দেখেন, এক এক জেলায় উচ্চারণ, শব্দ ব্যবহারের স্বতন্ত্র ধরণ, ঘরানা থাকতে পারে। তাহলে কি বলা যাবে এটি আসল বাংলা, এটি নয়?’’ কুণাল ঘোষের কথায়, শুভাপ্রসন্ন বিষয়টি নিয়ে ‘অত্যন্ত বাড়াবাড়ি’ করছেন। সঙ্গে বাঁকা খোঁচা দিয়ে বলেন, ‘‘আমাদের দলের কারও ওনার সঙ্গে কথা বলা উচিত, ওনার কোনও জমি বা কমিটির পদ লাগবে কি না তাহলে সব ঝামেলাগুলো মিটে যায়।’’ শুভাপ্রসন্ন এই ইস্যুটিকে নিয়ে অকারণ বিতর্ক তৈরি করছেন বলেও মনে করছেন তিনি। শুভাপ্রসন্নকে আক্রমণ শানিয়ে বললেন, ‘‘উনি তো নিজের শিল্প সংস্থার নাম রেখেছেন আর্টস একর। তখন বাংলা ভাষায় শব্দ ব্যবহারের কথা মনে রাখেননি। এখন বাংলা ও বাঙালির ধ্বজা ধরে ঘুরে বেরাচ্ছেন।’’ সঙ্গে কুণালের আরও সংযোজন, ‘‘আমাদের দলের উনি কেউ নন, উনি শুভানুধ্যায়ী।’’ কুণালের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে শুভাপ্রসন্নর তরফ থেকে এখনও কোনওরকম প্রত্যুত্তর পাওয়া যায়নি। দেখা যাক এর জল এখন কতদূর গড়ায়।

দাঁতাল হাতির হামলায় মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মৃত্যু!

‘খুবই দুঃখজনক ঘটনা’ বললেন মমতা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি ও কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ জলপাইগুড়িতে হাতির হামলায় মৃত্যু হল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। একটি দলছুট দাঁতাল পিষে দিল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী কিশোর অর্জুন দাসকে। এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গ সফরে থাকা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বলেন এটা খুবই দুঃখজনক ঘটনা। আমার মনটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। একইসঙ্গে প্রশ্ন করেছেন গ্রিন ট্রাইবুনালে হাতিদের নিয়ন্ত্রণে কোনও ব্যবস্থা না থাকা নিয়েও। আজ সকালে বাবার সঙ্গে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাওয়ার সময় জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল সংলগ্ন টাকিমারী এলাকায় হামলা চালায় দলছুট একটি দাঁতাল। সেই হামলাতেই অর্জুন দাস নামে ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী মারাত্মকভাবে জখম হয়, এরপরেই মৃত্যু হয় তাঁর। ঘটনার খবর পেয়ে মমতা করেছি অনেকদিন আগেই। বনধকে আমরা সমর্থন করি না। আমার তো নির্দেশ আছে। তা সত্যেও কেউ করে ফেললে পুলিশ ব্যাবস্থা নেবে। রাস্তায় কেউ কেউ বসে পড়বে, কিন্তু তাতে পরীক্ষার্থীরা সমস্যায় পড়বে এটা তো মেনে নেওয়া যায় না।’’ এদিকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পথে বন্য হাতিসহ যে কোনও জন্তুর আক্রমণের মুখে যাতে পরীক্ষার্থীদের পড়তে না হয় তার জন্য বনদপ্তর থেকে পদক্ষেপ নেওয়া হল। বৃহস্পতিবার দপ্তরের মুখ্যসচিব বিবেক কুমার স্বাক্ষরিত নির্দেশিকা প্রকাশ করা হয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন বাতিল করা হল বন দপ্তরের কর্মী ও আধিকারিকদের ছুটি। বোর্ড পরীক্ষা চলার সময়ে বন্য হাতি অথবা বন্য প্রাণীদের মুখোমুখি যাতে না হতে হয় ছাত্রছাত্রীদের তার জন্য বনদপ্তর

বলেন, ‘‘খুব দুঃখজনক ঘটনা, গ্রীন ট্রাইব্যুনাল হাতির জন্য কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। হাতি এত বেড়ে গিয়েছে। আমাদের এখানে কন্ট্রোল করার ক্ষমতা নেই। আমি আজ শিক্ষা দফতরকে বলেছি ফরেস্ট এরিয়া-তে যারা থাকে তাদের জন্য বাস এর ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজনে পুলিশকে ব্যবস্থা নিয়ে হবে।’’ একইসঙ্গে পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে তিনি যে প্রশাসনিক স্তরে উদ্যোগ নিয়েছেন সে বিষয়ের পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বার্তা দেন মমতা। তিনি বলেন, ‘‘কোনও পরীক্ষা যদি কঠিন হয় আমি দেখে নেব। আমি এই ঘটনার পর জলপাইগুড়ির ডিএম ও গৌতম দেবকে নির্দেশ পাঠালাম।’’ একইসঙ্গে পাহাড় বনধ নিয়েও এদিন সরব ছিলেন মমতা। তিনি বলেন, ‘‘বনধ রাজনীতি থেকে রাজ্যকে মুক্ত সবরকম ব্যবস্থা নেবে। দপ্তরের আধিকারিকরা জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য কোন কোন এলাকা নিরাপদ নয় তা জানিয়ে মাইকিং করবে। পাশাপাশি বন্যপ্রাণীদের যাতায়াতের রাস্তার পাশে অস্থায়ীভাবে গেট বসিয়ে দেওয়া হবে। ‘ঐরাবত’ নামে বিশেষ ধরনের যান নিয়ে বন দপ্তরের আধিকারিকরা এলাকায় টহল দেবেন। স্পর্শকাতর এলাকায় পরীক্ষা দিতে যাওয়ার জন্য জেলাশাসক, আঞ্চলিক পরিবহন আধিকারিক এবং জেলা স্কুল পরিদর্শকদের মধ্যে সমন্বয় রেখে পরীক্ষার্থীদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হবে। মুখ্য প্রধান বনপাল এবং মুখ্য বন্য প্রাণী সহায়ক পরীক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রতিদিন নজর রাখবেন। সাধারণ মানুষ ও পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দেওয়া যাচ্ছে কিনা।

কোনও পরীক্ষা খারাপ হলে আমরা দেখে নেব মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ বোর্ডের পরীক্ষায় কোনও পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা খারাপ হলে তা ‘দেখে নেবেন’ বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর এই কথা ঘিরে বিতর্ক ঘনালেও, আদতে তিনি পরীক্ষার্থীদের আশ্বাস দিতে চেয়েছেন বলেই মনে করছেন অনেকে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন উত্তরবঙ্গে জনসভার পরে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, ‘‘সব পরীক্ষাই যে ভাল হবে তার কোনও মানে নেই। কোনও পরীক্ষা যদি খারাপ হয়, কঠিন হয়, আমাদের নিশ্চয় নলেজে থাকবে, সেরকম আমরা দেখে নেব।’ একথা কেন বললেন মুখ্যমন্ত্রী? অনেকেই মনে করছেন, একথা বলার কারণ গত বছরের ঘটনাবহুল মাধ্যমিক পরীক্ষা। গত বছর, দু’বছর কোভিড পর্ব পার করার পরে বোর্ড পরীক্ষায় বসেছিল রাজ্যের ছেলেমেয়েরা। বহু পরীক্ষার্থীর প্রস্তুতিতে খামতি থেকে গেছিল। স্কুলগুলিও তৈরি ছিল না, তাদের ছেলেমেয়েদের বোর্ডের পরীক্ষায় বসানোর জন্য। ফলে প্রায় প্রত্যাশিত ভাবেই সেবার পরীক্ষার ফল বেরোনোর পরেই চতুর্দিকে নানা অশান্তি, অরাজকতার ছবি দেখা গিয়েছিল। কোথাও নম্বর বাড়ানোর দাবিতে স্কুলে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন পড়ুয়া-অভিভাবকরা, কোথাও আবার পাশ করানোর দাবিতে ধর্নায় বসেছিল সারিসারি ছাত্রছাত্রী। পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়ায় আত্মহত্যার ঘটনাও ঘটেছিল বেশ কিছু। এই সমস্যার মূল কারণ ছিল, দু’বছর ধরে লকডাউনে

পড়াশোনার বড় ক্ষতি। লকডাউনকালীন অনলাইন পড়াশোনার সুবিধা রাজ্যের বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীই পায়নি। যারা পেয়েছিল, তাদের মধ্যেও অনেকেই এ পড়াশোনার গুরুত্ব না বুঝে ফাঁকি মেরেছিল এন্তার। কেউ আবার পড়াশোনা না করেই পরীক্ষায় বসে গিয়েছিল কেবল বসতে হয় বলে। ফলে পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে বিপুল হইচই হয়েছিল। সেই কথা মনে রেখেই মুখ্যমন্ত্রী এই ‘দেখে নেবেন’ বলে আশ্বাস দিয়েছেন বলেই মনে করা হচ্ছে। এদিন তিনি বলেন, ‘‘সমস্ত মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, মাদ্রাসা, হাইমাদ্রাসা, ফাজিল, সিবিএসসি, আইসিএসসি- সব পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা রইল আমার তরফে। সবাই ভাল করে এগোক, ভাল করে পরীক্ষা করে দিক। মন খারাপ করার কোনও কারণ নেই। সব পরীক্ষাই যে ভাল হবে তার কোনও মানে নেই। কোনও পরীক্ষা যদি খারাপ হয়, কঠিন হয়, আমাদের নিশ্চয় নলেজে আছে, সেরকম আমরা দেখে নেব। আমি সব বাচ্চাদের ভালবাসি, আমি চাই তারা সসম্মানে এগিয়ে যাক।’’ বস্তুত, পরীক্ষার প্রশ্ন খুব বেশি কঠিন হলে বা প্রশ্নে কোনও ভুল থাকলে সরকারের তরফেই ‘গ্রেস’ দেওয়ার নিয়ম নতুন নয়। অতীতেও এমন হয়েছে একাধিকবার। কোভিড-পর্বের পরে পড়াশোনায় যেহেতু অনেকটাই খামতি থেকে গেছে, তাই প্রশ্নপত্রও হয়তো অনেকের কাছে কঠিন লাগতে পারে। কিন্তু তা যেন কারও মন ভাঙার কারণ না হয়, সেই বিষয়টিই নিশ্চিত করতে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এ ক্ষেত্রে যেন অভিভাবকের মতোই ভূমিকা নিয়েছেন তিনি, ছেলেমেয়েরা যাতে খারাপ পরীক্ষার কারণে মন খারাপ না করে, সেটিই নিশ্চিত করতে চেয়েছেন।

ছাত্র ভোটের দাবিতে বিধানসভা অভিযান ডাকল এসএফআই, ‘ব্রাত্যর মুখের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যের ছাত্র সংসদগুলির ভোট কবে হবে সে ব্যাপারে বৃহস্পতিবার মৌখিক একটা আভাস দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ক্যাম্পাসে ভোটের দাবিতে বিধানসভা অভিযান ডাকল বাম ছাত্র সংগঠন এসএফআই। সিপিএমের ছাত্র সংগঠনটির বক্তব্য, এর আগেও শিক্ষামন্ত্রী এমন মৌখিক আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু কিচ্ছু হয়নি। তাই তাঁর মুখের কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। এসএফআইয়ের দাবি, অবিলম্বে ছাত্র সংসদ ভোটের বিষয়ে সরকারকে নির্দেশিকা জারি করতে হবে। এদিন ব্রাত্য বলেছিলেন, পঞ্চায়েত ভোটের পর ছাত্র সংসদগুলির ভোট হবে। সেইসঙ্গে এও বলেছিলেন, একই দিনে হয়তো সব জায়গায় ভোট হবে না। একদিন উত্তরবঙ্গ, একদিন দক্ষিণবঙ্গ এইভাবে ভেঙে ভেঙে নির্বাচন করানো হবে। এসএফআইয়ের

বক্তব্য, আলাদা আলাদা দিনে ভোট করানো আসলে সমাজবিরোধীদের ব্যবহার করার কৌশল। তাই একদিনে সব ক্যাম্পাসে ভোটের দাবি জানিয়েছেন সৃজন ভট্টাচার্য, প্রতীক উর রহমানরা। বাম ছাত্র সংগঠনটির এও বক্তব্য, মোদি সরকারের জাতীয় শিক্ষা নীতি এ রাজ্যেও কৌশলে বলব করার চেষ্টা চলছে। এই বিধানসভা অভিযান কর্মসূচিতে সেটিও ইস্যু বলে জানিয়েছে এসএফআই। এখন কৌতূহল হল এই কর্মসূচির নকশা কেমন হবে? গত ২০ সেপ্টেম্বর দেখা গিয়েছিল পুলিশি অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও ধর্মতলা অবরুদ্ধ করে সভা করেছিল বাম ছাত্র-যুবরা। ১০ তারিখ কী পরিস্থিতি হয় এখন সেটাই দেখার।

‘গুরু তো ভক্তের ভগবান, এদের গুরু কে?’, নিয়োগ মামলায় রামকৃষ্ণের কথা বললেন বিচারক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ কুন্তল, চন্দন, তাপস, নীলাদ্রি... পরপর বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করেছে সিবিআই। তারপরও প্রশ্ন উঠছে দুর্নীতির মাথা কে? আসল লোককে কেন হেফাজতে নেওয়া হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন ঘুরেফিরে আবারও সামনে এল। এবার শ্রী রামকৃষ্ণের কথা শোনা গেল বিচারকের মুখে। বৃহস্পতিবার ব্যাঙ্কশাল কোর্টে সিবিআই-এর বিশেষ আদালতে পেশ করা হয় কুন্তল ঘোষ, তাপস মণ্ডল ও নীলাদ্রি ঘোষকে। এই তিনজনের আইনজীবীরা যখন জামিনের আর্জি জানিয়ে সরব হন, তখন বিচারক অর্পণ চট্টোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সংস্থা সিবিআই-কে প্রশ্ন করেন, ‘‘রামকৃষ্ণের কথা শুনেছেন? গুরু কে হয়? ভক্তের ভগবান। এদের গুরু কে?’’ উত্তরে সিবিআই জানায়, সেটাই খোঁজার চেষ্টা করছে তারা। বিচারক আরও বলেন, ‘‘চেনটা সম্পূর্ণ করুন।’’ নিয়োগ দুর্নীতির

মামলায় সম্প্রতি যাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে, তাঁদের কেউ এজেন্ট, কেউ মিডলম্যান হিসেবে কাজ করেছেন বলে অভিযোগ। কিন্তু আদতে কার হাতে টাকা যেত, কে চাকরি দিতেন, সেটাতেই বারবার গুরুত্ব দিচ্ছে আদালত। কুন্তলের আইনজীবী এদিন প্রশ্ন করেন, ‘‘এটা বড়সড় ষড়যন্ত্র বলা হচ্ছে। কেউ বলেছে আমি টাকা নিয়ে চাকরি দিয়েছি? আপনি বলছেন এখন। এই মামলার ভবিষ্যৎ কী?’’ অন্যদিকে, তাপস মণ্ডলের দাবি, তাঁকে হেফাজতে নেওয়া হলেও জেরা করা হচ্ছে না। গত কয়েকদিনে মাত্র ১ ঘণ্টা জেরা করা হয়েছে বলে জানান তিনি। নীলাদ্রি ঘোষের আইনজীবী প্রশ্ন তোলেন কোনও সরকারি কর্মীকে হেফাজতে নেওয়া হচ্ছে না কেন? ষড়যন্ত্রের কথা বলছেন নীলাদ্রিও। তাঁর বক্তব্য, ‘‘যে ধারাগুলি আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে আনা হয়েছে সেগুলি টিকবে না।’’ সিবিআই-এর আইনজীবী জানান, তদন্ত চলাকালীন এই অভিযুক্তদের তলব করা হয়েছিল। তাঁরা সাহায্য করেননি। মুখোমুখি জেরায় কিছু প্রভাবশালীর নাম উঠে এসেছে বলেও দাবি করেছে সিবিআই। তবে প্রমাণ ছাড়া কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দিয়েছে সিবিআই। উল্লেখ্য, এর আগে নিয়োগ সংক্রান্ত শুনানিতে বিচারক সিবিআই-কে বলেছিলেন, আপনার পনির বাটার মশলা রাঁধতে চাইছেন, অথচ পনির নেই। সেক্ষেত্রে মূল অভিযুক্তদের দিকেই ছিল বিচারকের ইঙ্গিত। বৃহস্পতিবার সেই প্রসঙ্গ তুলে সিবিআই-এর আইনজীবী বলেন, ‘‘অভিযুক্তরাই বলুক পনির কোথায়?’’ তাঁর কথার রেশ ধরে কুন্তলের আইনজীবী শেখ মেহেদি নওয়াজ বিচারককে বলেন, ‘‘আপনারা পনিরের কথা বলছেন। আসলে তো আগুনটাও নেই।’’ অর্থাৎ সিবিআই-এর তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়েই প্রশ্ন তুলে দেন তিনি। এদিন তিনজনেরই জামিনের আর্জি খারিজ হয়ে গিয়েছে। আগামী ৯ মার্চ অবধি জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

বকেয়া ডিএ-র দাবিতে ধর্মঘট! নবান্নে এসে মুখ্যসচিবকে নোটিস দিল যৌথ মঞ্চ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ বকেয়া ডিএ-র দাবিতে গত কয়েকদিন ধরে অনশন করছেন সরকারি কর্মী সংগঠনের প্রতিনিধিরা। অসুস্থ হয়ে পড়লেও মঞ্চ ছাড়তে রাজি হননি তাঁরা। দাবি পূরণ না হলে কোনওভাবেই মঞ্চ ছাড়বেন না বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে আচমকাই বদলে গেল দৃশ্যটা। অনেকাংশেই ফাঁকা শহিদ মিনারের কাছে সেই ধর্না মঞ্চ। আন্দোলনকারীদের উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো কম। কেন মঞ্চ ছাড়লেন আন্দোলনকারীরা? খোঁজ নিয়ে জানা গেল, মাধ্যমিক পরীক্ষায় যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সে কারণেই মঞ্চ ছেড়ে কাজে যোগ দিয়েছেন তাঁরা। পরীক্ষা শেষ হলেই আবার যোগ দেবেন আন্দোলনে। এক আন্দোলনকারী বলেন, ‘‘আমরা ছাত্রছাত্রীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাদের কোনও ক্ষতি হোক আমরা চাই না। মাধ্যমিক পরীক্ষা যাতে সুষ্ঠভাবে হয়, সেটাই আমরা চাই।’’ তবে পরীক্ষা শেষ হলেই রাতে আন্দোলনকারীরা মঞ্চে ফিরবেন বলে জানিয়েছেন তিনি। এই মঞ্চে আন্দোলনরত অনেকেই শিক্ষক কিম্বা শিক্ষাকর্মী। তাঁরা কাজে যোগ না দিলে ব্যহত হতে পারে মাধ্যমিক পরীক্ষার পরিচালনার কাজ। তাই বুধবার অনেকেই জেলায় ফিরে গিয়েছেন। অন্যদিকে, বুধবার রাতেই অনশন মঞ্চ থেকে ঢাকুরিয়ার বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক ভাস্কর ঘোষকে। ইতিমধ্যেই হাই মাদ্রাসা পরীক্ষার জন্য ৯ মার্চের ধর্মঘট পিছিয়ে ১০ মার্চ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার বনাম সরকারি কর্মীদের এই সংঘাতে কোনওভাবেই যাতে পরীক্ষার্থী বা ছাত্রছাত্রীদের অসুবিধা না হয়, সেই বিষয়টিতেই গুরুত্ব দিচ্ছেন আন্দোলনকারীরা। উল্লেখ্য, ৩৯ শতাংশ ডিএ-র দাবিতে চলছে আন্দোলন। সম্প্রতি রাজ্য সরকার ৩ শতাংশ মহার্ঘ ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন। তাতেই আরও বেড়েছে অসন্তোষ। এদিন যৌথ মঞ্চের তরফে একটি চিঠি দেওয়া হয় রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে। সেখানে বলা হয়, এর আগেও সরকারকে নিজেদের দাবি জানিয়ে কোনও লাভ হয়নি। তাঁদের দাবি নিয়ে সরকারের পক্ষ থেকে একটি মধ্যস্থতা কমিটি গঠন করার কথা বলা হয়েছে। আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, ‘‘আমরা মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়েছি। আমরা আশা করব আলোচনার জন্য আমাদের ডাকা হবে। যদি আমাদের দাবি নিয়ে সরকারের তরফে কোনও উদ্যোগ বা আলোচনা আহ্বান জানানো না হয় তো ১০ তারিখ আমরা ধর্মঘটে যাব।’’

তলোয়ার-বন্দুক নিয়ে পুলিশের উপর হামলা খলিস্তানিদের, অমৃতসরে ধুন্ধুমার

চণ্ডীগঢ়, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ হাতে উদ্ধত বন্দুক, তরোয়াল। এই অবস্থায় পুলিশ ব্যারিকেট ভেঙে হামলা করা হল থানায়। বৃহস্পতিবার (২৩ ফেব্রুয়ারি), ভয়ঙ্কর ছবি দেখা গেল পাঞ্জাবের অমৃতসরের আজনালা থানা এলাকায়। খলিস্তানপন্থী দল ‘ওয়ারিশ পাঞ্জাব দে’ দলের নেতা অমৃতপাল সিং-এর ঘনিষ্ঠসহযোগী লভপ্রীত তুফানের গ্রেফতারির বিরুদ্ধে ছড়িয়ে পড়ল হিংসাত্মক বিক্ষোভ। অমৃতপালের দাবি, তুফানের বিরুদ্ধে যে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত। সশস্ত্র অবস্থায় তিনি হুমকি দিয়েছেন, অবিলম্বে এই এফআইআর খারিজ করা না হলে, পরবর্তী ক্ষেত্রে যা ঘটবে, তার জন্য প্রশাসন দায়ী থাকবে। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে তিনি বলেছেন, ‘‘রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে। যদি ওরা এক ঘণ্টার মধ্যে এই মামলা বাতিল না করে, তারপর যা হবে তার দায় কর্তৃপক্ষকেই নিতে হবে। ওরা মনে করে আমরা কিছু করতে পারি না। তাই এই বল প্রদর্শন দরকারি ছিল।’ স্বঘোষিত খলিস্তানপন্থী নেতা অমৃতপাল সিং এবং তাঁর পাঁচ সহযোগীর বিরুদ্ধে অপহরণ, চুরি, দাঙ্গা করা, আঘাত করা এবং অবৈধ জমায়েত করার অভিযোগ অমৃতপালের দাবি, তিনি নির্দোষ। গত সপ্তাহে গ্রেফতারির পর থেকে তাঁকে নির্যাতন করা হচ্ছে। এফআইআর বাতিল না করলে থানা ঘেরাও করে রাখার হুমকি দিয়েছেন

অমৃতপাল সিং (বাঁদিকে), পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ তাঁর সমর্থকদের।

রয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানাও জারি করা হয়েছে। অমৃতপাল সিংয়ের এক প্রাক্তন সহকারী ভারিন্দর সিং-ই তাঁদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দায়ের করেছে। তাঁকে অমৃতপাল সিং এবং তাঁর সহযোগীরা অপহরণ করে নির্দয়ভাবে মারধর করেছিল বলে অভিযোগ করেছিলেন তিনি। গত সপ্তাহেই এই মামলায় লভপ্রীত তুফানকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি। সংবাদ সংস্থা এএনআই-কে তিনি বলেছেন, ‘‘আমরা খুব শান্তিপূর্ণভাবে খালিস্তানের দাবি জানাচ্ছি। হিন্দু রাষ্ট্রের দাবি করা গেলে, আমরা কেন খালিস্তানের দাবি তুলতে পারব না? প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধিকে খালিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতার মূল্য চোকাতে হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদি, অমিত শাহ বা ভগবন্ত সিং মান - যেই হোক না কেন, কেউ আমাদের থামাতে পারবে না। আমার এবং আমার সমর্থকদের বিরুদ্ধে তোলা সব অভিযোগ মিথ্যা।’’ গত সপ্তাহে পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত সিং মান বলেছিলেন, কেউ যদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি করতে চায়, তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীর সেই বক্তব্যের প্রেক্ষিতেই অমৃতপাল সিং এবং সশস্ত্র সহযোগীদের বিরুদ্ধে পুলিশি পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। তবে, এদিন কিন্তু অমৃতপাল সিং-এর দলবলের তাপের মুখে নতি স্বীকার করতে একপ্রকার বাধ্য হয়েছে পাঞ্জাব পুলিশ। শেষ পর্যন্ত লভপ্রীত তুফানকে ছেড়ে দেয় পুলিশ। হিংসাত্মক বিক্ষোভও তুলে নেন অমৃতপাল সিংরা। অমৃতসরের এসএসপি বলেন, ‘‘আমাদের সামনে যে সকল প্রমাণ তুলে ধরা হয়েছে, তার ভিত্তিতেই লভপ্রীত তুফানকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে।’’ অমৃতসরের পুলিশ কমিশনার বলেন, ‘‘লভপ্রীত যে নির্দোষ, সেই বিষয়ে ওঁরা আমাদের যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন। ওঁরা এখন শান্তিপূর্ণভাবে এই জায়গা ছেড়ে যাবেন। আইন আইনের পথে চলবে।’’

১২ বছরের অপেক্ষার অবসান

রুল জারি হওয়ার পর তড়িঘড়ি হাইকোর্টেই নিয়োগের নথি দিল পর্ষদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও হাজির হলেন না মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়। তবে ১২ বছর পর নিয়োগের নথি দেওয়া হল মামলাকারীকে। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে হাতে হাতেই নিয়োগের নথি তুলে দিল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। পর্ষদ সভাপতি হাজির না হলেও ওই প্রার্থীর নিয়োগের প্রাথমিক নথি আদালতে জমা দিল বোর্ড। আগামিকাল, শুক্রবার বোর্ডের অফিস থেকে নিয়োগপত্র সংগ্রহ করতে বলা হয়েছে মামলাকারীকে। ১২ বছর ধরে চাকরি পাননি পূর্ব মেদিনীপুরের অঞ্জন কুমার খাটুয়া। তিনি একটি চোখে দেখতে পান না। আদালতে মামলা হওয়ার পর গত মাসে হাইকোর্ট তাঁকে চাকরি দেওয়ার নির্দেশ দেয়। সেই মতো অঞ্জনের সুপারিশপত্র মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদকে পাঠায় স্কুল সার্ভিস কমিশন। কিন্তু তারপরও চাকরি দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এরপরই আদালত অবমাননার রুল জারি হয়। বৃহস্পতিবার মাধ্যমিক পরীক্ষার দিনই মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামনুজ গঙ্গোপাধ্যায়কে তলব করে কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অমৃতা সিংহের একক বেঞ্চের নির্দেশ ছিল, দুপুর ২ টোয় রামানুজকে সশরীরে হাজিরা দিতে হবে। শুধু নিয়োগ না পাওয়া নয়,

আদালতে পর্ষদের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগও করেছেন মামলাকারী। তিনি অভিযোগ করেন, পর্ষদ অফিসে গেলে এক আধিকারিক তাঁকে বলেন, ‘‘আপনারা কি মনে করেন যখন খুশি নিয়োগপত্র দেওয়া যায়? আপনারা মেদিনীপুর থেকে এসেছেন। প্রচুর টাকা রয়েছে, তাই মামলা দায়ের করে দিয়েছেন। কলকাতা হাইকোর্ট খারাপ নির্দেশ দেবে আর তা পালন করতে হবে পর্ষদকে?’’ দৃষ্টিহীনতা হওয়ায় তাঁকে অপমান করা হয় বলেও অভিযোগ তুলেছেন ওই ব্যক্তি। তাঁর দাবি, তাঁকে বলা হয়েছিল, ‘‘অন্ধ হয়ে চাকরি করতে চলে এসেছেন। আপনি কী ভাবে পড়াবেন?’’ এদিন সেই প্রসঙ্গে বিচারপতি বলেন, ‘‘মামলাকারীর যে অভিযোগ, সেটা ঠিক না ভুল, আমরা জানি। ওখানে কী হয়, সেটা এখন ওপেন সিক্রেট। আমাদের চোখ খোলা আছে।’’ মন্তব্য বিচারপতি অমৃতা সিনহার। হেনস্থার অভিযোগ গ্রহণ করেছে আদালত। সেই অনুযায়ী কোর্ট আগামীতে পদক্ষেপ করবে বলেও জানিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। বোর্ডের আইনজীবী কোয়েলি ভট্টাচার্য দাবি করেন, প্রার্থীকে বোর্ডের অফিসে হেনস্থার অভিযোগ ভিত্তিহীন। এমন কোনও কথা কেউ বলেনি। মন গড়া অভিযোগ করা হচ্ছে। ১৫ মার্চ এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ভারতের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বৃহস্পতিবার নতুন দিল্লিতে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে ২০১৯, ২০২০ ও ২০২১ সালের জন্য সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি ফেলোশিপ এবং পুরস্কার প্রদান করেছেন। ৮ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বকে পারফর্মিং আর্টসের ক্ষেত্রে সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি ফেলোশিপ দেওয়া হয়েছে এবং সঙ্গীত, নৃত্য, থিয়েটার, ঐতিহ্যবাহী, লোকজ এবং পুতুলশিল্পের ক্ষেত্রে ১২৮ জন শিল্পীকে সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। এই অ্যাকাডেমি পুরস্কারের মধ্যে তিনটি যৌথ পুরস্কার রয়েছে।এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় রাষ্ট্রপতি বলেছেন, ভারতের সমৃদ্ধ শিল্পকলা দেশের মসৃণ শক্তি। তিনি বলেন, সঙ্গীত ও শিল্পকলা ভাষা ও ভৌগলিক সীমানার বাইরে এবং ভারতের সঙ্গীত ও শিল্পকলা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত হয়েছে। রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেন, এটা আমাদের জন্য গর্বের বিষয় যে দেশে শিল্পকলার পুরানো ঐতিহ্য রয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ভারতের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য।

ডিজিটাল জীবন বদলে দিয়েছে, যতবার স্ক্রিনে তাকাই নতুন কিছু শিখছি ঃএস জয়শঙ্কর

পুণে, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ডিজিটাল আমাদের জীবন বদলে দিয়েছে, যতবার আমরা সেই স্ক্রিনে তাকাই কিছু শিখছি, অন্য কেউ আবার আপনার সম্পর্কেও কিছু শিখছে। আপনার পছন্দ, অপছন্দ, চাহিদা, এবং অগ্রাধিকার সবই ধরা যাচ্ছে। এই মন্তব্য করলেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। বৃহস্পতিবার মহারাষ্ট্রের পুণে-তে এস জয়শঙ্কর বলেছেন, আমরা আজ এখানে জড়ো হয়েছি, কারণ ভারত জি-টোয়েন্টির সভাপতিত্ব পেয়েছে। জি-২০ হল বিশ্বের ২০টি বৃহত্তম অর্থনীতির একটি সমাবেশ। এটা শুধু ২০টি দেশের সংগ্রহ নয়, জি-২০ প্রেসিডেন্সি একটি কঠিন মুহূর্তে একটি বিশেষ দায়িত্ব।বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, আধার নম্বর হয়ে উঠেছে ম্যাজিক নম্বরের মতো। এটি সেই মেরুদণ্ড যার উপর লক্ষ লক্ষ মানুষের দৈনন্দিন অস্তিত্ব নির্ভর করে। আমাদের ডিজিটাল ইমেজ বাড়ছে। জাপান, ব্রিটেন, ডেনমার্ক, জার্মানি এবং পর্তুগালের মতো দেশগুলি আমাদের প্রতিভার জন্য আমাদের কাছে আসছে।

আদালত অবমাননার রুল জারি, পর্ষদ সভাপতিকে তলব

কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার দিনই মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়কে তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। নির্দেশ না মানায় তাঁর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করে ডেকে পাঠানো হয়েছে। বিচারপতি অমৃতা সিনহার একক বেঞ্চের নির্দেশ, বৃহস্পতিবারই রামানুজকে সশরীরে হাজিরা দিতে হবে।১২ বছর ধরে চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছেন পূর্ব মেদিনীপুরের অঞ্জনকুমার খাটুয়া। তিনি একটি চোখে দেখতে পান না। গত মাসে হাইকোর্ট তাঁকে চাকরি দেওয়ার নির্দেশ দেয়। সেইমতো অঞ্জনের সুপারিশপত্র পর্ষদকে পাঠায় এসএসসি। কিন্তু তার পরেও পর্ষদ অঞ্জনকে নিয়োগপত্র দেয়নি বলে অভিযোগ। অঞ্জনের আরও অভিযোগ, পর্ষদের এক অফিসার তাঁর সঙ্গে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেন। ওই অফিসার তাঁকে বলেন, আপনারা কী মনে করেন? যখন তখন নিয়োগপত্র দেওয়া যায় নাকি? অঞ্জনকে বলা হয়, আপনারা মেদিনীপুর থেকে আসেন মামলা করতে। আপনাদের প্রচুর টাকা আছে। এরপরই অঞ্জন আদালতে গেলে হাইকোর্ট অবমাননার রুল জারি করে। সেই মামলাতেই এদিনই পর্ষদ সভাপতিকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়।

সময়ের আগেই পুনর্নবীকরণযোগ্য লক্ষ্য অর্জন করেছে ভারত, তা ট্র্যাক রেকর্ডই বুঝিয়ে দিচ্ছেঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার বাজেট পরবর্তী পরিবেশ বান্ধব উন্নয়ন বিষয়ক একটি ওয়েবিনারে ভাষণ দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় বাজেটে যে সমস্ত পরিকল্পনা ও উদ্যোগের কথা ঘোষণা করা হয়েছিল, তা কার্যকর করার বিষয়ে মতামত চেয়ে সরকার ১২টি বাজেট পরবর্তী ওয়েবিনারের আয়োজন করে। এটি এই সিরিজের প্রথম। এদিনের ওয়েবিনারে

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ২০১৪ সাল থেকে, পুনর্নবীকরণযোগ্য ক্ষমতা সংযোজনে এগিয়ে চলেছে ভারত। সময়ের আগেই পুনর্নবীকরণযোগ্য লক্ষ্য অর্জন করেছে ভারত, তা আমাদের ট্র্যাক রেকর্ডই বুঝিয়ে দিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, গ্রিন গ্রোথ এবং এনার্জি পরিবর্তনের জন্য, ভারতের কৌশলে রয়েছে তিনটি স্তম্ভ রয়েছে।নবায়নযোগ্য শক্তির উপাদান, জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস করা এবং একটি গ্যাস-ভিত্তিক অর্থনীতির দিকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাওয়া। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, এই বছরের বাজেটেও শিল্পের জন্য 'গ্রিন ক্রেডিট' এবং কৃষকদের জন্য প্রধানমন্ত্রী-প্রণাম প্রকল্প রয়েছে। সবুজ প্রবৃদ্ধি নিয়ে এবারের বাজেটে যে বিধান করা হয়েছে তা একভাবে আমাদের ভবিষ্য প্রজন্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ভিত্তিপ্রস্তর। ভারতে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়ে মোদী বলেছেন, আমি এনার্জি ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি শেয়ার হোল্ডারকে ভারতে বিনিয়োগ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

৬.৮ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পূর্ব তাজিকিস্তান, কম্পন অনুভূত আফগানিস্তানেও

কাবুল, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল পূর্ব তাজিকিস্তান, তীব্র কম্পন অনুভূত হয়েছে আফগানিস্তানেও। বৃহস্পতিবার সকালে আফগানিস্তান এবং তাজিকিস্তানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তানের ফৈজাবাদ শহর থেকে ২৬৫ কিলোমিটার দূরে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.৮। স্থানীয়

সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সকালে আফগানিস্তান এবং তাজিকিস্তানের মাটি কেঁপে ওঠে। এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর মেলেনি।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৬.৫৭ মিনিট নাগাদ পূর্ব তাজিকিস্তানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়। উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ২০.৫ কিলোমিটার গভীরে। আফগানিস্তানের বাদাখশান প্রদেশের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এদিন সকালে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে এই প্রদেশের কিছু অংশ। এই ভূমিকম্পে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি ও হতাহতের বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। প্রথম কম্পনের ২০ মিনিট পর আবার একটি আফটার শক কেঁপে ওঠে ওই এলাকা। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫।

আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস নিয়ে আলোচনা

কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ নিখাদ বাংলা? সে তো সোনার পাথরবাটি! বাংলায় সব কথা বলা যায় নাকি? প্রশ্নটা উস্কে দিলেন অধ্যাপক অমিত দে। আর, সেটা খোদ বিশ্বকবির মজলিসকে ঘিরে।গত মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক ভাষা দিবসের আলোচনায় তিনি বলেন যে, রবিঠাকুরের নক্ষত্রসমাবেশে একদিন একজন প্রশ্ন করেন, আজ সবাইকে বাংলায় কথা বলতে হবে। না বললেই তাঁর ফাইন। সঙ্গে সঙ্গে সপাট জবাব কবিগুরুর, তাহলে তো ফাইনটা তোমাকে দিয়েই শুরু করতে হয়! জরিমানা কেন ফাইন হবে?সাহিত্যের অঙ্গনে প্রায় সাড়ে চার দশকের শিক্ষকতায় ঋদ্ধ অমিতবাবুর প্রশ্ন, অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে? তাঁর মন্তব্য, ভয় করে। আমরা নিজের ভাষার প্রতি ভীষণ অমনোযোগী। উচ্চারণেও যত্ন নেই। তিনি বলেন, ভাষা সচেতন করে মানুষকে। ভাষা কেড়ে নেওয়া চিন্তাশীলতা কেড়ে নেওয়ার সামিল।মানভূমের ভাষা আন্দোলন ও ১৯৬১-র ১৯ মে শিলচরের ১১ ভাষা শহিদদের স্মরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া শ্রীরামপুর কল্যাণ সমিতির আলোচনা সভায় তিনি তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। বলেন, ইএম বাইপাস দিয়ে যেতে গিয়ে কিছুকাল আগে রাস্তার পাশে উপর্যুপরি এমন দুটো হোর্ডিং দেখি, যার ভাষা আমাকে বিস্মিত করেছিল। বাংলা ভাষার খাতাপাতুতে বসে এরকম দু ঃসাহস! ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন দেখিয়ে দিয়েছে ভাষার জোর কতটা হতে পারে।অধ্যাপক দে-র কথায়, ভাষার নির্দিষ্ট ছাঁদ বলে কিছু হতে পারে না। কেবল রাজ্য ভেদে নয়, একই রাজ্যের জেলা ভেদেও বদলে যায় উচ্চারণ। এ প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদের বিশেষ বাচনভঙ্গীর উল্লেখ করেন তিনি। এক প্রজন্মেও বদলে যায় মাতৃভাষার অনেক শব্দের উচ্চারণ বা ব্যবহার। সাংবাদিক অশোক সেনগুপ্ত পশ্চিমী দেশগুলোয় মাতৃভাষার প্রভাব, জাতীয় শিক্ষানীতিতে মাতৃভাষা, বাংলার অর্থনৈতিক দুর্বলতাতেই কি গুরুত্ব হারালো বাংলা ভাষা, বাংলা ভাষা কি শেষের সেদিন গুনছে, বাংলা ভাষায় আমরা-রা, বাংলা ভাষার মানোন্নয়নে সংবাদমাধ্যমের ব্যর্থতা- প্রভৃতি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেন। বর্তমান বাংলার অবস্থার পরিচয় দিতে পড়ে শোনান ছড়াকার ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের বিখ্যাত কবিতার প্রথম পংক্তি। আলোচনায় অশোকবাবু বলেন, আমরা নিজেরাও কি বাংলা ভাষাকে প্রসারিত এবং শক্তিশালী করার ব্যাপারে আদৌ আগ্রহী? সাধারণ মানুষের মুখের এবং লেখার ভাষায় ভীষণভাবে অন্য ভাষার মিশ্রণ। এমনকি বাংলা বিভিন্ন পোর্টালেও অনেক পরিচিত শব্দের বদলে ব্যবহৃত হচ্ছে ইংরেজি শব্দ। সাক্ষাৎকার, চিকিৎসক প্রভৃতি অজস্র শব্দ হারিয়ে যাচ্ছে। পরিবর্তে ইন্টারভিউ, ডাক্তার বলতে, লিখতেই আমরা বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করি। এই মাত্রাতিরিক্ত অব্যবহারে কি ধীরে ধীরে অনেক শব্দ আমরা হারিয়ে ফেলব না?অধ্যাপক দে বলেন, অনেক আর্বি-ফার্সি-ইংরেজি শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে মিশে গিয়েছে। এগুলো ব্যবহারে ততটা গেল গেল রব না তুললেও হয়। তবে, যেসব আর্বি শব্দ আমরা গ্রহণ করিনি সেগুলো না বলাই বাঞ্ছনীয়। অপ্রয়োজনে বিদেশী ভাষা ব্যবহার না। কথায় কথায় সংযোগকারী শব্দ হিসাবে ' মত ইংরেজি কথা কেন? পড়ুয়াদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম মেডিসিনাল প্লান্টের বাংলা। ক্লাশের মাত্র একজন বলতে পেরেছিল। অনুষ্ঠানের সঞ্চালিকা রূপা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যথেষ্ট সচেতনতার অভাবে বহু ভাষা আমরা হারিয়ে ফেলেছি। অধ্যাপক দে বলেন, কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, মাতৃভাষা হারিয়ে গেলে কী আসে যায়? অনেক পরিবারের সদস্য তো নিজেদের মধ্যে ইংরেজিতে কথা বলেন। তাঁদের কি খুব অসুবিধে হচ্ছে? কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, ভাষার মধ্যে শতাব্দীব্যাপী জ্ঞান, বোধ, সামাজিক ইতিহাস লুকিয়ে থাকে। রূপকথা কি আমাদের জীবনের অঙ্গ নয়? নিজস্ব ঐতিহ্য নয়? এলাটিন বেলাটিন শৈল কিসের খবর আইল........!! চোখের সামনে ভেসে ওঠে না এক্কা দোক্কা খেলা, সোনালী দিন গুলোর কথা?অশোকবাবু বলেন, ভারতের মত বহু ভাষাভাষির দেশ গোটা বিশ্বে সম্ভবত নেই। সাংবাদিকতার সূত্রে দীর্ঘকাল জার্মানিতে কাটিয়ে আসা অশোকবাবু চিন এবং ইউরোপের নানা দেশের ভাষাবৈচিত্র্যের সঙ্গে ভারতের ভাষাবৈচিত্র্যের তুলনা করেন। অধ্যাপক দে-ও জানান, একমাত্র রাশিয়াতেই বহু ভাষার অস্তিত্ব ছিল। কেবল উত্তরপূর্ব ভারতেই ৮০০-র ওপর বিভিন্ন রকম ভাষা, উপভাষা রয়েছে।বাংলা ভাষার অর্থনৈতিক গুরুত্ব না বাড়লে এই ভাষায় নবীন প্রজন্মকে আকর্ষিত করা যাবে না বলে অশোকবাবু এবং অধ্যাপক দে দুজনেই একমত হন।অশোকবাবু এ ব্যাপারে প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ অচিন্ত্য বিশ্বাস, আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় (আইএএস) প্রমুখের উক্তি-সহ ভাষার প্রয়োগে বাংলাভাষার গুরুত্বের কথা বলেন। অতীতে বিভিন্ন সময়ে কীভাবে সংস্কৃত, ফার্সির গুরুত্ব বদলে গিয়েছে, সেই নজীরও টানেন অশোকবাবু। অধ্যাপক দে স্পষ্টই বলেন, আমরা যদি দেখি বাংলা ভাষা আমাদের খাওয়াবে, পাবে তবেই এই ভাষার প্রতি আকর্ষণ তৈরি হবে। বাঁচাটা তো আগে! খালি পেটে কি ভাষাপ্রীতি জাগবে?তাহলে ভাষা বাঁচানোর পথটা কোথায়? অশোকবাবুর অনুযোগ, বছরের এই একটা দিনে যত শোক উথলে ওঠে। সামাজিক মাধ্যমের দেওয়াল সকাল থেকেই ভরে উঠেছে যাবতীয় মন্তব্যে, শুভেচ্ছায়। অথচ, সারা বছর আমরা প্রায় কেউই আন্তরিকভাবে বাংলা ভাষার যত্ন করি না। সম্মিলিত, সামগ্রিক, আন্তরিক সদিচ্ছা না থাকলে ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখা শক্ত। অধ্যাপক দে বলেন, আমাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব আছে মাতৃভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার। পারিপার্শ্বিকের প্রতি বেঁচে থাকার সামান্যতম দায়িত্ব পালন করতে গেলে আমাকে আমার ভাষা বাঁচাতে হবে। আসুন না, বছরের অন্তত একটা দিন আমরা সব কথা বাংলায় ভাবি, বাংলায় বলি! রূপা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কতটা বলবেন, কী বলবেন, আপনারাই সেটা বিচার করবেন।

ভারতে ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত ১৯৩ জন, কোভিডে মৃত্যু একজনের

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ একধাক্কায় অনেকটাই বাড়ল, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১৯৩ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে করোনা-আক্রান্ত একজন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৯৩ জন ও মৃত্যু হয়েছে একজনের। দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ২,০০০-এ পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০০ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। একজনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩০,৭৬৩-তে পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৫২,৬৮৭ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ০৭ হাজার ৩৯৪ জন প্রাপক, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৩,৬০,৭৭৮। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২২ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১,১৫,৮৬৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

পেপার মিল-কর্মীদের নিয়োগ, জননিরাপত্তার উন্নতি, শিশু-মহিলাদের পুষ্টি নিশ্চিতকরণ সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে সিলমোহর অসম মন্ত্রিসভার

গুয়াহাটি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ হিন্দুস্তান পেপার কর্পোরেশন লিমিটেডের বেশ কয়েকজন কর্মীকে বিভিন্ন সরকারি বিভাগে নিয়োগ, আসাম ফ্লাইং ক্লাবের পুনরুজ্জীবন, পিজি মেডিক্যাল ছাত্রদের উৎসাহ-বৃদ্ধিক পদক্ষেপ, দ্রুত ৫-জি রোলআউটের সুবিধা, জননিরাপত্তার প্রতি লক্ষ্য রেখে ভূতল এবং দ্বিতলের উপরে যে কোনও আবাসিক ভবনে সিসিটিভি ক্যামেরা সংস্থাপন করা, শিশু ও মহিলাদের পুষ্টি নিশ্চিত করা, ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিংকে এইচএস-এর সমতুল্য করা ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়েছে অসম মন্ত্রিসভার বৈঠকে। বুধবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার পৌরোহিত্যে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকের পর জনসম্পর্ক ও প্রকাশন, দক্ষতা বিকাশ ও উদ্যোগ এবং পর্যটন দফতরের মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বরুয়া মন্ত্রিসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের তথ্য দিচ্ছিলেন। তিনি জানান, অসম সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, হিন্দুস্তান পেপার কর্পোরেশন লিমিটেডের ১৭ জন কর্মীকে বিভিন্ন সরকারি বিভাগে নিযোগ করা হবে। তাঁদের মধ্যে পিএইচইতে চার, শিল্প ও বাণিজ্যের কমিশনারেটে ১০ এবং আসাম ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (এআই ডিসি)-এ তিনজন।মন্ত্রী জয়ন্তমল্ল বরুয়া বলেন, অসমের ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ডিপ্লোমা কোর্সের অধীনে পলিটেকনিক ছাত্ররা উচ্চ মাধ্যমিকের সমতুল্য কারিগরি শিক্ষার স্বীকৃতি পাবেন। এর ফলে ডিপ্লোমা কোর্সধারী শিক্ষার্থীরা উচ্চ মাধ্যমিকের সম-মানের হবেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস রিক্রুটমেন্ট বোর্ডেও কিছু সংশোধনী করেছে। এতে অসম সরকার অ্যাকাডেমিক প্রশাসনিক শাখা থেকে একজন চেয়ারম্যান এবং বিদ্যমান ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের দুজন অধ্যক্ষকে সদস্য হিসাবে নিযোগ করবে। এছাড়া আসম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০০৯-এর অধীনে আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে আসম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কনস্টিটুয়েন্ট কলেজে পরিণত করা হবে।রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলির বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে পরিষদীয় মন্ত্রী বলেন, পিজি এবং ডিগ্রি কোর্সগুলিকে এগিয়ে নিয়ে রাজ্য স্বাস্থ্য পরিষেবায় কর্মরত ডাক্তারদের জন্য সাতটি বিভাগে পিজি কোর্সে দুটি আসন সংরক্ষিত থাকবে। এগুলি অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, ফরেনসিক মেডিসিন, ফার্মাকোলজি, মাইক্রোবায়োলজি এবং কমিউনিটি মেডিসিন।এছাড়া আসাম ফ্লাইং ক্লাবের পুনরুজ্জীবনের জন্য আসাম ফ্লাইং ক্লাব সোসাইটি নামে একটি সমিতি গঠন করা হয়েছে। ওই সমিতিতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা চেয়ারম্যান এবং পরিষদীয় মন্ত্রী বিমল বরা হবেন ভাইস-চেয়ারম্যান।এভাবে মেগা মিশন সোসাইটির জন্য অনুদান মঞ্জুর করেছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। এর বলে আসাম ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাইস কর্পোরেশন লিমিটেড নিরবচ্ছিন্ন ভাবে ধান সংগ্রহের জন্য মেগা মিশন সোসাইটির জন্য ৩,২১০ কোটি টাকা অনুদান-সহায়তা এবং মুখ্যমন্ত্রী সমগ্র গ্রামোন্নয়ন যোজনা এবং মিশন অমৃত সরোবর বাস্তবায়ন হবে।বিটিআর-এর জন্য এসওপিডি-জি তহবিল (স্বাভাবিক কাজ) থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য ৩,৬৯১.৪ কোটি টাকা বিটিসিকে দ্বিতীয় কিস্তি হিসাবে প্রদান করা হবে।তাছাড়া অসমের সার্বিক উন্নয়নে অনুমোদিত প্রকল্পগুলির জন্য নাবার্ড থেকে রাজ্য সরকার ৩,৪১৪.৪২ কোটি ঋণ নেবে। এর মধ্যে ৩৫টি জেলায় ১,০০০টি মডেল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ৩২২০.৮০ (জাপানিজ ইয়ান) কোটি দুটি জেলায় তিনটি গ্রামীণ সড়ক প্রকল্পে ৩,১৬০.৬৯ কোটি ২০টি জেলায় ৩২৩টি সয়েল কনজার্ভেশন ও জল সংগ্রহ প্রকল্পে ৩২৯.৯১ কোটি টাকা।জননিরাপত্তা উন্নত করতে আসাম পাবলিক সেফটি (মেজারস) এনফোর্সমেন্ট বিল, ২০২৩-এর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আসাম সরকার একটি বিল উত্থাপন করবে যাতে যে কোনও প্রতিষ্ঠানে পাঁচ জনের বেশি কর্মচারী বা জি ২ (গ্রাউন্ড এবং দুই তলা)-এর উপরে যে কোনও আবাসিক ভবনে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকতে হবে। এর বলে সিসিটিভি ইত্যাদি মতো নজরদারি সরঞ্জাম ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। এর দ্বারা সংশ্লিষ্ট স্থানের মালিক বা কর্তৃপক্ষ লোকজনের জমায়েত দেখতে পারবেন। সিসিটিভি নজরদারি ক্যামেরায় ৩০ দিনের জন্য ভিডিও ফুটেজ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকতে হবে।অসমে টেলিক মিড নিকেশন উন্নয়নে টেলিকমিউনিকেশন উন্নয়নে গাইডলাইন রাইট অব ওয়ে (আরওডব্লিউ) ২০২৩-এর নির্দেশিকা গুলিকে দ্রুত ৫জি চালু করার সুবিধার জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আসাম সরকার একটি বিল উত্থাপন করেছে যাতে যে কোনও প্রতিষ্ঠানে পাঁচ জনের বেশি কর্মচারী বা ঙ্গ ২ (গ্রাউন্ড এবং দুই তলা) এর উপরে যে কোনও আবাসিক ভবনে সিসিটিভি ক্যামেরা থাকতে হবে।

এআইএডিএমকে নেতৃত্ব বিবাদঃই কে পালানিস্বামীই দলের নেতা, পন্নিরসেলভমের আর্জি খারিজ

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃসুপ্রিম কোর্টে বড়সড় ধাক্কা খেলেন ও পন্নিরসেলভম। বৃহস্পতিবার পন্নিরসেলভমের আর্জি খারিজ করে দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ই কে পালানিস্বামীই হলে এআইএডিএমকে দলের নেতা। পানালিস্বামীকেই এআইএডিএমকে-এর অন্তর্বর্তী সাধারণ সম্পাদক হিসাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত।মাদ্রাজ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন পন্নিরসেলভম। কিন্তু, বৃহস্পতিবার মাদ্রাজ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায় বহাল রেখে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, এআইএডিএমকে দলের নেতা হলেন ই কে পালানিস্বামী। এদিকে, সুপ্রিম কোর্টের এই পর্যবেক্ষণ দিল্লি থেকে তামিলনড়ুতে পৌঁছনো মাত্রই আনন্দে মেতে ওঠেন পালানিস্বামীর অনুগামীরা। আতশবাজি ফাটাতে থাকেন তাঁরা।

মেয়র নির্বাচন হলেও শান্তি ফিরল না দিল্লি এমসিডি ভবনে, বিজেপি ও আপ-এর মধ্যে হাতাহাতিতে স্থগিত কাজকর্ম

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বুধবারই দিল্লি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নতুন মেয়র পেয়েছে। আম আদমি পার্টি-র শেলি ওবেরয় মেয়র পদে জয়ী হলেও বিজেপি এবং আম আদমি পার্টির মধ্যে অশান্তি এখনও চলছে। স্থায়ী কমিটির সদস্য নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিজেপি এবং আম আদমি পার্টির কাউন্সিলররা এমসিডি সদর দফতর সিভিক সেন্টারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। এমসিডি স্ট্যান্ডিং কমিটির নির্বাচনে উভয় দলের কাউন্সিলরদের মধ্যে তুমুল হাতাহাতি হতে দেখা গিয়েছে। কাউন্সিলররা একে অপরকে ধাক্কা দিয়েছেন, এমনকি জলের বোতলও ছুড়তে দেখা গিয়েছে।এমসিডি অধিবেশন চলাকালীন হট্টগোলের

পরিপ্রেক্ষিতে সিভিক সেন্টার পরিদর্শন করতে উপস্থিত হয়েছেন অতিরিক্ত ডিসিপি শশাঙ্ক জয়সওয়াল। এই হট্টগোলের প্রেক্ষিতে বাইটের কার্যধারা আবার এক ঘন্টার জন্য স্থগিত করা হয়েছে। বিজেপি কাউন্সিলররা বলেছেন যে, আমরা চাই সুষ্ঠ নির্বাচন হোক। এদিকে, তুমুল হৈহট্টগোলের কারণে ৬ স্থায়ী কমিটির সদস্য নির্বাচন না করেই দিনের জন্য মুলতবি করা হয়েছে এমসিডি হাউস।

হাত ছাড়লেন সি রাজাগোপালাচারীর প্রপৌত্র সি আর কেশবন, দুষলেন কংগ্রেস নেতৃত্বকে

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃকংগ্রেসের সঙ্গে সমস্ত ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করলেন ভারতের প্রথম ভারতীয় গভর্নর-জেনারেল সি রাজা গোপালাচারীর প্রপৌত্র সি আর কেশবন। বৃহস্পতিবার কংগ্রেস ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন তিনি, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়্গে-কেও দল ছাড়ার কথা জানিয়েছেন তিনি। পাঠিয়েছেন ইস্তফাপত্রও। এদিন হাত ছাড়ার পরই কংগ্রেস শিবিরের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন সি আর কেশবন। কেশবনের কথায়, একজন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের প্রমাণ দাবি করেছেন, এটা সত্যি হতাশাজনক। আমি বুঝতে পেরেছিলাম আমার রাজনীতি করার পদ্ধতি দলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তাই আমি 'ভারত জোড়া যাত্রা'-তেও যোগ দেইনি। কেশবন আরও বলেছেন, আমি গত ২২ বছর ধরে কংগ্রেসের দলের সদস্য ছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমি মনে করছি কংগ্রেসের মনোভাব এবং পদ্ধতি গঠনমূলক অথবা সুনির্দিষ্ট ছিল না।

মোদীকে 'আদানি' বলে কটাক্ষ, দিল্লি বিমানবন্দরে অসম পুলিশের হাতে গ্রেফতার বরিষ্ঠ কংগ্রেস নেতা পবন খেরা, বিক্ষোভ দলীয় নেতা-কর্মীর

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী বিমানবন্দরে কংগ্রেসের বরিষ্ঠ নেতা তথা দলের অন্যতম মুখপাত্র পবন খেরাকে গ্রেফতার করেছে অসম পুলিশ। দলীয় নেতাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে রানওয়েতে বসে উত্তাল বিক্ষোভ-প্রতিবাদ করছেন কংগ্রেসের বিভিন্ন স্তরের নেতা।আজ বৃহস্পতিবার সকালে কংগ্রেস নেতা পবন খেরার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি ওয়ারেন্ট নিয়ে দিল্লি বিমানবন্দরে অসম পুলিশের দল উপস্থিত হয়। জাতীয় কংগ্রেসের অন্যতম বরিষ্ঠ নেতা পবন খেরা ছত্তিশগড়ে নিখিল ভারত কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে যোগদান করতে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী বিমানবন্দরে রায়পুরগামী ইন্ডিগো৬ই-এ ফ্লাইট নম্বর ৬ই২০৪-এ গিয়ে বসেন। তখনই অসম পুলিশের একটি দল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে 'আদানি' বলে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে ওয়ারেন্ট হাতে নিয়ে কংগ্রেস নেতাকে উড়ান থেকে নামিয়ে দিতে বিমান কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানায়। পুলিশের আবেদনে সাড়া দিয়ে খেরাকে উড়ান থেকে নামিয়ে দিলে গ্রেফতার করে পুলিশ। দলের নেতাকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে কংগ্রেসের বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী বিমানবন্দরে বিক্ষোভে অবস্থানে বসে পড়েন।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাবা সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্যের জন্য কংগ্রেস নেতা পবন খেরার বিরুদ্ধে অসমের ডিমা হাসাও জেলায় এফআইআর দায়ের হয়েছিল। ওই এফআইআর-এর ভিত্তিতে মামলা রুজু করে তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি ওয়ারেন্ট নিয়ে হাজির হয় অসম পুলিশের এক দল। পবন খেরাকে অসমে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে।ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের জনৈক পদাধিকারী জানান, পবন খেরার বিরুদ্ধে মামলার জন্য তাঁকে ফ্লাইটে বসার অনুমতি না দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাই তাঁকে বিমান

থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়।এদিকে কংগ্রেসের শীর্ষ দুই নেতা জয়রাম রমেশ এবং রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা টুইটারে ঘটনার নিন্দা করে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। রণদীপ সিং লিখেছেন যে, ' কংগ্রেসের সহকর্মীদের সাথে আমরা সবাই ইন্ডিগো৬ই-এ ফ্লাইট নম্বর ৬ই২০৪-তে করে রায়পুরে অনুষ্ঠেয় মহাধিবেশনের জন্য যাচ্ছিলাম। কিন্তু আচমকাই আমাদের সাথী পবন খেরাকে বিমান থেকে নামিয়ে দিলে অসম পুলিশ গ্রেফতার করে। এটা কোন ধরনের স্বৈরাচার? আইন-শৃঙ্খলা একজন মানুষের স্বেচ্ছাচারিতা হতে পারে না। আমরা সবাই সত্যের সৈনিক, সত্যের জন্য লড়ব।'অন্যদিকে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র বাঘেল দলীয় নেতার গ্রেফতার সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, বিজেপি শাসনকে উখানে ভীত হয়ে এ ধরনের অগণতান্ত্রিক কাজে লিপ্ত হয়েছে। বিজেপির কার্যকলাপে প্রমাণিত, ছত্তিশগড়ে অনুষ্ঠেয় কংগ্রেসের সম্মেলনকে ভয় পাচ্ছে মোদী-শাহের দল।জানা গেছে, তাঁকে গ্রেফতারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন পবন খেরা। শীর্ষ আদালতকে তাঁর কৌঁসুলি নাকি জানিয়েছেন, পবন খেরার বিরুদ্ধে বারাণসী, লখনউ, অসমে একাধিক এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। তাঁর মক্কেল নাকি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে কটাক্ষ করেছেন। পবন খেরাকে রায়পুরগামী উড়ান থেকে নামিয়ে অসম পুলিশ গ্রেফতার করেছে যে বলে অভিযোগ তুলে তিনি আদালত থেকে রক্ষাকবচেরও আবেদন করেছেন।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৪ ফেব্রুয়ারি,রবিবার, ১১ ফাল্গুন মাস ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ইংরেজিঃ২৪ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১১ ফাল্গুন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশেঃ১১ ফাল্গুন মাস ১৪২৯, ত্রিপুরা সিভিলঃ ১১ ফাল্গুন মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ৮ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপূজার গতস্থপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৩০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১৯ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)শুক্ল পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২১ঃ০১ দং ৩৭ঃ৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২১ঃ০১ দং ৪৫ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭ঃ৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১১ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ৫৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগঃ রাত্রি ০৯ঃ১৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ০১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫৫ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৫৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৫৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১ঃ২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২১৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯১২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪ পদ।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫

আবহাওয়া

অংশত, সকালে দিকে মেঘলা আকাশ হবে। পরে পরিষ্কার হবে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩১.০৪ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২২.৩০এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ১৯৩শতকরা এবং ৫২শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বৃহঃবার। জোয়ার- সকাল ৮টা ২০ মিনিট এবং রাত-৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজ ৬টা ০৬মিনিট এবং সূর্য অস্ত যাবে আজকের দিনেঃ ৫ টা - ৩৫মিনিটের মধ্যে হবে আবহাওয়া পরিবর্তন

রাশিফল

মেষ রাশিঃসুযোগ বৃদ্ধি।প্রতিবেশির দ্বারা কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ **বৃষ রাশিঃ** বাড়ির চিন্তায় আপনি আশঙ্কিত থাকবেন। আপনার অর্থ কোথায় ব্যয় হচ্ছে সেদিকে আপনার নজর রাখা দরকার। **মিথুন রাশিঃ**শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিন এবং সব জিনিস ঠিকঠাক করে রাখুন। আজ শুধু বসে থাকার পরিবর্তে- কেন এমন কিছুতে নিযুক্ত হচ্ছেন না- যা আপনার উপার্জন ক্ষমতা উন্নত করবে। **কর্কট রাশিঃ** পীড়া নিম্নগত পেটে সমস্যা। খাদ্যদ্রব্যের দ্বার শরীরে, লিভার সমস্যা হতে পারে আজ। **সিংহ রাশিঃ**বিবাদ-বিতর্ক হতে পারে নাও হতে পারে। শুভ দিন **কন্যা রাশিঃ**কর্মে উদ্ধতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বিদ্যার্থীদের নতুন যোগ, শুভ। **তুলা রাশিঃ**পারিবারিক সমস্যা মুক্তির পথ দেখবেন। আজ শুভ দিন হবে, যানবাহন ব্যবসায়ীদের অর্থ প্রাপ্তি হবে। চাকুরী হারানো ধারনে শুধু দিন হতে পারে আজ **বৃশ্চিক রাশিঃ**আপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধ মত কাজ করবে। চিকিৎসক ও গবেষকদের সম্মান প্রাপ্তি হবেই। **ধনু রাশিঃ** ধূমপান ছাড়ুন যেহেতু এটি আপনাকে শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে সাহায্য করবে। শুভ দিন হতে পারে। শুভ রং লাল **মকর রাশিঃ**আজ আপনার নিজের জন্য যথেষ্ট সময় থাকবে, তাই আপনার স্বাস্থ্য ভাল রাখার জন্য দীর্ঘক্ষণ হাঁটার জন্য যেতে পারেন।আজ প্রাপ্তির দিন হবে। **কুম্ভ রাশিঃ**অফিস এই পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। আপনার সঞ্চয় কমে যাবে বৃদ্ধি। অর্থ বৃদ্ধি হবে। শুভ দিন **মীন রাশিঃ**অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন এবং এমন কিছু করুন যা আপনি উপভোগ করেন। কর্মের সন্ধানে যারা আছেন তাদের

মিলল সমাধান সূত্র, আজ থেকেই ফিরতে পারে টিভি চ্যানেলগুলি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ স্বস্তির খবর দেশের টিভি দর্শকদের জন্য। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে বিভিন্ন এমএসও, কেবল অপারেটর ও চ্যানেল সম্প্রচার সংস্থাগুলির এই বৈঠকে সমাধানসূত্র বেরিয়েছে বলে খবর। কেবল অপারেটরদের একটি সূত্রের দাবি, সব কিছু ঠিকঠাক চললে আজ, বৃহস্পতিবার থেকেই টেলিভিশন সেটে ফিরতে চলেছে জনপ্রিয় চ্যানেলগুলি। কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের বেঞ্চে এই বিষয়ে আবেদনের শুনানি হয়। চ্যানেলের মাশুল বৃদ্ধির সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেই শহরের কেবল অপারেটরদের এক সংস্থার পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এদিকে আদালতের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা না করেই সমস্যা যাতে মেটানো যায়, তার জন্য উদ্যোগ নেয় কেন্দ্রীয় সরকার। উল্লেখ্য, শনিবার থেকেই টিভি দেখতে গিয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন বহু দর্শক। টিভি খুললেও দেখা যাচ্ছিল না একাধিক চ্যানেল। অবশেষে এল সুখবর।

উত্তরবঙ্গে মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পে সাতশ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তরবঙ্গে মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পে সাতশ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে। মুখ্য সচিব হরিকৃষ্ণ ত্রিবেদির পৌরহীত্যে গতকাল শিলিগুড়িতে বিভিন্ন দপ্তরের সচিব, আধিকারিক এবং বণিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে আয়োজিত এক শিল্প সম্মেলনে এই প্রস্তাব এসেছে বলে নবান্ন থেকে জারি করা এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে। প্রস্তাবিত নতুন শিল্পগুলি চালু হলে সাড়ে ছয় হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে দাবি করা হযেছে। গতকালের সম্মেলনে ৬৭ একর জমির উপর দুটি শিল্প তালুক তৈরীর চূড়ান্ত ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও শিল্প তৈরির জন্য রাজ্য সরকারের হাতে থাকা ৩২৮ একর অব্যবহৃত জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরের গত ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের ৮ জেলার বিভিন্ন উদ্যোগপতীদের ৮১৯ কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ দেওয়া হয়েছে বলে সরকারিভাবে জানানো হয়েছে। এছাড়াও পর্যটন, চা, কৃষি ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হযেছে। আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বিভিন্ন শিল্প ক্ষেত্রে ১১ হাজার কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ হবে বলে রাজ্য সরকার দাবি করেছে।

বাড়ছে অ্যাডিনো আক্রান্তের সংখ্যা, নয়া নির্দেশিকা স্বাস্থ্য ভবনের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ অ্যাডিনো ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকায় নয়া নির্দেশিকা জারি করল স্বাস্থ্য ভবন। রাজ্যের সবক'টি মেডিক্যাল কলেজ এবং জেলা স্বাস্থ্য দফতরের কাছে পাঠানো ওই নির্দেশিকায় হাসপাতালগুলিতে পর্যাপ্ত বেডের ব্যবস্থা রাখতে বলা হয়েছে। জরুরি পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হলে, মহিলা মেডিসিন ওয়ার্ডে শিশুরোগ বিভাগ খোলার নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য ভবন। পাশাপাশি, ভেন্টিলেটর ঠিকমতো কাজ করছে কি না, সেদিকে নজর রাখতে বলা হয়েছে। হাসপাতালগুলিতে শ্বাসকষ্টজনিত রোগে আক্রান্ত শিশুদের ভিড় যেভাবে বাড়ছে, তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে স্বাস্থ্য দফতর। অ্যাডিনো ভাইরাসের জন্য দায়ী দু'টি মারাত্মক স্ট্রেন হল, টাইপ ৩ এবং টাইপ ৭। বিসি রায় শিশু হাসপাতালে সংগৃহীত নমুনায় পরীক্ষায় এই দুটি স্ট্রেনের আধিক্য দেখা গিয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে।

ডানকুনি শিশু তীর্থ হাইস্কুলের সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পেন উপহার দিচ্ছেন ডানকুনি মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মমতা মুখার্জি।

পরীক্ষার্থীদের ফুল ও ঠান্ডা পানীয় দিয়ে শুভেচ্ছা নববারাকপুরে

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম পত্র বাংলা ভাষা পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে বেরোনোর সময় পরীক্ষার্থীদের হাতে

গোলাপ ফুল ও ঠান্ডা পানীয় জল তুলে দিলেন নববারাকপুর পুরসভার ১২ নং ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি সুদীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার দুপুরে নববারাকপুর মাসুন্দা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে কলোনী গার্লস হাইস্কুলে পরীক্ষার্থীদের। পুর প্রতিনিধির অভিনব উদ্যোগে খুশি পড়ুয়ারা। বাংলা পরীক্ষা প্রশ্ন পত্র খুব ভালো হয়েছে। শিক্ষিকারা গার্ড ভালো দিয়েছেন। সবমিলিয়ে জীবনের প্রথম পরীক্ষা প্রথম দিন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে বলা চলে। পুর প্রতিনিধি সুদীপ ঘোষ জানান মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা ও উৎসাহিত করতে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে একটু সামান্য প্রয়াস মাত্র। পড়ুয়ারা দেশের ও সমাজের গর্ব। তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করে পাশে দাঁড়িয়ে একটু অনুপ্রাণিত করলাম এই যা। পুরসভার ১২নং ওয়ার্ড কমিটির সদস্যরা সাথে থেকে পড়ুয়াদের উৎসাহিত ও শুভেচ্ছা অভিনন্দন করল।

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই, বাড়বে গরম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কোনও জেলাতেই আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। আগামী কিছু দিন কলকাতার তাপমাত্রা একইরকম থাকবে, কোনও হেরফের হবে না। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী ৫ দিন কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০-এর ওপরেই থাকবে। ফলে দিনে অনুভূত হবে গরম, স্বাভাবিকভাবে বাড়বে অস্বস্তি। দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে ভোরের দিকে থাকতে পারে কুয়াশা। দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলা যেমন দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, কলকাতা, হাওড়া ও হুগলি জেলায় সকালের দিকে হালকা কুয়াশা থাকতে পারে। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশা কেটে যাবে। বৃহস্পতিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৪ ডিগ্রি বেশি। উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণ পশ্চিমী বাতাসে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে বঙ্গোপসাগর থেকে। এর প্রভাবে আগামী দুই থেকে তিন দিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে উত্তর পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে।

হাওড়ার মাজুতে লোকাল ট্রেনের তিনটি বগি লাইনচ্যুত, আহত একাধিক যাত্রী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ হাওড়ার মাজুতে লোকাল ট্রেনের তিনটি বগি লাইনচ্যুত। আহত একাধিক যাত্রীর চিকিৎসা চলছে। বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে প্রাণে রক্ষা যাত্রীদের। বৃহস্পতিবার বেলা ১২-৫০ মিনিট নাগাদ দক্ষিণ পূর্ব রেলের আমতা শাখার মাজু স্টেশন থেকে এক কিলোমিটার দূরে মাজু প্যাসেঞ্জার হল্টে আপ আমতা লোকালের তিনটি বগি লাইনচ্যুত হয়। জানা গিয়েছে, এদিন ট্রেনটি মহেন্দ্রলাল নগর থেকে

ছেড়ে মাজু স্টেশনে ঢোকার মুখে দুর্ঘটনাটি ঘটে। তবে চালকের তৎপরতায় বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে ট্রেনটি রেহাই পেয়েছে বলে মনে করছেন যাত্রীরা। খবর পেয়ে এদিন ঘটনাস্থলে ছুটে যান রেলের আধিকারিকরা। খোলা হয় রেলের হেল্প ডেস্ক নম্বর। বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায় হাওড়া-আমতা লোকাল ট্রেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে হাওড়ার মাজু হল্ট স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয় এই লোকাল ট্রেনের তিনটি বগি। হাওড়া থেকে আমতার দিকে যাচ্ছিল এই ট্রেন। দুপুর ১২-৫০ মিনিট নাগাদ হঠাৎ ঘটে এই দুর্ঘটনা। কীভাবে দুর্ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে রেল কর্তৃপক্ষ। দুর্ঘটনায় একাধিক জন আহত হন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে। তবে, রেলের দাবি এই ঘটনায় হতাহতের খবর নেই। এদিন বিকেলে এক আহতকে দেখতে হাওড়া জেলা হাসপাতালে আসেন রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়। রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ৩৮৯০৯ হাওড়া-আমতা লোকাল আমতার দিকে যাচ্ছিল। ঘটনাটি ঘটে দুপুর প্রায় ১২-৫০ মিনিট নাগাদ। ওই সময় মাজু হল্ট স্টেশনে ঢোকার আগেই জগৎবল্লভপুরের যাদববাটি এলাকায় ট্রেনটির পেছনের দিকের ৩টে কোচ হঠাই লাইনচ্যুত হয়। আচমকা ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যাত্রীরা। যদিও এই দুর্ঘটনায় ট্রেনে থাকা কোন যাত্রীই জখম হয়নি বলে রেলের দাবি। ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার পরই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান দক্ষিণ পূর্ব রেলের ইঞ্জিনিয়ার এবং আধিকারিকরা। সেখানে সাঁতরাগাছি থেকে এসে পৌঁছায় দুর্ঘটনা ত্রাণ ট্রেন। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেন থেকে উদ্ধার করা হয় যাত্রীদের। কী কারণে ট্রেনটি লাইনচ্যুত হল, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্য। কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে রেল সূত্রে জানানো হয়েছে। এই ঘটনার জেরে হাওড়া-আমতা শাখায় রেল চলাচল ব্যাহত হয়। ভোগান্তির শিকার হন যাত্রীরা। এদিকে, মাজুতে লোকাল ট্রেন লাইনচ্যুত হওয়ার ঘটনায় জখম রেল যাত্রীকে দেখতে বৃহস্পতিবার বিকেলে হাওড়া জেলা হাসপাতালে আসেন রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়। তার সঙ্গে ছিলেন ওই অঞ্চলের বিধায়ক, পুলিশ সুপার, সিএমওএইচ, জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি সহ অন্যান্যরা। পুলক রায় বলেন, রেলকে অনুরোধ করব যাতে এই ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটে, তার জন্য আরও সতর্কতা নিতে হবে। রবীন বাগ নামের যে যাত্রী জখম হয়েছেন তাঁকে আরও ভালো চিকিৎসা দেবার জন্য হাওড়া জেলা হাসপাতাল থেকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে আমরা স্থানান্তরিত করছি। মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশেই আমরা এখানে এসেছি এবং মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী চান তাঁকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে আরো উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা দিতে। সেই কারণেই তাকে এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। এবং রাজ্য সরকার তার চিকিৎসার পুরো ব্যয়ভার বহন করবে। রাজ্য সরকার তার পরিবারের পাশে থাকবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আমাদের জানিয়েছেন। পুলক রায় এদিন আরও বলেন, হাওড়া জেলা হাসপাতাল উন্নত থেকে উন্নততর হবে আগামী দিনে। স্বাস্থ্য পরিষেবার অনেক উন্নতি হয়েছে এখানে। এখানে কোনও কমপ্লেন নেই। এখন চিকিৎসা পরিষেবা যথেষ্ট ভালো এখানে। এবং আগামী দিনে চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অনেক কিছু চিন্তাভাবনা করছেন। আজ থেকে ১২ বছর আগে স্বাস্থ্য নিয়ে মানুষের অভিযোগ ছিল। বর্তমানে মমতা বঃ দ্যাপাধ্যায়ের সরকারের আমলে স্বাস্থ্য নিয়ে মানুষের কোনও অভিযোগ নেই। আরও উন্নত থেকে উন্নততর পরিষেবা দেওয়ার জন্য সরকার প্রস্তুত। হাওড়া জেলা হাসপাতালের পরিষেবা অনেক উন্নত। রাজ্য সরকারের আরও উন্নত করার চিন্তাভাবনা আছে। হাওড়া জেলা হাসপাতালের পরিকাঠামো উন্নত করার জন্য পরিকল্পনা আছে। তা আগামী দিন দেখতে পাওয়া যাবে। পুলক রায় বলেন, এটা একটা দুর্ঘটনা। এমন দুর্ঘটনা আর যেন না ঘটে সেই ব্যাপারে রেল যেন সতর্ক থাকে এটা রেল কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ। মানুষের জীবন সবার আগে। সেই জন্য প্রশাসন কথা বলবে এই ব্যাপারে। বর্তমানে হাসপাতালে ১ জনই ভর্তি আছেন। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। রবীন বাগ ভর্তি আছেন। মুখ্যমন্ত্রী আমাদের পাঠিয়েছেন। তাঁর উন্নত চিকিৎসার জন্য পিজিতে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ তাঁর চিকিৎসার ভার রাজ্য সরকার নেবে।

হাঁটু গেড়ে মাধ্যমিকের হলে প্রবেশ, নিজের পায়ে দাঁড়ানোর অদম্য ইচ্ছা শক্তি মোহসিনার

প্রীতম সাধুখাঁ, হুগলি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায় প্রায় সবাই। তবে মোহসিনার ক্ষেত্রে লড়াইটা একটু ভিন্ন। ২০১০ সালে হঠাৎই জ্বর- সর্দি হয়। এরপর থেকেই সোজা হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে মোহসিনা। বাবা একটি কারখানায় ও মা পরের বাড়িতে কাজ করে যতটুকু উপার্জন করে তা দিয়ে কোনরকমে চলে সংসার। আর তা থেকেই নিজের মেয়ে কে চিকিৎসা করান। পরিবারের সাধ্যমত চিকিৎসকের করিও তাকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে পারেনি তার। তবে মেয়ের পড়াশোনার জন্য কোনদিনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি তার বাবা-মা বরং উৎসাহ জুগিয়েছে মেয়েকে। নিজের জেদ আর লড়াইয়ে মধ্য দিয়ে নিজেকে তৈরি করেছে মোহসিনা। ছোট থেকে আলিনগর কাশ্বড়া ইয়াসিন মন্ডল শিক্ষানিকেতন স্কুলে পড়াশোনা চালিয়ে যান। এবছর সে মাধ্যমিক পরীক্ষার দিচ্ছে সুগন্ধা হাইস্কুলে। নিজের পায়ে হাঁটতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, তাই হাঁটু মুড়ে বাসে করে মায়ের সাথে আজ মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে এসে পৌঁছায় মোহসিনা খাতুন। সে জানায়, মাধ্যমিক পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াবে। তার মা ইসমাতারা বিবি জানান, ২০১০ সালে হঠাৎই একদিন প্রচন্ড জ্বর সর্দি হয়, সঙ্গে সঙ্গেই

তাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাই পরে আস্তে আস্তে মেয়ের পা দুটো বেঁকে যেতে থাকে। তখন থেকেই আর নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে ঠিক ভাবে হাঁটাচলা করতে পারে না। হাঁটু মুড়ে স্কুলে যাতায়াত করে। কখনো তার বাবা কখনো মা মেয়েকে স্কুলে দিয়ে আসে আবার নিয়ে আসে। মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য কোন শিক্ষকও দিতে পারেনি পরিবার, নিজেই পড়াশোনা করে আজ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিচ্ছে। মেয়েকে দেখে আমাদের কষ্ট লাগে তবুও চাই ও নিজের পায়ে দাঁড়াক। পোলবা দাদপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি তথা ইয়াসিন মন্ডল শিক্ষানিকেতন স্কুলের সভাপতি তানসেন আলী মন্ডল জানান, ২০১০ সালে জ্বর - সর্দি হওয়ার পর থেকে প্রতিবন্ধী হয়ে যায়। অনেক চিকিৎসা করিয়েও সুস্থ হয়ে উঠতে পারেনি। গরিব ঘরের মেয়ে হয়ে পড়াশোনা চালিয়ে গেছে তার বাবা প্রতিদিন স্কুলে নিয়ে আসে আবার বাড়ি নিয়ে যায়। তার প্রচেষ্টাকে আমরা সাধুবাদ জানাই। মাধ্যমিক পরীক্ষায় যেন সফলভাবে উত্তীর্ণ হয় এবং সরকারিভাবে যদি সাহায্য করা যায় সেটাও আমরা দেখব। আবার অন্যদিকে বিজেপির শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার কার্যালয়ে এসে শিক্ষা নিয়েই বেফাঁস মন্তব্য করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার তিনি বলেন অভিভাবকরা রাজ্য সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বিশ্বাস হারাচ্ছে, শিক্ষায় যে দুর্নীতি হয়েছে সেই কারণে বাংলা মিডিয়াম বা মধ্য শিক্ষা পর্ষদের স্কুল গুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্য। শিক্ষা ব্যবস্থাকে বেসরকারীকরণের দিকে ঠেলে দেওয়া। এর পিছনে বড় পয়সার লেনদেনও আছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা চার লাখ কমে যাওয়া খুব বাজে ব্যাপার।

ইচ্ছা শক্তিকে ভর করে সাইকেলে সাড়ে পঁচিশ হাজার কিলোমিটার পাড়ি শ্যামপুরের যুবকের

অভিজিত হাজরা, হাওড়া, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ গ্রামীণ হাওড়া জেলার শ্যামপুরের যুবক অনিমেষ মাজী বাবার চা আর চানামশলার দোকানে বাবার সঙ্গে থাকতে থাকতেই নেশা চেপেছিল দেশ ঘুরে দেখার। সেই নেশাকে বাস্তবায়িত করতে তার কাছে হাতে থাকা আড়াই হাজার টাকা ও একটি সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল অজানা পথের উদ্দেশ্যে। প্রায় দেড় বছর সাইকেলে চেপে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের সাড়ে পঁচিশ হাজার কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করল গ্রামীণ হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার কাঁঠালদহ গ্রামের যুবক অনিমেষ মাজী। শ্যামপুরের

একটি সিনেমা হলের বিপরীত দিকে একটি চা আর চানামশলার দোকান আছে অনিমেষের বাবার। অনিমেষ বাবার সঙ্গে দোকানে থেকে বাবাকে দোকান চালাতে সাহায্য করত। দোকানে থাকতে থাকতে প্রচার মাধ্যম দেখে, দোকানে আসা বিভিন্ন লোকের আলোচনা শুনে নানান দেশ ঘুরে দেখার নেশা চেপেছিল। সেই নেশা ও ইচ্ছাশক্তিতে ভর করে একটি সাইকেল ও হাতে থাকা আড়াই হাজার টাকা নিয়ে ২০২১ সালের ৭ অক্টোবর বাড়ি থেকে বের হয় অনিমেষ মাজী। ছত্রিশগড়, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা সহ একের পর এক রাজ্যের সাড়ে পঁচিশ হাজার কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করল। এই প্রসঙ্গে অনিমেষ মাজী জানালেন, 'দেড় বছর ভ্রমণের বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান ঘোরাঘুরির পাশাপাশি প্রত্যন্ত রাস্তায় ঘুরেছি। সেখানকার মানুষের সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেছি। বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের সেখানকার সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি '। অনিমেষ আরও বলেন, ভ্রমণের সময় জঙ্গলের পাশাপাশি পাহাড়, বরফ এমনকি খোলা আকাশের নীচে ঘুমিয়েছি। আমি আমার গ্রাম ও আশপাশের গ্রামের মানুষকে আমার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা জানাতে চাই। বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন স্থান ঘোরার জন্য টাকার প্রয়োজন ছিল। আমার হাতে থাকা আড়াই হাজার টাকা প্রায় শেষ হতে বসলে টাকার প্রয়োজনে বিভিন্ন জায়গায় ছয় থেকে সাত দিন ধরে কাজ করেছি। বেশি টাকার প্রয়োজনের জন্য রাত জেগে ও কাজ করেছি' । অনিমেষ কথা প্রসঙ্গে বলে, আমি দেশ ভ্রমণের জন্য প্রথম দিকে একটি বাইক কেনার পরিকল্পনা করেছিলাম। তারপর চিন্তা -ভাবনা করি বাইক কেনার জন্য যে টাকার প্রয়োজন সেটা জমাতে গেলে অনেক বছর লাগবে। সেই কারণে বাইক কেনার কথা মাথা থেকে সরিয়ে আমার নেশা ও ইচ্ছা কে বাস্তবায়িত করার জন্য সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। আমার এই দেশ ভ্রমণে বিভিন্ন রাজ্যের মানুষ বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতা করেছে। উৎসাহিত করেছে। আমার পাশে থেকেছে।

হাওড়া স্টেশনে উদ্ধার টাকা, আটক এক ব্যক্তি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ হাওড়া স্টেশনে রুটিন তল্লাশি চালানোর সময় বড়সড় সাফল্য পেল আরপিএফ। বুধবার হাওড়া স্টেশনের ১১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে উদ্ধার লক্ষ লক্ষ টাকা। ঘটনায় গ্রেফতার বিহারের এক ব্যক্তি। বৃহস্পতিবার আরপিএফ সূত্রে জানা যাচ্ছে, হাওড়া স্টেশনের পুরনো কমপ্লেক্সে সাদা পোশাকে নজর রাখছিলেন আরপিএফের অপরাধ দমন বিভাগের হাওড়া শাখার আধিকারিকরা এবং অপরাধ প্রতিরোধ ও সনাক্তকরণ স্কোয়াডের আধিকারিক ও কর্মীরা। সেই সময়ই হাওড়া স্টেশনের ১১ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে একটি সন্দেহজনক ভারী ব্যাগ-সহ ওই ব্যক্তিকে আটক করা হয়। উদ্ধার হয়েছে নগদ প্রায় ৪০ লাখ টাকা। আরপিএফ সূত্রে খবর, ধৃত ব্যক্তির নাম নিরজ কুমার। বয়স আনুমানিক ৪২ বছর। বিহারের পাখনা জেলার খাজেমকলা চকের বাসিন্দা ওই ব্যক্তি। আপাতত তাঁকে তুলে দেওয়া হয়েছে আয়কর বিভাগের হাতে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে পাচারের উদ্দেশ্যেই এই বিপুল পরিমাণ টাকা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। আর কে বা কারা এই ঘটনার সাথে জড়িত রয়েছে তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

পরীক্ষা দিতে এসে অসুস্থ ছাত্রী

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে এসে অসুস্থ ছাত্রী। হাসপাতালে চিকিৎসার

বন্দোবস্ত করে ফের ওই পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দিল হাওড়া পুলিশ। বৃহস্পতিবার হাওড়ায় মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে আসা এক ছাত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে হাওড়া সিটি পুলিশের গাড়িতে করে তাকে দ্রুত ঘুসুড়ির জয়সোয়াল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর ওই ছাত্রীকে সুস্থ করে আবার পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দেয় হাওড়া সিটি পুলিশের বালি থানার পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, চারদিন ধরে জ্বর হয়েছিল ওই ছাত্রীর। ওষুধ খেয়েই এদিন সে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল। হঠাৎই সে মাথা ঘুরে অসুস্থ হয়ে পড়ে। বমি শুরু হয়। সঙ্গে সঙ্গে সেখান থেকে বালি থানার পুলিশের তৎপরতায় তাকে পাঠানো হয় টিএল জয়সোয়াল হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসার পর দ্রুত সুস্থ হয়ে যায় সে। নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষাও দেয় রূপালী কুমারী সাউ নামের ওই পরীক্ষার্থী। হাওড়ার লিলুয়ার সোহনলাল দেওয়ারিয়ার ছাত্রী সে। বেলুড় বয়েজ হাই স্কুলে তার সিট পড়েছিল। অসুস্থ হওয়ার পর জয়সোয়াল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে ওঠে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সে আবার পরীক্ষা কেন্দ্রে এসে পরীক্ষাও দেয়।

হাঙর মাছকে ঘিরে চাঞ্চল্য কুলতলিতে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ এবার সুন্দরবনের কুলতলি থেকে উদ্ধার প্রায় ছয় ফুট লম্বা হাঙ্গর মাছকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, সুন্দরবনের কুলতলির কেল্লা আন্দারিয়া পিয়ালী নদীতে নদীর চড়ে মাছের জালে আটকে গেল প্রায় ৬ ফুট লম্বা একটি হাঙ্গর মাছটি। বৃহস্পতিবার সকালে এই মাছটিকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃত অবস্থায় মাছটিকে থেকে উদ্ধার করে গ্রামবাসীরা। মৎস্যজীবীদের জালে আটকে পড়ে হাঙ্গর মাছটি। উদ্ধার করে বনদপ্তর এর হাতে তুলে দেন গ্রামবাসীরা। আর এই মাছ দেখতে এদিন সকালে বেলায় বহু মানুষের ভিড় জমে কেল্লা এলাকায়।

মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম হওয়ার জন্য কেন্দ্রের শিক্ষার অধিকার আইনকে দায়ী করেছেন শিক্ষামন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ এবছর মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কম হওয়ার জন্য কেন্দ্রের শিক্ষার অধিকার আইন কে দায়ী করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। মন্ত্রী জানিয়েছেন শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী বয়সসীমা বেঁধে ভর্তি করার জন্যই এই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা অন্যান্য বছরের তুলনায় কম। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী কম হওয়ার ক্ষেত্রে অন্য কোনও কারণ নেই বলে তাঁর দাবি। এই প্রসঙ্গে এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী বলেন শিক্ষা অধিকার আইন অনুযায়ী

২০১৩-১৪ সালে শুধুমাত্র ছয় বছরের শিশুরাই ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হয়েছিল। আগে ছয় এবং পাঁচ যেকোনও বয়সের শিশুরাই ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হতে পারত। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে ২০১৩-১৪ সালে ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হয় প্রায় ৬ লক্ষ ৪০ হাজার পড়ুয়া। সেই ছাত্র ছাত্রীরাই এই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছে। এর ফলে যারা ভর্তি হয়েছিল শুধুমাত্র তারাই পরীক্ষা দিচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে কোভিড অতিমারীর কোনও ভূমিকা নেই বলে শিক্ষামন্ত্রী দাবি করেছেন। আগামী বছর আবার রাজ্যে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা সাড়ে দশ লক্ষ অতিক্রম করবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

চিকিৎসার জন্য এসএসকেএম হাসপাতালে রাজ্যপাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ চিকিৎসার জন্য এসএসকেএম হাসপাতালে গেলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বৃহস্পতিবার দুপুর ২ টো নাগাদ হাসাপাতালে পৌঁছান তিনি। ইএনটি বিভাগে প্রবেশ করতে দেখা যায় তাঁকে। প্রায় ৫০ মিনিট ছিলেন ভিতরে। পরে বেরিয়ে যান। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, গলার সমস্যার জন্যই এদিন উডবার্ন বিভাগে গিয়েছিলেন তিনি। চিকিৎসকেরা তাঁর সমস্যার কথা শুনেছেন ও প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করেছেন বলে জানা গিয়েছে। রাজ্যপাল এদিন কোনও কথা বলেননি। সূত্রের খবর, গলা খুসখুস করছে রাজ্যপালের। শুধু তাই নয়, বক্তৃতা দেওয়ার সময় নাকি তাঁর গলার স্বর বদলে যাচ্ছে। তিনি কী বলছেন তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে শ্রোতাদের। কেন এমন হচ্ছে তা জানতেই সরকারি হাসপাতালে গিয়েছিলেন তিনি। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই দাঁতের সমস্যা হওয়ায় শিয়ালদায় আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজে চিকিৎসা করাতে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল।

ডাকাতির ভুয়ো গল্প ফেঁদে পুলিশের জালে কোম্পানির কর্মী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ এটা ডাকাতি নয়। একজনই চুরি করেছে। টাকা অফিস থেকে নেওয়া হয়েছে। বেলুড়ের ঘটনা নিয়ে মুখ খুলল পুলিশ। বেলুড়ের ঘটনা ডাকাতি নয়, চুরি বলেই দাবি করা হলো। বৃহস্পতিবার দুপুরে বেলুড়ের গিরিশ ঘোষ রোডে মহাবীর ট্রেডার্স নামের এক লোহা ব্যবসায়ীর অফিসে দুজন দুস্কৃতী জোর করে ঢুকে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা হাতিয়ে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে বেলুড় থানা এবং হাওড়া সিটি পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা তদন্তে নামেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে ব্যবসায়ীর নাম সঞ্জয় ভূমনা। বেলুড় এলাকার বজরংবলীতে বহুদিন ধরে লোহার ছাঁটের ব্যবসা করেন। গিরীশ ঘোষ রোডের তিনতলা বিল্ডিং এর নিচেই তাঁর অফিস। সেখানেই এই ঘটনা ঘটে। সিসিটিভি সূত্র ধরে পুলিশ সন্দেহভাজনদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। পরে এবিষয়ে হাওড়া সিটি পুলিশের এসিপি নর্থ অনুপম সিং বলেন, গিরীশ ঘোষ রোডের মহাবীর ট্রেডার্সের ৪ মালিকের মধ্যে ১ জন সঞ্জয় বুধানা থানায় এসে অভিযোগ জানান ওই কোম্পানীর ২ জন কর্মচারী তাঁদের ছুরি দেখিয়ে প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকা লুঠ করে নিয়ে গিয়েছে। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছে ওই কোম্পানীর কর্মচারিরাই এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, ডাকাতি বলে যা চালানোর চেষ্টা করা হয়েছিল তা অসত্য। মূলত যে অভিযোগ জানানো হয়েছিল এবং সিসিটিভির ফুটেজ দেখে কোন মিল পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন থেকেই সন্দেহদানা বাঁধে। প্রাথমিক তদন্তে ১ জনের যুক্ত থাকার কথা জানতে পারে গিয়েছে। এটা ডাকাতি নয়। একজনই চুরি করেছে। টাকা অফিস থেকে নেওয়া হয়েছে। প্রায় ৩৮ লক্ষ টাকা চুরি হয়েছে।

দক্ষিণ হাওড়ার এক স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানালেন বিধায়িকা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ দক্ষিণ হাওড়ার একটি স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানালেন বিধায়িকা। বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে চলেছে ২০২৩ এর মাধ্যমিক পরীক্ষা। জীবনের প্রথম বড়

পরীক্ষা দেবার আগে ছাত্র-ছাত্রীদের শুভেচ্ছা জানালেন দক্ষিণ হাওড়া তৃণমূল বিধায়িকা নন্দিতা চৌধুরী। শিবপুরের শ্রীম প্রজ্ঞানন্দ স্কুলে আসা মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের তিনি ঠান্ডা পানীয় জল হাতে তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। এরপর পরীক্ষা শেষ হলে তিনি সমস্ত ছাত্রদের হাতে কেক এবং লজেন্স তুলে দেন। নন্দিতা চৌধুরী বলেন, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমারও সেই পুরনো কথা মনে পড়ছে। আমি যখন স্কুলে পড়তাম। মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে এসেছিলাম। সেই স্মৃতি আজ মনে পড়ছে। যাতে প্রত্যেকে ভাল করে মাধ্যমিক পরীক্ষা দেয় তার জন্য বিধায়িকা নন্দিতা চৌধুরী এদিন আগত পরীক্ষার্থীদের সকলকে শুভেচ্ছাও জানান।

পুরসভার পাইপ লাইনের জলে কেঁচো, আটক পুরসভার দুই ইঞ্জিনিয়ার সহ ৭ জন

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ডহারবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ পুরসভার জল প্রকল্পের পাইপ লাইন থেকে বের হচ্ছে বিষাক্ত কেঁচো। যা নিয়ে ইতিমধ্যেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ডহারবার পুরসভার ১৬ টি ওয়ার্ডে। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসে স্থানীয় পুলিশ প্রসাশন। ঘটনায় পুরসভার দুই ইঞ্জিনিয়ার সহ মোট সাত জনকে আটক করলো পুলিশ। কয়েক কোটি টাকা ব্যয়ে নদীর জলকে পরিশ্রুত করে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য ডায়মন্ড হারবার পুরসভায় গঙ্গোত্রী নামে জল প্রকল্প চালু হয়। অবশ্য প্রকল্প শুরু হওয়ার পর থেকেই পুরসভাবাসীর অভিযোগ জলের পাইপ লাইন থেকে প্রায়শই নোংরা জল আসে। সম্প্রতি জলের পাইপ থেকে বিষাক্ত কেঁচো বের হয়। সেই বিষাক্ত কেঁচো স্থানীয় একটি বিদ্যালয়ের মিউজিয়ামে সংগ্রহ করে রাখা হয়। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও মিতুন দে বৃহস্পতিবার সটান হাজির হন ডায়মন্ড হারবার পুরসভায়। ঘটনায় পুরসভার দুই ইঞ্জিনিয়ার প্রবীর পল্লে ও মৃদুল মন্ডলকে আটক করে পুলিশ। ঘটনায় আরও পাঁচ পুরকর্মীকে আটক করা হয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। এই বিষয়ে পুরসভার চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ৮৫ সংখ্যা, শুক্রবার, ১১ ফাল্গুন ১৪২৯

মেঘালয়ে কংগ্রেস বনাম তৃণমূল কংগ্রেস

সম্পাদকীয় ১

মেঘালয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে কংগ্রেসের বাক যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। রাহুল গান্ধি বলেছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস বিজেপি দলের হাতকে শক্তিশালী করতে শুরু করে দিয়েছে। গোয়া এবং মণিপুরে নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাস্ত করতে তৃণমূল কংগ্রেস গিয়েছিল বিজেপি দলের এজেন্ট হয়ে। সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস প্রচুর টাকা ঢেলেছিল। কিন্তু সেখানকার লোকেরা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দেয়নি। তার ফলে গোয়াতে তৃণমূল কংগ্রেস পরাস্ত হয়। কংগ্রেসের আসন এবং বিধায়ক কেড়ে নেওয়ার খেলায় মত্ত হয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা। তারা গোয়াতে গিয়ে কংগ্রেসের শিবির ভেঙে ফেলার চক্রান্ত করতে শুরু করে দিয়েছিল। কংগ্রেসের অবস্থা একেবারে কাহিল হয়ে গিয়েছিল গোয়াতে। তারপরে সেই গোয়াতে কংগ্রেসের অবস্থা ফিরিয়ে নিয়ে আসেন কংগ্রেসের সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। তাঁর ওপরে ভরসা করতে শুরু করে দিয়েছিল সেখানকার ভোটাররা। তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বহু প্রলোভন দেখানো হয়েছিল। বলেছিল তারা সরকার গঠন করতে পারলে প্রত্যেক গোয়ার মহিলাদের পাঁচ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের ঘর থেকে যে টাকা উদ্ধার হতে শুরু করে দিয়েছে। সেই সব টাকা নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য ব্যয় করা হতো। এই সব টাকার কোনও হিসাব ছিল না। অফুরন্ত সেই সব টাকা। নারদ সারদার টাকা। সাদারণ জনগণের টাকা। এদিকে মেঘালয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নেত্রী বলেছেন, বিজেপি দলকে কীভাবে ছুঁড়ে ফেলতে হয় তা সুযোগ পেলে দেখিয়ে দেবেন। তিনি বিজেপি দলের এজেন্ট নন। তিনি বিজেপি দলের পক্ষে হয়ে সাওয়াল করেন না। কেন্দ্রীয় প্রকল্পকে কার্যকর করতে বিজেপি সরকারকে যতখানি সমর্থন করার দরকার তা রাখে। কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্কের উন্নতি চান বলে তিনি মন্তব্য করেছেন। অতীতে বাংলার বহুবার কেন্দ্রের বিরোধিতা করেছিল। তাতে কোনও লাব হয়নি। এখন রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে তারা আর কেন্দ্রীয় সরকারের বিরোধিতা করবে না। রাজ্যের প্রকল্পগুলিয়ে বাস্তবে রূপায়িত করতে কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতার খুবই প্রয়োজন। এদিকে রাহুল গান্ধি বলেছেন তৃণূল কংগ্রেস সংসদের বাইরে এবং ভিতরে বিজেপি দলকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে। মনে রাখতে হবে যে তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থান হয়েছে বিজেপিদলের হাত ধরে। একটি সময়ে পশ্চিমবঙ্গে বাম দলকে পরাস্ত করতে বিজেপি সক্রিয় হয়ে উঠতে শুরু করেছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের তখন মন্ত্রী ছিলেন। সেই সময়ে বিজেপি দল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রীকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী করে পাঠানো হবে। বিজেপি দল বাম সরকারকে ফেলে দেওয়ার জন্য টাকা খরচ করতে শুরু করে। তার ফলে দেখতে পাওয়া গেল ২০১১ সালে বাম দল নির্বাটন পরাস্ত হয়ে গেল। সেখানে এসে উপস্থিত হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাকিস্তানের কড়া নিন্দায় শিল্পী!

সম্পাদকীয় ২

মুম্বই হামলার অভিযুক্তরা এখনও পাকিস্তানে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে জানালেন শিল্পী জাভেদ আখতার। তিনি পাকিস্তনের মাটিতে দাঁড়িয়ে বলেছেন, ভারতে মুম্বই হামলার জঙ্গিরা এখন পাকিস্তানের মাটিকে একেবারে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে শুরু করে দিয়েছে। তাদেরকে ধরে গ্রেফতার করে আদালতে পেশ করা কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করছে না পাক সরকার। তার ফলে পাক জঙ্গিরা সাহস পেতে শুরু করেছে। বলিউডের চিত্রনাট্যকার জাভেদ আখতার লাহোরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন একটি অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে। অনুষ্ঠান মঞ্চেই তাঁকে বেশ কয়েকটি প্রশ্নের মুখোমুখী হতে হয়েছিল। তার মধ্যে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক কী রকম এবং ভারত কোনও দৃষ্টি কোন দিয়ে পাকিস্তানের বিচার করছে এই রকম প্রশ্ন ছিল। তার উত্তর দিতে গিয়ে জাভেদ আখতার বলেছেন, পাকিস্তানে এখনও খোলমেলা অবস্থায় মুম্বই এর সন্ত্রাসবাদীরা ঘুরে বেড়াতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের গ্রেফতার করার কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করছে না পাক সরকার। তাদেরকে আদালতে তুলে বিচারও পর্যন্ত করা হয়নি। ভারত সরকার বারবার তাদেরকে ধরে ভারতের হাতে তুলে দেওয়ার কথা বলেছিল। কিন্তু পাকিস্তান বারবার বলতে শুরু করেছিল এই রকম জঙ্গি তাদের দেশে নেই। ভারত ভুল বার্তা দিতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তানের ওপরে জঙ্গিবাদ আরোপ করতে ভারত এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। দাউদ এখনও পাকিস্তানে রয়েছে সে খবর ভারত সরকার রাখে। তবুও পাকিস্তান বলেছে দাউদ পাকিস্তানের নেই। জাভেদ আখতারকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ভারতে ফিরে গিয়ে আপনি পাকিস্তান সম্পর্কে কী কথা সেখানকার. জনগণকে বলবেন? তাতে তিনি বলেছেন, পাকিস্তানের জনগণ খুবই ভালো। তারা ফুল এবং মালা দিয়ে তাঁকে অর্ভ্যথনা করেছে। সব পাকিস্তানীরা ভারতের দিকে তাক করে বোমা বর্ষন করে না। মুম্বই হামলা প্রশ্ন ওঠার সময়ে তিনি বলেছেন, সব সময়ে দোষরোপ করে চলা উচিত নয়। তাতে কোনও সমস্যার সমধান হয় না। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হওয়ার খুবই প্রয়োজন। মুম্বই হামলাকারীরা মিশর বা নরওয়ে থেকে আসেনি। আপনাদের দেশেই তারা রয়েছে এবং ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভারতীয়রা যে অভিযোগ করতে শুরু করে দিয়েছে তা নিয়ে আপনাদের খারাপ লাগা উচিত নয়। জাভেদ আখতারের এই কথা টুইট করেছেন কল্পনা রাওয়াত।

ঠাকুর রামকৃষ্ণ কথামৃত

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বললেন, কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। যিনি তা হতে পারবেন তিনি নিষ্ঠাবান শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন। মনের শক্তি দিয়ে লাভ করতে হবে। সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই সময়ে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। মা ভবতারিণী পরম সত্যের উপাসক। মায়ের ভক্ত হলে তবেই শক্তি অর্জন করা সম্ভব। তিনি আরও বললেন, মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। মা ভবতারিণী তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। মায়ের শক্তির অন্যতম অংশ হল তাঁর সন্তান। মাতা তাঁর সন্তানদের শক্তি দিয়ে থাকেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যে শক্তি নিহিত।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ কী আসন্ন? এই নিয়েই চলছে বিতর্ক

রবীন্দ্র কুমার শীল

তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ কী আসন্ন তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছে। যুদ্ধ বিশারদেরা বলতে শুরু করেছেন যে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ যে পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে তাতে যে কোনও সময়ে বিশ্ব যুদ্ধ লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তার একটি মাত্র কারণ হঠাৎ করে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন যেভাবে ইউক্রেনের রাজধানি কিভতে এসে উপস্থিত হলেন এবং ইউক্রেনের পাশে দাঁড়ানোর কথা ব্যক্ত করলেন তাতে মনে হচ্ছে অতি সহজেই এই যুদ্ধ থামবে না। বরং আরও বৃদ্ধি পেতে শুরু করবে। এবারে কি ইজরায়েল এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে? তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছে। ইজরায়েলের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম কিনতে শুরু করে দিয়েছে ইউক্রেন। তারা এখন সেগুলিকে রাশিয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে। ফলে রুশ বাহিনী বেশি দূর পর্যন্ত এগোতে পারছে না। ইজরায়েল প্রযুক্তি বিশ্বের অন্যতম সেরা যুদ্ধ প্রযুক্তি এটাকে মানতেই হবে। দেশকে রক্ষা করতে ইজরায়েল যে প্রযুক্তি তৈরি করেছে তা বিশ্বের এক নম্বর বলা যেতে পারে। আমেরিকার অনুরোধ ইজরায়েল এবারে ইউক্রেনকে প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি বিক্রি করতে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে। এদিকে জাপানকে নিজস্ব প্রতিরক্ষা বাহিনী তৈরি করার ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছে আমেরিকা। তার ফলে জাপান তাদের প্রতিরক্ষা এবং সেনা বৃদ্ধি করতে শুরু করেছে। জাপানী সেনার সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। সাবমেরিন তৈরি করছে জাপান। তারা পরমানু বোমা তৈরি করছে না বটে। তবে ছোট পাল্লার ক্ষেপনাস্ত্র তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে। কোরিয়া এবং চিনকে রুখতে তারা এই ধরনের ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা শুরু করে দিয়েছে। জাপান সরকার বলতে শুরু করে দিয়েছে নিজেদের দেশের প্রতিরক্ষা ব্যাপারে জাপান সরকার বরাবর সজাগ রয়েছে। ফলে ছোট পাল্লার ক্ষেপনাস্ত্র তারা তৈরি করতে থাকবে। তার ফলে এশিয়া উপমহাদেশে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হতে শুরু করেছে। এদিকে রাশিয়া চিনের সঙ্গে বৈঠক করেছে। ওদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন পোল্যাণ্ডে উপস্থিত হতে নেটো এবং ওয়ারশ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করতে শুরু করেছেন। তার ফলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে মানসিক দিক দিয়ে আমেরিকা এবং রাশিয়া যুদ্ধ করা পক্ষে সায় দিতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন বলেছেন রাশিয়া কিন্তু যুদ্ধ থামাবে না। তারা কিন্তু নয়া ফ্যাসিবাদকে মাথা চাড়া দেওয়ার কোনও সুযোগ তৈরি করে দেবে না। ইউক্রেনকে মাথায় তুলতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকা। এদিকে আমেরিকার থেকে বলা হয়েছে বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলির রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে আমেরিকা। তারা কিন্তু এই সিদ্ধান্ত থেকে সরবে না। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি গণতান্ত্রিক দেশগুলির ওপরে ছড়ি ঘোরাতে থাকবে তা চলবে না। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন অসুস্থ বলে এতদিন ধরে প্রচার করতে শুরু করে

দিয়েছিল বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম। এমনকী ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিও বলেছিলেন যে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন অসুস্থ। তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত। কিন্তু পুতিন যে সুস্থ রয়েছেন তা বারবার প্রমাণ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। এদিকে ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে অপরিশোধিত তেল কিনতে শুরু করে দিয়েছে। বিশাল পরিমাণে তেল কিনতে শুরু করেছে ভারত। ভারত এখন তেলকে মজুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করেছে। যদি তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হয় তাহলে তেলের অভাব দেখা দিতে থাকবে। সেটাকে মোচন করতে ভারত অতিরিক্ত তেল কিনতে শুরু করে দিয়েছে রাশিয়ার কাছ থেকে। জ্বালানিও কিনতে শুরু করেছে। এদিকে ভারত খাদ্য ভাণ্ডার মজুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপালের মতো ছোট ছোট দেশগুলির। তারা না খেতে পেয়ে মারা যেতে পারে। আর্থিক উন্নতি একেবারে স্তব্ধ হয়ে যাবে। তেলের অভাবে কলকারখানা গুলি বন্ধ হয়ে যাবে। বহু মানুষ অভুক্ত থাকবে। বিশ্ব জুড়ে খাদ্যাভাব দেখা দিতে শুরু করবে। ইতিমধ্যে আফ্রিকার দেশগুলিতে অনাহার দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত কিছু কিছু দেশে মানবিক সাহায্য পাঠাতে শুরু করে দিয়েছে বটে। তবে তাকে সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না ভারতের। ভারত চাইছে এই যুদ্ধের অবসান হোক। কিন্তু রাশিয়া তা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তার ফলে আমেরিকাও এখন এগিয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকা চাইছে ভারত তাদের পক্ষে হয়ে রাশিয়ার যুদ্ধনীতির ঘোষণার বিরোধিতা করুক। সেটা ভারত করতে চাইছে না। তার ফলে আমেরিকা এবং ইউক্রেন ভারতের ওপরে বেশ ক্ষুব্ধ। তারা মুখে বলতে শুরু করে দিয়েছে ভারত সুবিধাবাদী নীতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে তারা কোনও পক্ষে থাকবে। এদিকে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর বলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধ ভারত তৈরি করেনি। শক্তিধর রাষ্ট্রগুলি এই যুদ্ধ তৈরি করেছে। আগে তাদেরকে চিন্তা করতে হবে এই যুদ্ধ চলবে না থামবে। তারপরে ভারত এই নিয়ে চিন্তা করবে। ভারতকে বাঁচতে গেলে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলে চলবে না। আবার আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলে চলবে না। ভারত কোনও পক্ষের মধ্যে নেই সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছে রাষ্ট্রপুঞ্জে। বারবার রাশিয়া বিরোধী প্রস্তাবে ভারত একেবারে নিরব ভূমিকা পালন করতে শুরু করে দিয়েছিল। তাতে আমেরিকার মতো দেশগুলি বলতে শুরু করেছিল যে ভারত রাশিয়ার পক্ষ নিয়ে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে ভারতে জি-২০ সম্মেলনের বিদেশ মন্ত্রীদের সভা শুরু হওয়ার কথা। সেখানে সারা বিশ্বের বিদেশ মন্ত্রীরা এসে উপস্থিত হবেন বলে জানতে পারা গিয়েছে। রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রীও ভারতে আসার কথা রয়েছে। আমেরিকার বিদেশ মন্ত্রী এসে উপস্থিত হচ্ছেন। তবে চায়নার বিদেশ মন্ত্রী আসার কোনও সরকারি ইঙ্গিত দেয়নি। তার ফলে সংশয় থাকছে যে চিনের বিদেশ মন্ত্রী ভারতে আসার ব্যাপারে। এদিকে রাশিয়াতে যাওয়ার কথা রয়েছে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং এর। তিনি এই বছরের শেষে রাশিয়া সফর করতে শুরু করে দেবেন। সেখানে বিশ্ব রাজনীতি নিয়ে বিশদে আলোচা করবেন পুতিনের সঙ্গে। পুতিন বলেছেন তিনি চিনের প্রেসিডেন্ট এর আসার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। এদিকে আমেরিকা মরিয়া হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। যেভাবে চিনা বেলুন আমেরিকার আকাশ পথ ধরে গুপ্তচর বৃত্তি করতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে বাধা পড়ে গেল। আমেরিকা এতখানি কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করবে তা চিন কল্পনা করতে পারেনি। আমেরিকা এখন বলতে শুরু করে দিয়েছে যে তারা কিন্তু সতর্ক হয়ে পা ফেলতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়ার পুতিন যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে রাষ্ট্রপুঞ্জর সনদ বিরোধী কাজ হচ্ছে। রাশিয়ার উচিত হচ্ছে নিরাপত্তার সদস্য হিসাবে এই যুদ্ধ বিরতি করা। কিন্তু রাশিয়া তা করতে চাইছে না। এদিকে জাপান সামরিক দিক দিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। জার্মান প্রতিরক্ষা বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি করতে শুরু করেছে। সারা ইউরোপ জুড়ে অস্ত্র কারখানায় সার দিন ধরে কাজ হচ্ছে। শ্রমিকদের লাগাতর কাজ করে যেতে হচ্ছে। ভারী অস্ত্র তৈরি করতে শুরু করেছে নেটো ভুক্ত দেশগুলি। আমেরিকার পেন্টাগন টুপ করে বসে নেই। আমেরিকার প্রতিটি সামরিক শিবিরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে ইউক্রেনকে মাঝারি পাল্লার ছোট ছোট যুদ্ধ বিমান দেওয়া হচ্ছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। ড্রোন এসে উপস্থিত হয়েছে। সেই সব ড্রোন সম্ভবত ইজরায়েলের তৈরি বলে মনে করা হচ্ছে। ইউক্রেনের যুদ্ধের যা পরিস্থিতি তাতে আর হালকা ধরনের যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করার দিন শেষ বলা যেতে পারে। সেই কারণে রাতারাতি আমেরিকার প্রেসিডেন্টে বাইডেনের কিভ সফর শুরু হয়েছিল। তিনি কিভে উপস্থিত হয়ে বলেছেন যে ধরনের যুদ্ধের গতি প্রকৃতি বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে তাতে যুদ্ধ কিন্তু এখন আর হালকা কোনও অস্ত্রে মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকছে না। এবারে কিন্তু ভারী অস্ত্র ব্যবহার করতে হবে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন তা জানেন বলেই তিনি দ্রুত জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন রাশিয়াকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়। রাশিয়া অপরাজেয় শক্তি। রাশিয়াকে পরাস্ত করতে গিয়ে নেপোলিয়নের পতন হয়েছে। হিটলারের পতন হয়েছে। এবারে কিন্তু আমেরিকার পালা। আমেরিকাকেও পরাস্ত হতে হবে। জাপানকে সামরিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করে চিনকে আটকে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকা। এদিকে ভারতকে বারবার নিরপেক্ষ হওয়ার কথা বলতে শুরু করে দিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বাইডেন। তিনি ভারতকে অনুরোধ করেছেন রাশিয়ার কাছ থেকে অস্ত্র এবং তেল কেনা যেন বন্ধ করে। তা কিন্তু ভারত করতে একেবারে নারাজ। ভারত চেষ্টা করতে রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কিনে তা মজুত করে রাখতে। কোনও সময়ে যুদ্ধের চেহারা ভয়ঙ্কার আকার ধারন করে তার ঠিক নেই। সেই কারণে রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনা ভারত বন্ধ করেনি। এদিকে ভারতের পাশি থাকার আভাস দিয়েছে রাশিয়া। চিনও এখন আর ভারতকে বিরক্ত করতে চায় না। তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ যদি লেগে যায় তাহলে সেই যুদ্ধে অংশীদার হয়ে পড়বে বহু দেশ। তাতে সারা বিশ্ব জুড়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হবে।

তাইওয়ান অধিকারের পথ তৈরি করছে চিন

বিশেষ প্রতিনিধি

চিন যে কোনও সময়ে তাইওয়ান দখল করে নিতে পারে বলে মনে করছে তাইওয়ানের প্রশাসন। যেভাবে হংকংয়ের ওপরে চিন জোর খাটাতে শুরু করে দিয়েছে। চিন কাউকে বেশি পাত্তা দেয় না। চিন বলতে শুরু করে দিয়েছে যে হংকংয়ের ব্যাপারে তারা যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে সেটাই ঠিক। এদিকে তাইওয়ান সফরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন আমেরিকার স্বাস্থ্য সচিব। তাঁর কাছে তাইওয়ান প্রশাসন দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে যে চিন তাদের ওপরে অধিকার

ফলাচ্ছে। তাইওয়ান চিনের সঙ্গে নেই। কিন্তু বরাবরই চিন দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে তাইওয়ান চিনের একটি অংশ। কিন্তু তাইওয়ানবাসীরা কোনও সময়ে স্বীকার করে না তারা চিনের অংশ। এমনকী তিব্বতের জনগণ তাদেরকে চিনের নাগরিক বলে স্বীকার করে না। চিন জোর করে এই সব অঞ্চল দখল করে রেখে দিয়েছে। চিনের শাসনের কাছে এরা মাথা নত করতে চায় না। কিন্তু চিন যেভাবে আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে এগিয়ে চলছে তার ফলে তাইওয়ান এখন ভয় পেতে শুরু করেছে। তাইওয়ান যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। আমেরিকার ওপরে ভর করে তাইওয়ান টিঁকে রয়েছে। কিন্তু চিন যেভাবে তাইওয়ানের ঘাড়ের ওপরে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করেছে তাতে আশঙ্কা প্রকাশ করছে তাইওয়ান যে যে কোনও সময়ে চিন দখল করে নিতে পারে। লাগাতার দখল করার হুমকি দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে হংকংয়ের মতো পরিণতি হতে পারে তাইওয়ানেরও। মার্কিন স্বাস্থ্য সচিব অ্যালেক্স আজারের কাছে মঙ্গলবার এই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন তাইওয়ানর বিদেশ মন্ত্রী জোসেফ উ। যার জেরে আরও একবার প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতি চিনের আগ্রাসী নীতির দিকে সরাসরি আঙুল উঠল। চিনের চোখ রাঙানির শিকার হচ্ছে তাইওয়ান সেটা আগে থেকে বলতে শুরু করে দিয়েছিল। চিন চাইছে তার প্রতিবেশী দেশগুলো তার তাবেদার হয়ে থাকুক। দক্ষিণ পূর্ব দেশগুলোর ওপরে আধিপত্য বিস্তার করতে চায় চিন। চিন বুঝতে পেরেছে আগামী দিনে গোটা ইউরোপ এবং আমেরিকা তার বিরুদ্ধে থাকবে। সেখানে ব্যবসা করার একেবারে মুশকিল। সেই কারণে চিন এখন গোটা এশিয়ার ওপরে আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করছে। বিশ্ব জুড়ে করোনা ভাইরাস ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য চিন সরকার দায়ী। চিনই এই ধরনের ভাইরাসকে সৃষ্টি করেছে। আজকে সারা বিশ্ববাসী চিনের জন্য ভুগতে শুরু করে দিয়েছে। চিন করোনাভাইরাস সংক্রমণ সৃষ্টি করে চুপ করে বসে রয়েছে। এর মোকাবিলা করতে পারছে না। হাতের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে বলে চিন দেশের অভ্যন্তরের অবস্থা। চিনের জনগণও আজকে চিন প্রশাসনের ওপরে ক্ষুব্ধ। চিনের প্রতিটি জনগণ এখন চিন সরকারের ওপরে বেজায় অখুশি। প্রকাশ্যে চিন সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে দিয়েছে চিনা জনগণ। মার্কিন স্বাস্থ্য সচিব আরও বলেছেন, বেজিং করোনা নিয়ে বিশ্ববাসীকে সতর্ক করতে পারতো। পরিস্থিতির মোকাবিলার করার জন্য সাহায্য চাইতে পারতো। কিন্তু চিন সেটা করেনি। চিন চাইছে তাইওয়ান এবং চিন সাগর থেকে শুরু করে একেবারে হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত তার দখলে থাক। ভারতের অরুণাচল প্রদেশের ওপরে ভাগ বসাতে শুরু করে দিয়েছে চিন সরকার। আমেরিকার সেনেট হাউস বলেছে যে বারতের অরুণাচল প্রদেশে চিনের কোনও অধিকার নেই। মর্কিন প্রশাসন এতদিন ধরে চুপ করে বসেছিল। তার একটি কথা বলেনি। কিন্তু বেলুন কাণ্ডের আমেরিকা চিনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে শুরু করেছে এবং রাশিয়া ও চিনের আধিপত্য বিস্তার করার ক্ষেত্রে বাধা দান করতে শুরু করে দিয়েছে।

নারী স্বাধীনতা দেওয়ার পক্ষে গেলেন মালালা

বিশেষ প্রতিনিধি

তালিবানদের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখতে শুরু করলেন নোবেল পুরস্কার জয়ী ইউসুফজাই মালালা। তিনি বলেছেন, তালিবান শাসনের বিরুদ্ধে বিশ্ব জুড়ে প্রতিবাদ করা উচিত। তা না হলে সেখানে নারী স্বাধীনতা সেখানে ফিরবে না। রাষ্ট্রপুঞ্জের উচিত হচ্ছে তালিবান সরকারকে একেবারে বয়কট করা। গোটা ইউরোপ যেভাবে রুশ সরকারকে তাদের অমানবিক কাজ করার জন্য বয়কট করতে শুরু করেছে আফগানিস্তানের তালিবান সরকারকে সেইভাবে

বয়কট করা উচিত। তালিবান সরকার এসেই মহিলাদের শিক্ষা অধিকারকে কেড়ে নিয়েছে। মহিলা ফুটবল দল এবং ক্রিকেট দলকে ধ্বংস করা হয়েছে। তালিবান সরকারকে প্রতিষ্ঠা করেছিল বেশ কিছু স্বার্থান্বেষী রাষ্ট্র। তারাই তালিবানদের মদত দিয়ে আফগান থেকে একটি স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক সরকারকে অপরাসিত করলো। রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়ার জন্যই তালিবান সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কিন্তু তালিবান সরকার আফগানে এসেই নারী স্বাধীনতাকে হরণ করতে শুরু করেছে। হিজাব পরে মহিলাদের রাস্তায় বের হতে হবে। গাড়ি চালাতে পারবে না। পুরুষতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করতে শুরু করেছে তালিবান সরকার। তার সঙ্গে মদত দিচ্ছে পাকিস্তান রাষ্ট্র। সেখানকার জঙ্গিদের সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে। স্কুলে মেয়েরা যেতে পারছে না। মাদ্রাসা স্কুলে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে না। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে কোনও ধারনা তৈরি করতে পারছে না সেখানকার মহিলারা। তাদের সংবাদপত্র পড়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। মহিলার সুরক্ষিত নয় অফগানে। মহিলাদের জোর করে বিবাহ করেছে তালিবান যোদ্ধারা। মহিলাদের সব অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। তাদের বাইরে যাওয়ার অধিকার, নিমন্ত্রণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার অধিকার, পর্যটন করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। শুধু মাত্র পুরুষদের খাদ্য হিসাবে তাদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে। এদিকে ইরানের হিজাব বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে আফগান নারীরা। শিশু ও মহিলাদের মানবাধিকারকে লঙ্ঘিত করা হচ্ছে। তালিবানরা যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আফগানে এসে উপস্থিত হয়েছিল তা এখন অস্বীকার করছে। আফগানিস্তানের নারী অধিকার নিয়ে মুখ খুললেন নোবেল পুরস্কার জয়ী ইউসুফজাই মালালা। মহিলা স্বাস্থ্য কর্মীরা কাজ করতে শুরু করেছিল। সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। করোনা টিকা অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছিল মহিলারা। এখন আফগানে করোনা টিকা গ্রহণ বর্জন করেছে। বহু স্কুল কলেজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে মহিলাদের স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। আমেরিকা এ ব্যাপারে কোনও কথা বলছে না। চুপ করে রয়েছে। ভারত থেকে ওষুধ, খাদ্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সেখানে গিয়ে পৌঁছাতে শুরু করেছে। তার ফলে সেখানকার মানুষের অভাব মিটছে। তালিবান সরকারও আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী নয়। ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ বলা যেতে পারে। যেটুকু আন্তর্জাতিক সাহায্য আসছে তা ভোগ করতে শুরু করেছে তালিবান নেতারা। সেখান আদালত বলে কোনও কিছুই নেই। তালিবানরাই আদালত। তারাই আইন। তারা স্কুলের শিক্ষক। তারা যা শেখাবে তাই শিখতে হবে। না হলে অফগান থেকে বিতারিত হতে হবে। আমেরিকা নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবে তালিবানদের হাতে আফগান দিয়ে বিদায় গ্রহণ করেছে। একটি গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটিয়ে সেখানে তালিবান সরকারকে প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ করে দিল আমেরিকা।

হোলির আগে রঙ নিয়ে উৎসবে মাতোয়ারা মালদার খুদে পড়ুয়ারা

মালদা শহরের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খুদে শিশু আর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাহায্যে অকাল রঙের উৎসবে সেজে উঠছে বিদ্যালয়ের পুরানো, জরাজীর্ণ দেওয়াল। আনন্দদায়ক পাঠদানের উদ্দেশ্যে, বিদ্যালয় প্রাঙ্গনকে এভাবে সুন্দর করে গড়ে তোলায় খুশি জেলা প্রশাসন ও শিক্ষা দপ্তরের কর্তারাও। ক্যালেন্ডারে দোল উৎসব আসতে এখনও কিছুদিনের অপেক্ষা। কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই মালদা শহরের ১৯৩২ সালে স্থাপিত ইংরেজবাজার শহর-১ চক্রের অন্তর্গত চিন্তামণি চমৎকার বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খুদেদের। তারা এখন মেতে উঠেছে এই রঙের উৎসবে। সঙ্গী অবশ্যই তাদের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। শহরের প্রাচীন এই বিদ্যালয়কে নতুনভাবে সাজিয়ে তোলার ভাবনাটা শুরু হয়েছিল কিছুদিন আগেই। শুরু হয় পরিকল্পনা, হিসেব-নিকেশ, দেখা যায় কোন পেশাদার শিল্পীদের দিয়ে এ কাজ করাতে গেলে বহু অর্থ ব্যয় হবে। একটা ছোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পক্ষে এই ধরনের ব্যয় বহন করা কার্যত অসম্ভব। এখানেই শিক্ষকরা কিছুটা হতাশ হয়ে যান। কিন্তু হঠাৎই এই অন্ধকারের মধ্যেই একটা রূপালি রেখার মতো আশা নিয়ে এগিয়ে আসে, স্কুলের খুদে পড়ুয়ারা। তাদের আবদার, স্যার শুরু করুন না, আমরাও হাত লাগাবো। ওরা সবুজ, নতুন প্রাণ উৎসাহ-উদ্দীপনায় টগবগ করছে। তাই তাদের এই আবেগ জড়ানো আবদার উপেক্ষা করতে পারেননি বিদ্যালয়ের শিক্ষককুল। বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাহায্যে শুরু হয় কাজ। তারপর আর থামতে হয়নি। কোন জাদুকাঠির ছোঁয়ায়, ধীরে ধীরে বদলে যেতে থাকে, বিদ্যালয়ের প্রাচীন জরাজীর্ণ দেওয়ালগুলি। রং ওঠা প্লাস্টার খসা দেওয়াল গুলির জায়গা নেয় রংবেরঙের বাহারি ছবি। আর এই ছবিকে মাধ্যম করে উঠে আসে সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বার্তা। 'গাছ লাগাও প্রাণ বাঁচাও', 'প্রচন্ড গরমে পশুপাখিদের জলদান', 'জলের অপচয় রোধ', 'বন্ধুদের সাথে বিবাদ নয়, চাই সহমর্মিতা'-র মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি জীবন্ত হয়ে ধরা দেয় শিশুদের সামনে। যা সহজেই দাগ কেটে যায় শিশুমনে। প্রধান শিক্ষক সন্দীপন দেবনাথ জানিয়েছেন, আমাদের বিদ্যালয়টা খুবই বড়। এখানে অনেক পুরানো দেওয়াল ছিল। এদের মধ্যে অনেক গুলোই খারাপ। আমরা শিশুদের নিয়ে পরিকল্পনা করি এই সমস্ত দেওয়াল গুলি বিভিন্ন ছবি, স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হবে। জেলার কিছু শিল্পীদের সাহায্য নিয়ে আমরা এই কাজ করেছি। শিশুরা খুশি তারাও এই কাজে হাত লাগাতে পেরে। এখন শিশুদের কাছে স্কুলটা একটা আনন্দের জায়গা হয়েছে। তাছাড়াও এই সমস্ত দেওয়াল থেকে তারা অনেক কিছু শিখতে পারছে। আমাদের ভালো লাগছে। পুরানো স্কুল হঠাৎ নতুন রূপে ধরা দেওয়ায় খুশি শিশুরাও। বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা জানিয়েছে, তারা খুবই খুশি। তারা নিজেদের দেওয়ালে রং করতে পেরেছে। এছাড়াও এই সমস্ত দেওয়াল থেকে তারা অনেক কিছু শিখছে। এখন আর কেউ স্কুল কামাই করে না। সকাল হলেই সব কাঁধে সকলেই হাজির তাদের পছন্দের স্কুলে। বিদ্যালয়ের এই অভিনব ঘটনায় খুশি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি বাসন্তী বর্মনও। জানিয়েছেন, শিশুস্বার্থে অভিনব উদ্যোগ। আগামীতে এই ধরনের উদ্যোগ জেলাজুড়ে যাতে ছড়িয়ে পড়ে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন তিনি। এই সমস্ত দেওয়াল থেকে শিশুরা অনেক কিছু শিখতে পারছে। এছাড়াও বিদ্যালয় এখন শিশুদের কাছে আনন্দের বিষয়। আনন্দদায়ক পাঠদানের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন কঠিন বিষয়গুলিকে এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা যেভাবে প্রকাশ্যে তুলে এনেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

পরীক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে টোটো পরিষেবা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে ২০২৩ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা। জলপাইগুড়ি জেলায় এবছর কিছুটা কমেছে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা। তবে ছাত্রদের তুলনায় এবার ছাত্রীদের সংখ্যা অনেকটাই বেশি রয়েছে জলপাইগুড়ি জেলায়। ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ৪ মার্চ পর্যন্ত চলবে ২০২৩ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষা। মাধ্যমিকের দায়িত্বে থাকা জলপাইগুড়ি জেলা কনভেনার সুগত মুখার্জি জানান, প্রথম দিন থেকেই এবার পরীক্ষা কেন্দ্রের ভেতরে অভিভাবকদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। জেলা কনভেনার বলেন, ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে সুন্দরভাবে এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে পারে এজন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ। জেলায় পর্যাপ্ত যানবাহনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জেলায় এবার মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা কিছুটা কমেছে। তবে ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের সংখ্যা বেশি রয়েছে। জলপাইগুড়িতে এবার প্রায় ২৪ হাজার ৬০০ পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। এর মধ্যে ছাত্রীদের সংখ্যা ১৪ হাজার ৪০০। ছাত্রদের সংখ্যা ১০ হাজার ২০০। জলপাইগুড়ি জেলায় মোট ৯৮টি পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষা হবে। মূল সেন্টার রয়েছে ২২টি। নকল এড়ানোর জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে তিনটি করে সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। এবার পরীক্ষা কেন্দ্রের ভেতরে কোনও সিভিক ভলান্টিয়ার থাকতে পারবেন না। বোর্ডের নতুন নির্দেশিকায় এমনটা জানানো হয়েছে।

অমানবিক চিকিৎসক

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ শ্বাসকষ্ট নিয়ে ১৪ মাসের শিশুকে হাসপাতালে নিয়ে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দেখলেন না বলে অভিযোগ উঠল। কালনা ২ ব্লকের বৈদ্যপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভুরকুন্ডা গ্রামের শান্তনু ঘোষ তার ১৪ মাসের শিশুকে নিয়ে ইমারজেন্সিতে দেখাতে এলে কর্তব্যরত চিকিৎসক অমিত মন্ডল বলেন আউটডোরে নিয়ে আসতে হবে। এমার্জেন্সিতে পেসেন্ট দেখব না। বহু অনুরোধ করার পরেও ডাক্তারবাবু শিশুটিকে দেখেন না। নিরুপায় হয়ে শ্বাসকষ্ট নিয়ে ওই শিশুকে কালনা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান পরিবারের লোকেরা। চিকিৎসকরা শিশুটিকে দেখার পর ভর্তি করে নেন। খবর পেয়ে আমাদের পত্রিকার সাংবাদিক বিষয়টি জানতে গেলে কর্তব্যরত নার্স অপমান করেন সাংবাদিককে। নার্স বলেন, সাংবাদিক হয়ে রসিয়ে খবর করতে এসেছেন? অভিযুক্ত চিকিৎসক অমিত মন্ডলের কাছে অভিযোগ সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হলে তিনি কোন কিছু কথা বলবেন না বলে জানান। অভিযোগকারী শান্তনু ঘোষ বলেন, শুধু ডাক্তার বাবু দেখেননি তাই নয়, তাকে হুমকিও দেন যা করার করে নেবেন। ডাক্তার ও নার্স একযোগে বলেন যেখানে খুশি অভিযোগ করতে পারেন, এমনটাই দাবি শান্তনু ঘোষের। কালনা ২ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ড. দীপক কুমার বলেন, অভিযোগ পেয়েছি। অভিযোগের বিষয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কান্দিতে সুস্থভাবে সম্পন্ন হল প্রথম দিনের মাধ্যমিক পরীক্ষা

এজাজ আহম্মেদ, কান্দি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের পাশাপাশি মুর্শিদাবাদের কান্দি, জীবন্তি, গোকর্ণে সিসিটিভির কড়া নজরদারি মধ্যে দিয়ে প্রশাসনিক সহযোগিতায় সুস্থ ভাবে সম্পন্ন হল মাধ্যমিকের প্রথম দিনের পরীক্ষা। যদিও ভুয়ো শিক্ষকের পর এবার একজন ভুয়ো পরীক্ষার্থীর হদিশ মিলল মুর্শিদাবাদের কান্দিতে। বৃহস্পতিবার শুরু হল ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের প্রথম বড় পরীক্ষা মাধ্যমিক। প্রথম ভাষা বাংলা পরীক্ষা। মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে এদিন সকাল ১০ থেকেই স্কুল সেন্টারে যেতে শুরু করে ছাত্র-ছাত্রীরা। নিজের পরীক্ষা সেন্টারে নিজের সিট খুঁজে পেতে মরিয়া, তাই আপন পরীক্ষা সেন্টারে বিভিন্ন গাড়ী করে রওনা দিয়েছিল। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের রাস্তায় যাতে কোনো রকম সমস্যা না হয় তারজন্য কান্দি পুলিশ-প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য ট্রাফিকে নজরদারী ছিল। বিশেষ করে জীবন্তি, গোকর্ণ, কান্দির মতো জনবহুল বাজারে বাড়তি নজর ছিল। পুলিশের তরফ থেকে দেওয়া হয় বিভিন্ন সহায়তাও। প্রসঙ্গত বৃহস্পতিবার প্রথম দিনে বাংলা পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের রঙিন বোর্ড, অসুস্থ জনিত কিছু সমস্যা হয়েছিল নবগ্রাম কেবিসিএস হাইস্কুলে যদিও পরীক্ষা শুরুর আগে সেন্টার থেকে সমস্যা সমাধান করা হয়। তাছাড়া জীবন্তি উদয়চাঁদপুর হাইস্কুল সহ অন্যান্য সেন্টারে সম্পূর্ণ সুস্থ ভাবে মাধ্যমিকের প্রথমদিনের বাংলা পরীক্ষা সম্পূর্ণ হয়। এবিষয়ে উদয়চাঁদপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, তিনটি স্কুলের পরীক্ষার সেন্টার পড়েছিল, খুব সুস্থ এবং সুন্দর ভাবে প্রথম পরীক্ষা সম্পূর্ণ হয়েছে। যদিও ভুয়ো শিক্ষকের পর এবার ভুয়ো পরীক্ষার্থীর হদিশ মিলল মুর্শিদাবাদের কান্দিতে। বৃহস্পতিবার কান্দি রাজ উচ্চ বিদ্যালয়ে এক ভুয়ো পরীক্ষার্থীর দেখা মিলল। জাল অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢোকার সময় শিক্ষকদের নজরে আসে এবং তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে তার কথায় অসঙ্গতি মেলায় এবং ওই জাল অ্যাডমিট কার্ড সহ তাকে কান্দি রাজ্য উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা কান্দি থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন। ঘটনায় চাঞ্চল্য কান্দি রাজ উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন এলাকায়। যদিও এ বিষয়ে কান্দি সার্কেলের এসআই সোমরিতা রুদ্র বলেন, পরীক্ষা সেন্টারে ব্যস্ত ছিলাম, তেমন কিছু ঘটনার খবর পাইনি। তবে সমস্ত জায়গায় সুন্দরভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে।

অনুন্নয়ন নিয়ে ক্ষোভ বাউরীদের

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ আজ পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর ১নং ব্লক অন্তর্গত বেরো গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার খড়বনা গ্রামে সাধারণ মানুষের অসুবিধার খবর পেয়ে ছুটে যান বাউরী জাতি বিকাশ সংঘের পুরুলিয়া জেলার জেলা সভাপতি সম্রাট বাউরী সহ বিকাশ বাউরী, ননীগোপাল বাউরী, কানাই বাউরী। সম্রাট বাবুকে কাছে পেয়ে খড়বনা গ্রামের সাধারণ মানুষ সমস্যার কথা তুলে ধরেন। এলাকা পরিদর্শন করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সম্রাট বাবু বলেন, বেরো অঞ্চলের একাধিক গ্রামে প্রায় ৬০ শতাংশ সাধারণ মানুষ সরকারী সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। আবাস যোজনার বাড়ি থেকে শুরু করে বিধবা ও বার্ধক্য ভাতা, পানীয় জল এবং সোলার লাইট কিছুই মেলেনি। সম্রাট বাউরী বলেন, আবাস যোজনার তালিকায় যোগ্য ব্যক্তিদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে, বিধবা ভাতা ও বার্ধক্য ভাতা প্রাপকদের পেনশন পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে ,পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে ও সোলার লাইটের ব্যবস্থা করতে হবে। তিনি আরও বলেন, দুয়ারে সরকারে যারা কাস্ট সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করেছিল যারা এখনও কাস্ট সার্টিফিকেট পাননি তারা ব্লকে খবর নিতে গেলে তাদের পুনরায় আবেদন করার জন্য বলা হয়। সম্রাট বাবু হুঙ্কারের সাথে আন্দোলনের ডাক দিয়ে বলেন, এই ভাবে সাধারণ গরীব মানুষদের বার বার হয়রানি করা চলবে না এবং কাস্ট সার্টিফিকেট দেওয়ার ক্ষেত্রে সরলীকরণ করতে হবে এবং সাধারণ মানুষদের দ্রুত সমস্যা গুলির সমাধান করতে হবে নতুবা আমরা বৃহত্তর আন্দোলন করবো।

নবরূপে সাজল মালদার টাউন হল

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে এবং ইংরেজবাজার পৌরসভার ব্যবস্থাপনায় নবরূপে সাজলো মালদা টাউন হল। দেওয়ালে জেলার সংস্কৃতি, জেলার ইতিহাস। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ সাউন্ড সিস্টেম সম্পূর্ণটাই বাতানুকূল। এবার নবরূপে সাজলো মালদা টাউন হল। ইংরেজবাজার পৌরসভার উদ্যোগে সংস্কার করা হলো ব্রিটিশ আমলে তৈরি এই প্রেক্ষাগৃহ। এই টাউন হলের উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি আবু তৈয়ব মহম্মদ রফিকুল হোসেন, ইংরেজবাজার পৌরসভা চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী ও পৌরসভার সমস্ত কাউন্সিলররা। সংস্কারের অভাবে দীর্ঘদিন বেহাল অবস্থায় ছিল মালদা টাউন হল। বিভিন্ন মহল থেকে টাউন হল সংস্কার করার একাধিকবার দাবি ওঠে। এই টাউন হলের দেখভালের দায়িত্বে থাকা ইংরেজবাজার পৌরসভার উদ্যোগে অবশেষে সংস্কার করা হলো। বর্তমানে মালদা টাউন হল নামে পরিচিত হলেও এই প্রেক্ষাগৃহের নাম বিপিন বিহারী ঘোষ টাউন হল। বহু ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী মালদা শহরের বৃন্দাবনী ময়দানের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত অন্তত ৯০ বছরের পুরনো এই প্রেক্ষাগৃহ।

অবসরকালীন প্রাপ্য থেকে স্কুলকে ১ লক্ষ টাকা দান শিক্ষিকার

দেবাশিস কংসবণিক, শান্তিপুর, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ নদীয়ার শান্তিপুর হিন্দু হাইস্কুলের শিক্ষিকা শীলা বিশ্বাস তার অবসরকালীন প্রাপ্য টাকা থেকে স্কুলকে ১ লক্ষ টাকা দান করলেন। ওই শিক্ষিকা তার মা যমুনা দেবী এবং বাবা সুবল বাবুর নামে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণে একটি স্কলারশিপ চালুর ইচ্ছা নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণে দান করেছেন তার অবসরকালীন প্রাপ্য টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা। ওই শিক্ষিকা কল্যাণীতে থাকেন। তবে কাজের সুবিধার জন্য তিনি শান্তিপুর একটি ফ্ল্যাট নিয়েও থাকতেন। ১৯৯০ সালে তিনি ওই স্কুলের শিক্ষকতার কাজে যোগ দেন। এরপর ২০২৩ সালের ৩১ জানুয়ারি তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তিনি স্কুলে ভূগোল ও সোশ্যাল সায়েন্স পড়াতেন। যদিও অবসর নেওয়ার আগেই ১৪ জানুয়ারি তিনি তার অবসরকালীন প্রাপ্য টাকা থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের কল্যাণে ১ লক্ষ টাকা স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিয়েছেন। তার ইচ্ছে, তার বাবা-মায়ের নামে স্কুলের পঞ্চম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারীকে স্কলারশিপ বাবদ আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হোক। স্কুল কর্তৃপক্ষ ওই শিক্ষিকার ইচ্ছা অনুযায়ী তেমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আশীষ ঠিকাদার জানিয়েছেন, এর আগে অবসর নেওয়ার সময় শিক্ষক-শিক্ষিকারা সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেও শীলা বিশ্বাসের মত কেউ আর্থিক সাহায্য এর আগে দেননি। উনি শুধু ১ লক্ষ টাকা দিয়েই আর্থিক সাহায্য করেছেন তা নয়, উনি জানিয়েছেন আগামী দিনে স্কুলের উন্নয়নের জন্য আরও টাকার প্রয়োজন হলে তিনি এগিয়ে আসবেন। ওই স্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি শংকরী প্রসাদ ভট্টাচার্য শিক্ষিকাকে ধন্যবাদ জানান।

উত্তর মধ্য রেলওয়ে

ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার নোটিস নং-২৩/২০২৩ — তারিখ ঃ ২০.০২.২০২৩

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে সিনি. ডিভিশনাল মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, উত্তর মধ্য রেলওয়ে, প্রয়াগরাজ আহ্বান করছেন নিম্নলিখিত ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডার ঃ-

ক্র. নং.	টেন্ডার নং.	বিবরণ	পরিমান	ইএমডি (টাকায়)	টেন্ডার খোলার তারিখ
১	১৯২৩৫২০৭	যোগান এবং স্থাপন ইউরিনাল সেন্সর ট্রেন নং. ১২২৭৫ / ৭৬ এবং ২২৪৩৭/ ৩৮, অ্যানেক্সার-১ যুক্ত থাকা নির্দিষ্টকণ অনুসারে।	৪২টি	টাকা শূন্য	১৫.০৩.২০২৩

দ্রষ্টব্য ঃ ১. সম্পূর্ন বিস্তারিত তথ্যাবলী উপরোক্ত ই-প্রোকিওরমেন্ট টেন্ডারের পাওয়া যাবে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট যা হল -**https://www.ireps.gov.in**। (২) ই-দরপত্র ছাড়া অন্য কোন দরপত্র গ্রহণযোগ্য নহে উপরোক্ত টেন্ডারের ক্ষেত্রে। এই ক্ষেত্রে, ঠিকাদারদের অনুরোধ নিজেদের রেজিস্টার করাতে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ডিজিটাল সিগনেচার শংসাপত্র সহকারে যা জারি করবে সিসিএ অধীন আইটি আইন ২০০০। (৩) দর আর্থিক পাতায় উল্লেখ থাকতে হবে এবং তা স্বাক্ষরিত থাকতে হবে তাহাই কেবল বিবেচিত হবে এবং অন্য কোন ধরণের আর্থিক সংযুক্তি অন্য যে কোন ফর্ম / চিঠিতে যদি সংযুক্ত থাকে তাহলে তা সরাসরি বাতিল হবে এবং বিবেচিত হবে না। (৪) সংযুক্ত করা নথিপত্রের ওপর স্বাক্ষর থাকতে হবে। (৫) বরাদ্দ ''কস্ট অফ ড্রয়িং'' হল জেড-৬৫০ এবং ''বায়না মূল্য জমা (ইএমডি)'' জমা করতে হবে বিবিধ স্টোর্স-০০৮৪৪৫১৭ অনুকূলে। উপরোক্ত টেন্ডার নোটিস আপলোড করা হয়েছে-**https://www.ncr.indianrailways.gov.in**। যদি কোনরূপ সমস্যা দেখা দেয় সেক্ষেত্রে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে হেলডেস্ক পাওয়া যাবে।

288/23(AN)

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @northcentralrailway @CPRONCR

রেজি. এ/ডি/ডাসতি/সংযোগ /বিট অফ ডিআরইউএম — ইএক্সএইচ-৩০১

প্রকাশ / নোটিস বোর্ড ডিআরটি বিক্রয় ঘোষণা

রিকভারি অফিসার-১ অফিস

ঋণ পুণরুদ্ধার ট্রাইবুনাল-১ মুম্বই

২য় ফ্লোর, এমটিএনএল ভবণ, স্ট্র্যান্ড রোড, কোলাবা মার্কেট, কোলাবা মুম্বই-৪০০০০৫

পুণরুদ্ধার ও ব্যাঙ্ক খেলাপি আইন, ১৯৯৩

আর.পি. নং. ১৪০/২০০৫ — তারিখ ২২.০২.২০২৩

বিক্রয় ঘোষণা ধার্য্য করার বিজ্ঞপ্তি অধীন ধারা ৩৮, ৫২(২)দ্বিতীয়

অনুচ্ছেদ আয়কর আইন, ১৯৬১, সঙ্গে পড়তে হবে

ঋণ পুণরুদ্ধার ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আইন ১৯৯৩

ব্যাঙ্ক অফ বরোদা)........শংসাপত্র প্রপাক

) (আসল আবেদনকারী)

মে. সিএফএল ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লি)........শংসাপত্র প্রপাক

) (আসল আবেদনকারী)

সিডি-১ ঃ ওএল হাইকোর্ট, কলকাতা

সিএফএল ক্যাপিটাল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লি (তরলীকরণে), সেঞ্চুরি প্লাজা, রুম নং. ২৩৩, ৮১, নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা-৭০০০০১ এবং

২০৭/২১৫, বেজ্জোলা কমপ্লেক্স, ''বি'' উইং, সিওন ট্রম্বে রোড, চেম্বুর, মুম্বই-৪০০০৭১।

সিডি-২ ঃ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইনান্স শাখা, ''অ্যার্কেড'' ২য় ফ্লোর, ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, কাফ প্যারাডে, মুম্বই-৪০০০০৫।

সিডি-৩ ঃ ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফাইনান্স শাখা, ৪২, বরোদা হাউস, কাওয়াসজি প্যাটেল স্ট্রিট, ফোর্ট, মুম্বই-৪০০০২৩।

সিডি-৪ ঃ ব্যাঙ্ক অফ রাজস্থান লি., ২৫ স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০০১।

সিডি-৫ ঃ দ্য ক্যাথলিক সিরিয়ান ব্যাঙ্ক, ৫৩, ইস্ট ও ওয়েস্ট বিল্ডিং, পি.এম. রোড, ফোর্ট, মুম্বই।

সিডি-৬ ঃ ধনলক্ষ্মী ব্যাঙ্ক, ১০৯, থাম্বু চেট্টি স্ট্রিট, জি.টি. চেন্নাই-৬০০০২৯।

সিডি-৭ ঃ ফেডেরাল ব্যাঙ্ক, ২৫, নেলসন মনিকরম রোড, আর.এম. নগর, চেন্নাই-৬০০০২৯।

সিডি-৮ ঃ ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্স, হর্ষ ভবণ, ''ই'' ব্লক, কনাট প্লেস, নিউ দিল্লি।

(সিডি-৯) স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ত্রিবাঙ্কুর, আইএফবি, ফ্রি প্রেস হাউস, ১১ ফ্লোর, নরিম্যান পয়েন্ট, মুম্বই-৪০০০২১।

(সিডি-১০) দ্য সাউথ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক লি., বান্দ্রা (ওয়েস্ট), মুম্বই-৪০০০৫০।

(সিডি-১১) অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক (ইউটিআই ব্যাঙ্ক লি., ইউনিভার্সাল ইন্সুরেন্স বিল্ডিং, পি.এম. রোড, ফোর্ট, মুম্বই-৪০০০০১।

(সিডি-১২) বিজয়া ব্যাঙ্ক এক্সেলেসর শাখা, এক্সলেসর বিল্ডিং, রেভালাইন স্ট্রিট, ফোর্ট, মুম্বই-৪০০০০১।

(সিডি-১৩) ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, লক্ষ্মী বিল্ডিং, পি.এম. রোড, ফোর্ট, মুম্বই-৪০০০০১।

এতদ্বারা মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার, ঋণ পুণরুদ্ধার ট্রাইবুনাল নং.১, মুম্বই, নিম্নস্বাক্ষরকারী আদেশনামা জারি করেছেন রিকভারি শংসাপত্র নং. ও.এ. নং. ১৭৯ / ২০০২ অনুসারে পুণরুদ্ধার করতে টাকা. ১৯,৭১,১৪৯,০৭২.০০ (উনিশ কোটি একাত্তর লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার বাহাত্তর টাকা মাত্র) সঙ্গে সুদ এবং ব্যয়সমূহ শংসাপত্রপ্রাপক ঋণদাতার যা হল টাকা. ২,৩৩,৫৪,৩৫,১৫০ /- (দুইশত তেত্রিশ কোটি চুয়ান্ন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র) ২৮.০৩.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত যা পুণরুদ্ধার যোগ্য সঙ্গে সুদ এবং দাবীসমূহ রিকবারি সার্টিফিকেট / ডিক্রি অনুসারে। এবং টাকা. ২,৩৩,৫৪,৩৫,১৫০ /- (দুইশত তেত্রিশ কোটি চুয়ান্ন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র) সঙ্গে সুদ এবং খরচাদি সহকারে।

১. এতদ্বারা সূচিত করা যায় যে কোনরূপ স্থগিতাদেশের আদেশনামা ছাড়াই, উল্লেখিত সম্পত্তি বিক্রয় করা হবে ২৮.০৩.২০২২ দুপুর ২.০০ ঘটিকা থেকে বিকাল ৪.০০ ঘটিকার মধ্যে (স্বয়ংক্রিয় বর্ধিতকরণ ক্লজ সহকারে যদি [illegible] https://drt.auctiontiger.net [illegible] praveen.thevar@auctiontiger.net or support@auctiontiger.net [illegible]

২. [illegible]

৩. [illegible]

৪. [illegible]

৫. [illegible]

৬. [illegible]

ক্র. নং.	সম্পত্তির বিবরণ	পরিদর্শন তারিখ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি	বর্ধিত দর
১	ফ্ল্যাট নং. ৬০১, আশিষ অ্যাপার্টমেন্ট ৩৪, ফিরোজ শাহ রোড, নিউ দিল্লি, পরিমাপ ২৩৪৬.৩৫ বর্গফুট, পরিসীমা উত্তর-পূর্ব ফিরোজ শাহ রোড, দক্ষিণ-পূর্ব [illegible]	২১.০৩.২০২৩	৪,৬৯,২৭,০০০	৪৬,৯৩,০০০	৫,০০,০০০

৭. [illegible]

৮. [illegible]

৯. [illegible]

১০. [illegible]

১১. [illegible]

১২. [illegible]

১৩. [illegible]

১৪. [illegible]

১৫. [illegible]

১৬. [illegible]

সারণী

লট ক্র. নং.	সম্পত্তির বিবরণ যা বিক্রয় করা হবে	উল্লেখিত সম্পত্তির যা অংশের ওপর ধার্য্য রাজস্ব	সম্পত্তির সঙ্গে অন্য কোনও দায়	দাবি, যদি থাকে [illegible]
১	২	৩	৪	৫
১	ফ্ল্যাট নং. ৬০১, আশিষ অ্যাপার্টমেন্ট ৩৪, ফিরোজ শাহ রোড, নিউ দিল্লি, পরিমাপ ২৩৪৬.৩৫ বর্গফুট, [illegible]	নথি নেই	বন্ধকী সম্পত্তি	পাওয়া যায়নি

আমার হস্তাক্ষর ও সিল প্রদত্ত হয়েছে ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩।

সিল

স্বা /-
(আশু কুমার)
রিকভারি অফিসার
ডিআরটি-১, মুম্বই

OFFICE OF THE COUNCILLORS, BARUIPUR MUNICIPALITY
Kulpi Road, Baruipur, South 24 Pgs, Kolkata – 700144

E-Tenders are invited from reputed Agency/Contractor for Sinking of Tube well at Ward no. 10& 12 under Baruipur Municipality. **NIT.-WBMAD/ULB/BM/NIT-21(e)/2022-23dated: 22.02.2023,**Bid Last date: **09.03.2023 upto 12 Noon.** Details information may be obtained during office hours 11 Am–5 PM. Website: **http://wbtenders.gov.in**

By Order,
Executive Officer, B.M.

e – Tender Notice

e-Tender are invited for works as follows :
1. Name of work:- Annual operation of one no 250 KVA Diesel Generator set installed at Toll Plaza complex at Vidyasagar Setu under HRBC for 12-Months.
Tender ID -2023_HRBC_480171_1
2. Name of work:- Operation of Hydraulic ladder car for maintenance of different flyover / Roads lighting system under HRBC for 12 (twelve) months.
Tender ID -2023_HRBC_480171_2
e-NIT No. HRBC/JPM (E)/NIT/19/22-23
Last date of submission of bid (online) is 03.03.2023 up to 10.00 AM
Other details may be seen from the website: https://wbtenders.gov.in.

Joint Project Manager (Electrical)
HRBC

Notice of E-Tender

Application are invited from benefit contractors or suppliers vide **NIT Bearing No.-51/BALLY-II G.P/23, dated on 24/02/2023.** This said tenders may be found at **www.wbtender.gov.in**. Date of published- **24/02/2023 at 11.00 am.** Last date of tender- **01/03/2023 at 12.00 pm.** Opening date of tender- **03/03/2023 at 1.00 pm.** Nature of works: Construction CC Road.

Sd/- Pradhan
Bally-II GP

Office of the Executive Officer Chanditala-I Panchayat Samity MASHAT, HOOGHLY

Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 25-PS/Ch1/2022-23 dated 23/02/2023.** Last Date of Bid Submission: **10/03/2023, 18.00 Hrs.** Date of Opening: **14/03/2023, 11.00 Hrs.** For details Pl. contact the Office of the Executive Officer, Mashat, Hooghly. Visit: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Executive Officer
Mashat:: Hooghly

Office of the Block Development Officer Chanditala-I Dev. Block MASHAT, HOOGHLY

Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website. **NIT No: 11-BDO/Chanditala-1/2022-23 dt: 23/02/2023** Last Date of Bid Submission: **10/03/2023, 18.00 Hrs.** Date of Opening: **14/03/2023, 11.00 Hrs.** For details Pl. contact the Office of the Block Development officer, Chanditala-I Dev. Block, Mashat, Hooghly. Visit: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-Block Development Officer
Chanditala-I Development Block
Mashat:: Hooghly

Notice Inviting e-Tender No:- BERUGRAM/e-Tender/22-23/ 32.

Online Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the 4 (Four)Nos. similar works. Document download/sale date **from 22/02/2023 from 11.00 A.M. up to 27/02/2023 upto 04.00 P.M.** Bid submission starting **from 22/02/2023 from 11.00 A.M. up to 27/02/2023 upto 04.00 P.M.** Bid Openning Date **01/03/2023 at 04.00 P.M.** For details please contact at GP office and visit website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Berugram Gram Panchayat

Office of The Block Development Officer Singur Development Block Singur, Hooghly
e-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for **e-tender reference no: 3314/BDO, Singur, Dated. 22.02.2023.** for Construction of 'Community Toilet' within Singur Development Block, Singur Hooghly. Last date for the online Bid submission is **03/03/2023 up to 06:00 pm.** Detail will be available at the website. **www.wbtenders.gov.in (Tender ID 2023_ZPHD_479508_1).**

Sd/- Block Development Officer
Singur Development Block
Singur, Hooghly

Corrigendum

This is to inform you that please read the advertisement which is published on 23.02.2023 as Pradhan, Garh Bhawanipur Sonatala Gram Panchayat instead of Udaynarayanpur Gram Panchayat. Other details will remain unchanged.

ABRIDGED TENDER NOTICE

The Ex-Officio Manager, GPW/WBFDCL & Deputy Conservator of Forest, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows

NIT No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
162/DM/URF/WBFDC/2022-23 (2nd Call)	Repairing of Toilet near Gate No. 1 at Banabitan Bio-diversity Park, Salt Lake	24.02.2023 (10.00 AM)	03.03.2023 (05.00 PM)

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

Office of the Kapasharia Gram Panchayat
Notice Inviting e-Tender

Online Tenders are invited from experienced and resourceful bidders for execution of the work(s): **(1) NIT No. 1949/E-NIT/KGP/2022-23,** Supply of Tube well spare parts for repair and re-sinking of tube well under Kapasharia Gram Panchayat, Source of Fund: 15 th FC Tied(2022-23), **(2) NIT No. 2309/E- NIT/KGP/2022-23,** Installation of High Mast Light at Kapasharia Shibtala under Kapasharia Gram Panchayat within Chanditala-II Panchayat Samiti, Source of Fund: PBG-IBRD. Work completion period(for all): 30 Days. Last date of uploading of asking documents as per NIT(online) on or before **02/03/2023 up to 2 PM.** Date of Opening of Tender (online)for both Technical **03/03/2023 at 2 P.M.** & Financial at **3 P.M.** For details please visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Kapasharia Gram Panchayat

OFFICE OF THE J.B.PUR PANCHAYET SAMITY HOWRAH
E-TENDER NOTICE
wbtenders.gov.in

Sealed tenders are invited from the bonafide/reliable contractors vide **Notice no- : WBJBPURPS/NIT-140, Dated-21.02.23 (E-NIT).**
Fund-MSDP/MAME(10 NOS OF WORK) & **Notice no- : WBJBPURPS/NIT-142, Dated-22.02.23(E-NIT)**
Fund-(1 NOS OF WORK)

SD/-Executive officer
JB PUR Panchayet Samity
Munshirhat, Howrah

moshiara Gram Panchayat
Vill : & P.O.- Moshiara P.S.- Hirbandh , Dist.- Bankura
NIT No-10/MoshGP/2022-23 (3rd Call)
NIT No-12/MoshGP/2022-23 (3rd Call)

Pradhan, Moshiara Gram Panchayat invites Tenders of few Construction works in Moshiara GP area details of which are available at **www.wbtenders.gov.in** website and the Notice Board of Moshiara Gram Panchayat, PO-Moshiara, Dist.-Bankura.

Sd/-Pradhan
Moshiara Gram Panchayat

Hirbandh Gram Panchayat
Vill : Tilaboni P.O.- Bauridiha P.S.- Hirbandh , Dist.- Bankura
NIT No-10/HirGP/2022-23

Pradhan, Hirbandh Gram Panchayat invites Tenders for procurement of tube well spare parts at Hirbandh GP within **01/03/2023** details of which are available at **www.wbtenders.gov.in** website and the Notice Board of Hirbandh Gram Panchayat, PO – Bauridiha, Dist. – Bankura.

Sd/- Pradhan
Hirbandh Gram Panchayat

Hirbandh Gram Panchayat
Vill : Tilaboni P.O.- Bauridiha P.S.- Hirbandh , Dist.- Bankura
NIT No-05/HirGP/2022-23 (3rd Call)
NIT No-08/HirGP/2022-23 (2nd Call)
NIT No-09/HirGP/2022-23 (2nd Call)

Pradhan, Hirbandh Gram Panchayat invites Tenders of seven Construction works in Hirbandh GP area within **28/02/2023** details of which are available at **www.wbtenders.gov.in** website and the Notice Board of Hirbandh Gram Panchayat, PO – Bauridiha, Dist. – Bankura.

Sd/- Pradhan
Hirbandh Gram Panchayat

moshiara Gram Panchayat
Vill : & P.O.- Moshiara P.S.- Hirbandh , Dist.- Bankura
NIT No-13/MoshGP/2022-23

invites Tenders for procurement of tube well spare parts at Moshiara GP details of which are available at **www.wbtenders.gov.in** website and the Notice Board of Moshiara Gram Panchayat, PO – Moshiara, Dist. – Bankura.

Sd/-Pradhan
Moshiara Gram Panchayat

Notice Inviting E-Tender
Brajarajpur GP, Indpur, Bankura
NieT 28 Memo 166/Braja/2023 Date 22.02.2023,
NieT 29 Memo 167/Braja/2023 Date 22.02.2023

Prodhan, Brajarajpur, Indpur invites e-Tender of different schemes which are available in **www.wbetenders.gov.in** web site. Last date of submision **03.03.3023 (6pm).**

Sd/- Pradhan
Brajarajpur Gram Panchayat

OFFICE OF THE PRADHAN
GOLAMARA GRAM PANCHAYAT
Under Purulia-II Panchayat Samity
Vill + PO: Golamara Dist: Purulia
Inviting E-Tender

E-Tender is invited by Pradhan, Golamara Gram Panchayat, Purulia-II Dev. Block. **NIT No. 007/GGP/2022-23, dated 22/02/2023.** For further details see the E-Tender Portal i.e. **http://wbtender.gov.in**

Sd/- Pradhan
Golamara Gram Panchayat
Purulia-II Panchayat Samity
Vill + PO- Golamara, Dist - Purulia

RADHANAGAR GRAM PANCHAYAT
Under JANGIPARA Block
P.O.: JAGALGORI, Dist.-HOOGHLY
Notice Inviting E-Tender No. 106/ISGPP/2023,
Tender ID: 2023_ZPHD_480247, Date: 22.02.2023
Notice Inviting E-Tender No. 107/4 th SFC/2023,
Tender ID: 2023_ZPHD_480221, Date: 22.02.2023

The Pradhan, Radhanagar Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Radhanagar Gram Panchayat for the work of Construction of CC Road at 2(two) different places. Fund: ISGPP & 4 th SFC. Time of completion: 30 Days. Date of Start of downloading the documents from **23.02.2023 at 5.30 PM up to 03.03.2023 at 5.55 P.M.** Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid on **03.03.2023 up to 6.00 P.M.** Date of Opening of Technical Bid (Online) on **06.03.2023 at 1.00 P.M.** For more details please visit website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Radhanagar Gram Panchayat
Under Jangipara Block

টলি-বলির টুকরো খবর

সরকার ছিনিয়ে নিয়েছে সন্তানদের, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রানি!

শুধুমাত্র দুই দেশের সংস্কৃতি আলাদা হওয়ায় কী না সহ্য করতে হয়েছে চ্যাটার্জী পরিবারকে। দুধের দুই শিশুকে কোল থেকে কেড়ে নিয়ে গেল দেশের সরকার। দুই সন্তানকে ফিরে পেতে এক মায়ের অদম্য লড়াইয়ের সত্যি কাহিনি হয়তো সবার সামনে আসতোই না যদি না 'মিসেস চ্যাটার্জী ভার্সেস নরওয়ে' ছবির প্রেক্ষাপট সামনে আসত। এক প্রবাসী বাঙালি বাবা-মা আর তাঁদের সন্তানদের জীবনযাপনের নিরিখেই চিত্রনাট্যের বুনন। নিজের সন্তানের ভালো করে দেখভাল করতে পারছে না বাবা-মা, অভিযোগ তুলে দুই সন্তানকে মায়ের কোল থেকে ছিনিয়ে নেয় নরওয়ে সরকার। আর তারপরেই শুরু হয় নরওয়ে প্রশাসনের বিরুদ্ধে মিসেস চ্যাটার্জির লড়াই। 'আমি দেবিকা। আর ইনি আমার হাজব্যান্ড মিস্টার চ্যাটার্জি। ইনি নরওয়েতে কাজ করেন। আর এই আমাদের দুই সন্তান। প্রিয় কলকাতা ছেড়ে নরওয়েতে নিজেদের দুনিয়া তৈরি করেছি। কিন্তু, একদিন আমাদের কাছ থেকে আমাদের দুনিয়া কেড়ে নেওয়া হল।' রানির মুখে এই সংলাপেই শুরু হয় ছবির ট্রেলার। এই গল্প এক চ্যাটার্জি পরিবারের। যে পরিবারের কর্তা নরওয়েতে কর্মরত। যে চরিত্রে ছবিতে অভিনয় করছেন অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্য্য। তাঁর স্ত্রীর ভূমিকায় দেখা যাবে রানিকে। যিনি নিতান্তই একজন সাদামাটা একজন হাউসওয়াইফ। দুই সন্তানকে নিয়েই কলকাতায় মিসেস চ্যাটার্জির পৃথিবী। স্বামীর সঙ্গে থাকবেন তাই দুই সন্তানকে নিয়ে নরওয়ে যান মিসেস চ্যাটার্জি। কিন্তু এই সুখ বেশিদিন স্থায়ী হল না। মা-বাবার কাছে সঠিকভাবে মানুষ হচ্ছে না সন্তানরা। চ্যাটার্জি দম্পতির বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ এনে দুধের শিশুদের কেড়ে নেয় নরওয়ে সরকার। দুই সন্তানকে মা-বাবার থেকে আলাদা করে রাখা হয়। সরকার এবং আইনও সেই সিদ্ধান্তে শীলমোহর দেয়। এই পরিস্থিতিতে শুরু হয় রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক মায়ের লড়াই। অনুরূপ এবং সাগরিকা ভট্টাচার্য্যর জীবনের গল্প দিয়েই ছবিটি তৈরি করেছেন পরিচালক আসিমা ছিব্বার। ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল তাদেরই দুই সন্তান অভিজ্ঞান ও ঐশ্বর্যকে। মর্দানি ২-র পর রানি মুখোপাধ্যায়কে সিলভার স্ক্রিনে দেখা যাবে ছকভাঙা চরিত্রে। আর এই ছবিটিই অনির্বাণের প্রথম হিন্দি ছবি হতে চলেছে। আগামী ১৭ মার্চ মুক্তি পাবে 'মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে'। ছবিটিকে ব্যাখ্যা করতে প্রয়োজনা সংস্থা লিখেছে, যাবতীয় প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে গিয়ে দেশের সঙ্গে লড়াই করে এক জন মহিলা কী ভাবে তাঁর সন্তানদের রক্ষা করেন, তা জানতে তৈরি থাকুন।

পিছোচ্ছে 'ইমার্জেন্সি'? কাকে দুষলেন কুইন

বেজায় চটেছেন কঙ্গনা রানাউত। ফের পিছোতে পারে 'ইমার্জেন্সি' ছবির মুক্তি। চলতি বছরের ২০ অক্টোবর মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল কঙ্গনা রানাউত পরিচালিত ও তাঁরই অভিনীত ছবি 'ইমার্জেন্সি'র। সম্প্রতি ঘোষণা করা হয়, সেই দিনই মুক্তি পাবে অমিতাভ বচ্চন, টাইগার শ্রফ, কৃতি শ্যানন অভিনীত ছবি 'গণপথ'। সারা বছর থাকতে কেন ওই দিনকেই বাছা হল মুক্তির জন্য? সমাজমাধ্যমে টিম 'গণপথ'-কে

একহাত নিলেন বলিউডের 'কুইন'। মাস খানেক আগেই 'ইমার্জেন্সি' ছবির শুটিং শেষ করেছেন কঙ্গনা রানাউত। ২০ মাসের নিষেধাজ্ঞা শেষে সমাজমাধ্যমে ফিরে ছবির একটি ক্লিপিং পোস্ট করে সেই ঘোষণা করেন 'তনু ওয়েডস মনু' খ্যাত অভিনেত্রী। ছবিতে অভিনয়ের পাশাপাশি ছবির পরিচালনা ও প্রযোজনার দায়িত্বেও কঙ্গনা নিজেই। ছবির শুটিং চলাকালীন ভুগেছেন ডেঙ্গিতে। ছবি বানাতে গিয়ে নিজের সব সম্পত্তি বন্ধক পর্যন্ত রাখতে হয়েছে তাঁকে। সমাজমাধ্যমে সে কথাও জানান অভিনেত্রী। শুটিং শেষ হওয়ার পরে ছবি মুক্তির তারিখ ঘোষণা করেন কঙ্গনা। সেই মতো ২০ অক্টোবর মুক্তি পাওয়ার কথা 'ইমার্জেন্সি' ছবির। এর মধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে 'গণপথ' ছবির মুক্তির দিন। জানা গিয়েছে, ছবি মুক্তির দিন হিসাবে ২০ অক্টোবরকেই বেছে নিয়েছেন ছবির নির্মাতারা। তাতেই বেজায় চটেছেন কঙ্গনা। সমাজমাধ্যমে তিনি লেখেন, ''যখন আমি 'ইমার্জেন্সি'র মুক্তির জন্য তারিখ চূড়ান্ত করছিলাম, তখন গোটা বছরটাই মোটামুটি ফাঁকাই ছিল। আমার সময় অনুযায়ী আমি ২০ অক্টোবরের দিনটা চূড়ান্ত করেছিলাম।'' কঙ্গনার আরও দাবি, ''গোটা অক্টোবর মাস খালি পড়ে রয়েছে, এমনকি, নভেম্বর, ডিসেম্বর, সেপ্টেম্বর মাসও ফাঁকা। তাতেও ২০ অক্টোবর তারিখটাই ওঁদের চাই। মনে হচ্ছে বলিউড মাফিয়া গ্যাং দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছে!'' সুযোগ থাকলে, বাণিজ্যের কথা মাথায় রেখে সাধারণত একই দিনে একাধিক ছবি মুক্তি থেকে বিরত থাকেন ছবির নির্মাতারা। তাতে ছবির ব্যবসায়িক লাভ বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। একই দিনে একাধিক ছবি মুক্তি পেলে কোনও একটি ছবির আশানুরূপ ব্যবসা না হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। তবে কি সেই আশঙ্কাই ঘিরে ধরেছে কঙ্গনাকে? তাঁর নিজের কথায় অবশ্য সেই ছাপ নেই। বরং 'গণপথ'-এর বিরুদ্ধে আরও গলা চড়িয়েছেন অভিনেত্রী। কঙ্গনার কথায়, ''গোটা বছর খালি থাকতেও একই দিনে মুক্তির দরকার কী? একেই ইন্ডাস্ট্রির এই অবস্থা, তার মধ্যে এ রকম দুর্বুদ্ধি কী করে হয়!'' জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেত্রী তুলোধনা করতে ছাড়েননি অমিতাভ বচ্চনকেও। সঙ্গে তিনি এও জানান, ''এ বার এক মাস আগে ট্রেলার মুক্তির সঙ্গে আমি 'ইমার্জেন্সি'র মুক্তির তারিখ ঘোষণা করব।''

এবার একসঙ্গে আসছেন রূপম ও অরিজিত

কনসার্টে একসঙ্গে গান গাইবার পরে এবার কী একসঙ্গে দর্শকদের মাতাতে আসছেন বাংলা গানের জগতের অন্যতম দুই জনপ্রিয় শিল্পী? সম্প্রতি ফেসবুকে রূপম ইসলামের করা একটি পোস্টের পরেই পারদ চড়তে শুরু করেছে ভক্তদের মনে। সম্প্রতি এক ভিডিও পোস্টে একসঙ্গে দেখা যায় রূপম ইসলাম এবং অরিজিত সিং-কে। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একসঙ্গে কাজ করার কথা ঘোষণা করেন তাঁরা দুজনে। ফেসবুকে পোস্ট করা ওই ভিডিয়োর ক্যাপশনে লেখা ছিল, 'নতুন কাজের ঘোষণা। আমি এবং অরিজিত। একসঙ্গে কাজ কি আসছে? হ্যাঁ, আসছে। বিস্তারিত জানবেন পরে'। একই সঙ্গে ভিডিওতে রূপমকে বলতে শোনা যায়, 'নমস্কার, আমি রূপম এবং আমার পাশে অরিজিত। এর আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল। অরিজিত-এর কনসার্টে, আমাদের প্রিয় কনসার্ট, এবং সেখানে অতর্কিতে একটা গান গাওয়া হয়ে গিয়েছিল। এটা প্ল্যান করা ছিল না। কিন্তু আজকে যে আমরা এখানে দুজন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি এটার পিছনে একটা প্ল্যানিং আছে। অনেকদিন ধরে আমাদের কথা ছিল যে আমরা একসঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়াব। এবং শেষপর্যন্ত হয়তো একসঙ্গে কাজও করব'। তিনি আরও বলেন, 'অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করেছেন, বিশেষ করে এই অনুষ্ঠানে ঘটা ঘটনার পরে যে একসঙ্গে কি আমরা কাজ করব?' এরপরেই অরিজিত সিং জানিয়েছেন যে নিশ্চয় তাঁরা একসঙ্গে কাজ করবেন। এরপরই একটি বিশেষ সুর নিজের গিটারে বাজান অরিজিত এবং রূপম ইসলাম জানান যে এটি একটি অত্যন্ত আনন্দের সময় এবং এখান থেকেই শুরু হবে নতুন কাজ। তাঁরা জানিয়েছেন এই বিস্তারিত তাঁরা পরে জানাবেন। এর আগে অ্যাকোয়াটিকায় হয়ে যাওয়া অরিজিত সিং-এর কনসার্টের মঞ্চে দেখা যায় রূপম ইসলামকে। অরিজিতের অনুষ্ঠান চলাকালীনই পিছনের স্ক্রিনে হঠাৎ ভেসে ওঠে রূপম ইসলামের ছবি। স্ক্রিনের সামনে মঞ্চে দাঁড়িয়ে অরিজিত শুরু করেন রূপমের বিখ্যাত গান 'আরও একবার'। একই সময়ে মঞ্চের নিচে রূপম ইসলামকে উঠে দাঁড়িয়ে গলা মেলাতে দেখা যায় অরিজিতের সঙ্গে। গানের মাঝেই অরিজিত সিং বলে ওঠেন 'মাই রকস্টার ইজ হিয়ার'। এরপরেই তিনি শুরু করেন ফসিলস ব্যান্ডে রূপম ইসলামের গাওয়া আরও একটি গান। এই সময় নীচে নেমে আসতে দেখা যায় অরিজিত সিং-কে। মঞ্চ থেকে নেমে এসে রূপম ইসলামের সঙ্গে একসঙ্গে 'একলা ঘর' গানটিও গেয়েছেন তিনি। সেই সময়ের ভিডিয়োও নিজের ফেসবুকে পোস্ট করেন রূপম নিজেই।

কংগ্রেসের তিন দিনের জাতীয় অধিবেশনের জন্য রাজকীয় প্রস্তুতি

রায়পুর, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ আগামীকাল ২৪ থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসের তিন দিনের জাতীয় সম্মেলনের জন্য রাজকীয় প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে। সম্মেলনে দেশজুড়ে কংগ্রেসের প্রবীণ নেতারা অংশ নেবেন। সম্মেলনে ছত্তিশগড়ের সংস্কৃতির এক ঝলক দেখা যাবে। কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীর জন্য নওয়া রায়পুরের মেফেয়ার রিসোর্টে এক ডজন ছত্তিশগড়ি খাবারের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। কংগ্রেসের সিনিয়র নেতারা শুধু মেফেয়ার রিসোর্টেই থাকবেন। নয়া রায়পুরের মেলায় ১২ টিরও বেশি গম্বুজ প্রায় প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতিটি গম্বুজ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। এজন্য এসি পাইপলাইন বিছানো হয়েছে। থিমভিত্তিক গম্বুজে সব ভিআইপি থাকবেন, তৈরি করা হয়েছে বড় মঞ্চ। এতে আড়াইশ নেতা বসতে পারবেন। সম্মেলনস্থলে থাকবে কেন্দ্রীয় শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বিশাল গম্বুজ। ভিআইপি জোনে বসানো হবে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধীর বিশাল ছবি। দিল্লি ভিত্তিক একটি সংস্থাকে ক্যাটারিং এবং গম্বুজের দাযিত্ব দেওযা হযেছে, এবং ছযটি ভিন্ন সংস্থাকে খাবারের ব্যবস্থার দাযিত্ব দেওযা হযেছে। কংগ্রেসের তিন দিনের জাতীয় সম্মেলনে কলকাতা, দিল্লি এবং কেরলের প্রায় ৫০০ শেফের একটি দল ১৫ হাজার মানুষের জন্য খাবার রান্না করবে। মহাদেশীয় খাবারের পাশাপাশি ছত্তিশগড়ি খাবারেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। জাতীয় সম্মেলনের জন্য ৩০ টি চার্টার্ড ফ্লাইট বিমানবন্দরে পৌঁছাবে। অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির শীর্ষ আধিকারিকরা বৃহস্পতিবার ১০টি বিশেষ বিমানে আসছেন। মানা বিমানবন্দরে বিশেষ বিমানের চলাচল একটানা তিন দিন চলবে।

জয়ললিতার মুকুট পেলেন ইপিএস, সুপ্রিম কোর্টে খারিজ ওপিএসের আর্জি

চেন্নাই, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ জয়ললিতার দল অল ইন্ডিয়া আন্না দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘম বা এডিএমকে দলের মুকুট শেষপর্যন্ত গেল তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এডাপাড্ডি কে পালানিস্বামীর (ইপিএস) মাথায়। বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে রাজ্য রাজনীতিতে বড়সড় ধাক্কা খেলেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ও পনিরসেলভাম (ওপিএস)। এদিন মাদ্রাজ হাইকোর্টের রায় বহাল রেখে সুপ্রিম কোর্ট এই রায় দেয়। গত জুলাই মাসে দলের সাধারণ পরিষদীয় দলের বিতর্কিত এক বৈঠকে এডিএমকে-র যে নিয়মনীতি বদল হয়েছে তা নিয়ে মাদ্রাজ হাইকোর্টে বেশ কয়েকটি মামলা হয়েছিল। যা নিয়ে পনিরসেলভাম শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন, যা এদিন খারিজ করে দিল সর্বোচ্চ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জয়ললিতার উত্তরসূরির দায়িত্ব পেয়ে ইপিএস বলেন, এর ফলে মুখোশের আড়ালে ডিএমকে-র বি-টিম হিসেবে যারা কাজ করছিল, তাদের পর্দা খুলে গেল। জয়ললিতা একদিন বিধানসভায় বলেছিলেন, তাঁর দল ১০০ বছর শাসন করবে। এই রায়ে তাঁর কথাই সত্য হতে চলল। দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ২০১৬ সালে এডিএমকে-র 'আম্মা' জয়ললিতার মৃত্যুতে। প্রথমে দলের শাসনদণ্ড হাতে আসে ওপিএসের হাতে। পরে তা দখল করেন ইপিএস। এরপর থেকে কয়েক মাস অন্তর দুজনের লড়াই প্রকাশ্যে আসতে থাকে। যা শেষপর্যন্ত আদালতে গড়ায়। গত সেপ্টেম্বরে মাদ্রাজ হাইকোর্ট তার রায়ে জানিয়ে দেয়, ইপিএসই দলের নেতা। কারণ তার আগেই জুলাই মাসের এক বৈঠকে দল ওপিএসকে দল থেকে সরিয়ে দেয়।

নবম রাজ্যপাল পেল ছত্তিশগড়, শপথ নিলেন বিশ্বভূষণ হরিচন্দ্রণ

রায়পুর, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ নবম রাজ্যপাল পেল ছত্তিশগড়। বৃহস্পতিবার ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিয়েছেন বিশ্বভূষণ হরিচন্দ্রণ। রাজভবনের দরবার হলে রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নিলেন হরিচন্দ্রণ। তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান ছত্তিশগড় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অরূপ কুমার গোস্বামী। অন্ধ্র প্রদেশের রাজ্যপাল ছিলেন বিশ্বভূষণ হরিচন্দ্রণ। ওড়িশায় জন্ম নেওয়া বিশ্বভূষণ হরিচন্দ্রণ ১৯৬২ সালে ওড়িশা হাইকোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনে যোগ দেন। ১৯৭১ সালে ভারতীয় জন সংঘে যোগদান করেন তিনি। পাঁচবার ওড়িশার রাজ্য বিধানসভায় নির্বাচিত হন এবং মন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ১৯৮০ সালে ওড়িশায় ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন এবং ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত তিনবার বিজেপির রাজ্য সভাপতি নির্বাচিত হন।

ভোটের পর নিদান, মোরাবি ব্রিজ বিপর্যয়ে মৃতদের পরিবারকে ১০ লাখ দেওয়ার নির্দেশ আদালতের

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রায় একবছর কেটে গেছে। গুজরাতে ভোটও হয়ে গিয়েছে। অবশেষে মোরবি কাণ্ডের রায় দিল আদালত। বুধবার ঘড়ি তৈরির সংস্থা ওরেভা গ্রুপকে নির্দেশ দিল গুজরাত হাইকোর্ট। গত বছর অক্টোবরে মোরবি সাসপেনশন ব্রিজ ভেঙে ১৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ৪ সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যেক নিহতের আত্মীয়কে ১০ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ২ লক্ষ টাকা করে 'অন্তর্বর্তীকালীন' ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রধান বিচারপতি সোনিয়া গোকানি ও বিচারপতি সন্দীপ ভট্টের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দিয়েছে। উল্লেখ্য, গত বছরের ৩০ অক্টোবর মোরবি শহরের মচ্ছ নদীতে ব্রিটিশ আমলের ঝুলন্ত সেতুটি ভেঙে পড়ে। এতে ১৩৫ জন নিহত ও ৫৬ জন আহত হন। আদালত কোম্পানিকে নির্দেশ দিয়েছে, চার সপ্তাহের মধ্যে প্রত্যেক মৃত ও আহতের পরিবারকে যথাক্রমে ১০ লক্ষ ও ২ লক্ষ টাকা করে অন্তর্বর্তীকালীন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। গত মঙ্গলবার একটি স্বতঃপ্রণোদিত জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে অজন্তা ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেড (ওরেভা গ্রুপ) মৃতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ১ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিল। অন্তর্বর্তীকালীন নির্দেশে আদালত জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত প্রত্যেক নির্যাতিতার পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। মৃতদের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে এবং আহতদের ১ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা জানিয়েছিল সংস্থা। তবে, তা যথেষ্ট নয়। বিচারপতি গোকানি বলেন, 'কোম্পানিকে প্রত্যেক নিহতের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। নির্যাতিতাদের আইনজীবী কে আর কোস্তি বলেন, বেশ কয়েকটি পরিবার তাদের রুটি-রুজির সদস্যকে হারিয়েছে এবং অনেক শিশু ও নারীকে তাদের ভরণপোষণের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আদালত তার আদেশে এও উল্লেখ করেছে যে কোম্পানিটি ট্র্যাজেডিতে এতিম হওয়া সাত শিশুর দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। আদালত বলেছে, ওরা (কোম্পানি) পড়াশোনার খরচ দেবে এবং সমাজে কাজ করার যোগ্য না হয়ে ওঠা পর্যন্ত পাশে থাকবে। বেঞ্চ আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছিল, ওরেভার ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব কোনও দায় থেকে রেহাই পাবে না।

ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন বিশ্ব বিবেকের প্রতি 'অপমান' ঃ রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব

জেনেভা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনকে বিশ্বের সম্মিলিত বিবেকের প্রতি 'অপমান' উল্লেখ করে নিন্দা জানিয়েছেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। প্রায় এক বছর পর অনুষ্ঠিত হওয়া সাধারণ পরিষদের বৈঠকে তিনি এ নিন্দা জানান। সাধারণ পরিষদে গুতেরেস বলেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার এই আক্রমণ আমাদের সম্মিলিত বিবেকের অবমাননা। এটা রাষ্ট্রসংঘের সনদ ও আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন। যুদ্ধটি আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা ও বৈশ্বিক উত্তেজনা বাড়াচ্ছে। একইসঙ্গে অন্যান্য সংকট থেকে বিভিন্ন সংস্থার মনোযোগ সরিয়ে দিচ্ছে। এখনই সময় এসেছে এই যুদ্ধ থেকে সরে আসার। কারণ এটি সনদে ঘোষিত নীতিগুলোকে ক্ষয় করার পাশাপাশি সংকটকে আরও গভীর করবে। যুদ্ধ সমাধান নয় বলে উল্লেখ করে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব বলেন, ইউক্রেনের মানুষ চরম দুর্ভোগে পড়েছে। ইউক্রেনীয়, রাশিয়ান ও বিশ্বের সব মানুষের শান্তি প্রয়োজন। এদিকে সাধারণ পরিষদের বৈঠকে ক্রেমলিন পশ্চিমাদের অভিযুক্ত করেছে। তারা বলছে, ইউক্রেন যুদ্ধে পশ্চিমারা যেকোনও মূল্যে রাশিয়াকে পরাজিত করতে চায়।

সত্যজিত রায় স্টেশনে মহানায়কের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ খুব শীঘ্রই উদ্বোধন হতে চলেছে কলকাতা মেট্রোর অরেঞ্জ লাইন। ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের ওপর দিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করতে যাচ্ছে মেট্রো। সত্যজিত রায় মেট্রো স্টেশনটি কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় স্টেশন পর্যন্ত এই ৫.৪-কিমি প্রসারিত একটি বিশিষ্ট স্টেশন হতে চলেছে। নামকরণ থেকে শুরু করে সাজসজ্জা পর্যন্ত, কলকাতার হিল্যান্ড পার্ক এলাকার এই মেট্রো স্টেশনটি মহান ভারতীয় চলচ্চিত্র গুরু সত্যজিত রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। এই অস্কার বিজয়ী পরিচালকের নামে ফিল্ম ইনস্টিটিউটটি এই স্টেশন থেকে পাথর নিক্ষেপের দূরত্বে অবস্থিত। ছাত্র, অধ্যাপক, ভারত ও বিদেশের চলচ্চিত্র প্রেমীরা এই স্টেশনে নামার পর সহজেই সত্যজিত রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইনস্টিটিউটে পৌঁছাতে পারবেন। এই স্টেশনটি কলকাতার কিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকা যেমন সার্ভে পার্ক, সন্তোষপুর, পঞ্চসায়ার, বাঘাযতীন এবং যাদবপুরের প্রবেশদ্বার হবে। পূর্ব রেলের বাঘাযতীন রেলওয়ে স্টেশনটিও এই স্টেশনের খুব কাছে। এই স্টেশনটি রোগী এবং স্বজনদের দীর্ঘস্থায়ী চাহিদাও পূরণ করবে কারণ কিছু নামী বেসরকারি হাসপাতাল কাছাকাছি এলাকায় অবস্থিত। যেহেতু অরেঞ্জ লাইন, ব্লু লাইন এবং ইস্টার্ন রেলওয়ের শহরতলির লাইন কাভি সুভাষ স্টেশনে যুক্ত হবে, তাই হুগলি, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার যাত্রীরা এই জায়গাগুলিতে সুবিধামত পৌঁছাতে পারবেন। এর জন্য যাত্রীদের সুবিধার্থে সমন্বিত টিকিট ব্যবস্থা চালু করা হবে। কবি সুভাষ স্টেশনে ইন্টারচেঞ্জ করার সময় মেট্রো যাত্রীদের আলাদা টিকিট কিনতে হবে না। নবনির্মিত সত্যজিত রায় মেট্রো স্টেশনে অত্যাধুনিক যাত্রী সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এই স্টেশনে ৮ টি এসকেলেটর, ৪ টি লিফট দেওয়া আছে। এর বাইরে ০৬ টি পাবলিক সিঁড়িও থাকবে। সত্যজিত রায় স্টেশনে ১৮০ মিটার দৈর্ঘ্যের দুটি প্রশস্ত প্ল্যাটফর্মও থাকবে। যাত্রীদের সুবিধার্থে পর্যাপ্ত টিকিট কাউন্টার, বসার বেঞ্চ, প্রাথমিক চিকিৎসা কক্ষ, মহিলাদের জন্য টয়লেট, ভদ্রমহিলা এবং দিব্যাঙ্গজন, পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড, সিসিটিভি নজরদারি ব্যবস্থা, AFC-PC গেট, জরুরি আলোর ব্যবস্থা থাকবে। অন্ধদের জন্য স্পর্শকাতর মেঝে সূচক। এগুলি ছাড়াও, এই স্টেশনে অত্যাধুনিক ধোঁয়া উত্তোলন, আগুন সনাক্তকরণ এবং দমন ব্যবস্থা রয়েছে।

হোলি বিশেষ ট্রেন চালাবে দক্ষিণ পূর্ব রেল

কলকাতা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ হোলি উৎসবের সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত হোলি বিশেষ ট্রেনগুলি চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঃ ০৮১৮৩ / ০৮১৮৪ সাঁতরাগাছি-বলরামপুর-সাঁতরাগাছি হোলি স্পেশাল ০৮১৮৩ সাঁতরাগাছি-বলরামপুর হোলি স্পেশাল ০৬.০৩.২৩ তারিখে ২০.৩০ ঘটিকায় সাঁতরাগাছি ছেড়ে যাবে এবং ০৭.০৩.২৩ তারিখে ২২.০০ ঘটিকায় বলরামপুর পৌঁছাবে। ফেরার পথে, ০৮১৮৪ বলরামপুর-সাঁতরাগাছি হোলি স্পেশাল ০৮.০৩.২৩ তারিখে ০৮.৪৫ ঘটিকায় বলরামপুর ছেড়ে যাবে এবং ০৯.০৩.২৩ তারিখে ১০.০৫ ঘটিকায় সাঁতরাগাছি পৌঁছাবে। বিশেষ ট্রেনের স্টপেজ থাকবে খড়্গপুর, টাটানগর, পুরুলিযা এবং ভোজুডিহে এসইআর এখতিয়ারে। ০৮০২৮ / ০৮০২৭ রাঁচি-বলরামপুর-রাঁচি হোলি স্পেশাল **০৮০২৮ রাঁচি-বলরামপুর হোলি স্পেশাল** ০৫.০৩.২৩ তারিখে ২৩.৫৫ ঘটিকায় রাঁচি ছাড়বে এবং ০৬.০৩.২০২৩ তারিখে ২২.০০ ঘটিকায় বলরামপুর পৌঁছাবে। ফেরার দিকে, ০৮০২৭ বলরামপুর-রাঁচি হোলি স্পেশাল ০৭.০৩.২৩ তারিখে ০৮.৪৫ ঘটিকায় বলরামপুর ছেড়ে যাবে এবং ০৮.০৩.২৩ তারিখে ০৫.০০ টায় রাঁচিতে পৌঁছাবে। বিশেষ ট্রেনের দক্ষিণ পূর্ব রেল এখতিয়ারের মুরি এবং বোকারো স্টিল সিটিতে স্টপেজ থাকবে।

জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়কের একমুখী পথ যান চলাচলের জন্য খোলা হল

জম্মু, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক একমুখী যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রথম ছোট যান চলাচলের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ভূমিধসের কারণে মঙ্গলবার মহাসড়কটি বন্ধ ছিল। বুধবার বিকালে মহাসড়কের ওপর পড়ে থাকা পাথরগুলো সরিয়ে আবারও যানবাহন চলাচলের জন্য চালু করা হয়। অন্যদিকে, তুষারপাতের কারণে পিচ্ছিল রাস্তার কারণে শ্রীনগর-গুমরি সড়কও বন্ধ রয়েছে। এদিকে, ঐতিহাসিক মুঘল রোড, কাশ্মীর উপত্যকার শোপিয়ান জেলার সাথে জম্মু অঞ্চলের রাজৌরি এবং পুঞ্চের সীমান্ত জেলাগুলিকে সংযোগকারী একটি বিকল্প জাতীয় মহাসড়ক গত বছরের ডিসেম্বর থেকে বন্ধ ছিল।

Name Change

I, AFILL UDDIN SEKH (Old Name) S/o MUKSED GAZI residing at 1/150, Baishnabghata Patuli Township, Po- Panchasayar, Ps- Patuli, Kolkata-700094 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name(Shall henceforth be known as) AFILLUDDIN GAZI (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 23/02/2023. AFILL UDDIN SEKH and AFILLUDDIN GAZI both are same and one identical person.

Name Change

I, AJOY SARKER (Old Name) S/o AMAL SARKER residing at 12, KABI SUKANTA ROAD, 1ST FLOOR, SANTOSHPUR, KOLKATA-700075 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name (Shall henceforth be known as) AJOY KUMAR SARKAR (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 23/02/2023. AJOY SARKER and AJOY KUMAR SARKAR both are same and one identical person.

Name Change

I, SARBANU BIBI (Old Name) W/o AFILL UDDIN GAZI residing at 1/150, Baishnabghata Patuli Township, Po- Panchasayar, Ps-Patuli, Kolkata-700094 WEST BENGAL, INDIA I have changed my name (Shall henceforth be known as) GAZI SARBANU BEOYA (New Name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 23/02/2023. SARBANU BIBI and GAZI SARBANU BEOYA both are same and one identical person.

Name Change

I, HATIM TAI TAI (old name) S/o ABDUL GAFFAR TAI residing at 275, BLOCK-B 2ND FLOOR, B.B Ganguly Street, Kolkata - 700012 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) HATIM TAI (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 23/02/2023. HATIM TAI TAI and HATIM TAI all are same and one identical person.

Name Change

I, ANJALI KUMARI SINGH (old name) W/o MD SHAHBAAZ residing at 5, Garden Reach Road, PS- Matiaburz, Kolkata- 700024 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) ANJALI SINGH(New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 23/02/2023. ANJALI KUMARI SINGH and ANJALI SINGH all are same and one identical person.

Name Change

I, VIDUSHI MANDHYAN (old name) W/o PRATIK AGARWALA residing at BL-West 11 th floor, FL-W2, 67, Christopher Road, Altius Building, Kolkata-700046 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) VIDUSHI MANDHYAN AGARWALA (New Name), vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata On 23/02/2023. VIDUSHI MANDHYAN and VIDUSHI MANDHYAN AGARWALA all are same and one identical person.

Name Change

I, PRONAB DEY (old name) S/o ARDHENDU DEY residing at MADHYA PATUL, Hooghly-712707 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) PRANAB DEY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 23/02/2023. PRONAB DEY and PRANAB DEY all are same and one identical person.

Name Change

I, MOHAMMAD NEEJAMUDDIN (old name) S/o LATE ABDUL GANI residing at 14/H/8 BIBI BAGAN LANE, 2 ND FLOOR, PO- TANGRA, Kolkata- 700039 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) MOHAMMAD NIZAMUDDIN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 23/02/2023. MOHAMMAD NEEJAMUDDIN and MOHAMMAD NIZAMUDDIN all are same and one identical person.

Name Change

I, CHITRA RAY (old name) W/o ARINDAM ROY residing at 1/A, Ballygunge Place East, Kolkata-700019 WEST BENGAL, INDIA. I have Changed my name (Shall Hence forth be known as) CHITRA ROY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 23/02/2023. CHITRA RAY and CHITRA ROY all are same and one identical person.

Name Change

I, MOHAMMAD NUR ALAM is wrongly recorded in my Passport No- T4316649. S/o- MOHIRUDDIN SEKH. Residing at Vill - Samaskar, Post- Gobindapur, Dist- Murshidabad, Pin- 742405, West Bengal. Shall henceforth be known as NUR ALAM. That my name NUR ALAM and MOHAMMAD NUR ALAM is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, SABERAN KHATUN BIBI is wrongly recorded in my Voter Card. W/o- ABDUL KHALEK. Residing at Vill - Gabgachi, Post- Kamlabari, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 731103, West Bengal. Shall henceforth be known as SABERA BIBI. That my name SABERA BIBI and SABERAN KHATUN BIBI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, INTAJUL SEKH S/o- SEKH KOLIMUDDIN is wrongly recorded in my Passport No- K1485454 Residing at Vill - Baluachara, Post- Madhyapara, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732206, West Bengal. Shall henceforth be known as INTAJUL SK S/o- KALIMUDDIN SEKH. That my name INTAJUL SK and INTAJUL SEKH and my father name is KALIMUDDIN SEKH and SEKH KOLIMUDDIN is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, TALEBOR SK is wrongly recorded in my admit and School Certificate. S/o- RABIUL SK. Residing at Vill - Nowpukuria, Post- Nowpukuria, Ps- Beldanga, Dist- Murshidabad, Pin- 742133, West Bengal. Shall henceforth be known as TALEBBOR SK. That my name TALEBBOR SK and TALEBOR SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, ANIKUL SK is wrongly recorded in my Son's School Certificate. S/o- LATE ABDUL MALEK. Residing at Vill - Sonadanga, Post- Kolan Radhakantapur, Ps- Ranitala, Dist- Murshidabad, Pin- 742123, West Bengal. Shall henceforth be known as ANIKUL ISLAM. That my name ANIKUL ISLAM and ANIKUL SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the S.D.E.M at Berhampore Murshidabad ON 04/01/2023.

Name Change

I, ESHA HOQUE is wrongly recorded in my Son's School Certificate. S/o- FAZAL. Residing at Vill - Sankarpur, Post- Sadal, Ps- Khargram, Dist- Murshidabad, Pin- 742159, West Bengal. Shall henceforth be known as ESHA HOQUE SK. That my name ESHA HOQUE SK and ESHA HOQUE is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MOHAMMED ATAUR RAHMAN is wrongly recorded in my Son's Passport No- J1548847. S/o- SOLEMAN MIA. Residing at Vill - Mahishbathani, Post- Barkol, Ps- Malda, Dist- Malda, Pin- 732128, West Bengal. Shall henceforth be known as ATAUR RAHAMAN. That my name ATAUR RAHAMAN and MOHAMMED ATAUR RAHMAN is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, SAYED ALI is wrongly recorded in my Son's School Certificate. S/o- ABDUL MALEK SK. Residing at Vill - Achhra, Post- Achhra, Ps- Nabagram, Dist- Murshidabad, Pin- 742136, West Bengal. Shall henceforth be known as MD SAYED ALI. That my name MD SAYED ALI and SAYED ALI is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MD GIYASUDDIN SK is wrongly recorded in my Son's Passport. S/o- HEKMAT SK. Residing at Vill - Bhurulia, Post- Bhurulia, Ps- Kaliganj, Dist- Nadia, Pin- 741157, West Bengal. Shall henceforth be known as GIYASUDDIN SK. That my name GIYASUDDIN SK and MD GIYASUDDIN SK is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary at Berhampore Murshidabad.

Name Change

I, MOTIBUR RAHAMAN is wrongly recorded in my Son's admit and School Certificate. S/o- MAHASAN ALI. Residing at Vill - Kamlabari, Post- Kamlabari, Ps- Englishbazar, Dist- Malda, Pin- 742103, West Bengal. Shall henceforth be known as MATIUR RAHAMAN. That my name MATIUR RAHAMAN and MOTIBUR RAHAMAN is the same and one Identical Person. Vide an affidavit sworn before the Notary at Berhampore Murshidabad.

ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতর 'প্রতীচী' বাড়ির রেকর্ড সংশোধন করলো অমর্ত্য সেনের নামে

বোলপুর, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ অমর্ত্য সেনের বসত বাড়ির জমি 'রেকর্ড সংশোধন' এ বিশ্বভারতীর আপত্তি সত্ত্বেও, 'প্রতীচী' বাড়ির ১.৩৮ ডেসিমেল জমির পরচাতে অমর্ত্য সেনের নামে নথিভুক্ত করল রাজ্য সরকার। প্রয়াত আশুতোষ সেনের উইল অনুযায়ী সম্পূর্ণ জমি অমর্ত্য সেনের নামে রেকর্ড করে দিয়েছে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। বৃহস্পতিবার শান্তিনিকেতন থেকে বিদেশ যাওয়ার আগে একথাই জানালেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। যদিও এই নিয়ে কোন মন্তব্য করতে চাননি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। ১৬ জানুয়ারি শান্তিনিকেতনের 'প্রতীচী' বাড়িতে আসেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। এবার প্রায় ১ মাসের বেশি থাকলেন শান্তিনিকেতনে। মাঝে অবশ্য কাজে একবার দিল্লি যান। অমর্ত্যের সঙ্গে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের জমি নিয়ে বিবাদ চরমে ওঠে। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ তিন বার চিঠি দিয়ে অতিরিক্ত ১৩ ডেসিমেল জমি ফেরৎ চেয়ে চিঠি দেয়। এরপরেই বিষয়টি নিয়ে অমর্তের বাড়িতে গিয়ে দেখা করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জমির কাগজ তুলে দিয়ে জানিয়ে দেন পুরো জমি অমর্ত্য বাবুর। তারপরেই টানাপোড়েন চলতে থাকে। অধ্যাপক সেনের পিতা আশুতোষ সেনের নামে ১.৩৮ ডেসিমেল জমি রয়েছে। তাই সম্পূর্ণ জমি রেকর্ড সংশোধন-এর জন্য গত ৩ ফেব্রুয়ারি বোলপুর ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আবেদন করেছিলেন অমর্ত্য সেন। সেই মত সোমবার ২০ ফেব্রুয়ারি শুনানির জন্য বিএলআরও অফিসে দু'পক্ষকেই ডাকা হয়। সেই মত সোমবার, বোলপুরের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সঞ্জয় দাসের তত্ত্বাবধানে অমর্ত্য সেনের আইনজীবী গোরাচাঁদ চক্রবর্তী ও বিশ্বভারতীর আইনজীবী সুচরিতা বিশ্বাস, কর্মসচিব অশোক মাহাত জমি সংক্রান্ত শুনানিতে হাজির হন। বিএলআরও দপ্তরে বসে দীর্ঘক্ষণ দুপক্ষের আইনজীবীর মধ্যে জোর সওয়াল- জবাব চলে। জানা গিয়েছে, এদিন ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের সামনে প্রয়াত আশুতোষ সেনের একটি উইল দেখান অমর্ত্য সেনের আইনজীবী। যুক্তি হল, উত্তরাধিকার সূত্রে আশুতোষ সেনের জমি তাঁর ছেলে অমর্ত্য সেনের নামেই রেকর্ড সংশোধন হওয়া উচিত। পাল্টা আপত্তি জানিয়ে জমি সংক্রান্ত যাবতীয় নথি জমা দেন বিশ্বভারতীর আইনজীবী।

সেই আবহেই বৃহস্পতিবার শান্তিনিকেতনের বাড়ি 'প্রতীচী' থেকে আমেরিকার উদ্দেশে রওনা দিলেন অমর্ত্য। প্রথমে তিনি পৌঁছবেন মুম্বইয়ে। সেখান থেকে শুক্রবার আমেরিকাগামী বিমান ধরবেন। প্রতীচী থেকে রওনা হওয়ার সময় তিনি জানান, জমি নিয়ে কোনও প্রশ্নের উত্তর তিনি দেবেন না। তাঁর কথায়, এই নিয়ে কোনও প্রশ্ন থাকলে উপাচার্যকে করুন! তিনি কি বিষয়টিতে ব্যথিত? অমর্ত্য বলেন, 'মনে ব্যথার অবকাশ কই?' তাঁরা যে হেনস্থা করছেন, সেটা বোঝার বিষয়েও অজ্ঞানী। এদিন, শান্তিনিকেতন ছেড়ে বিদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় অমর্ত্য সেন জানান ফের জুলাই মাসে আসবেন তিনি। যে ভাবে এবার এসে হেনস্থা হলেন তাতে কি মনে ব্যাথা নিয়ে ফিরছেন, প্রশ্ন করা হলে অমর্ত্য সেন বলেন, মনে ব্যাথার অবকাশ নেই। জমি মীমাংসা কি হল? অমর্ত্যের মতে, উত্তরাধিকার সূত্রে শান্তিনিকেতনের ওই জমির মালিক তিনিই। এ নিয়ে নতুন করে মীমাংসার প্রয়োজন নেই। তাঁর কথায়, কেন অমীমাংসিত থাকবে? জমি আমার বাবার নামে ছিল। এখন জমি আমার নামে হওয়া উচিত। তাই হল। বিএল এণ্ড আরও অফিস থেকে করে দিয়েছে তো। এটায় না করার কোনও কারণ ছিল না। আমার বাবার উইলে লেখা যে, ওঁর জীবন যখন শেষ হবে, সেটা আমার মায়ের কাছে যাবে। সেখান থেকে আমার কাছে আসবে। এতে তর্কাবিতর্কের কিছু নেই।

শ্লীলতাহানিতে গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্ব বর্ধমানের মেমারি শহরে এক মহিলাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করে মেমারি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সঞ্জয় মিশ্র। তার বাড়ি বিহারে হলেও কর্মসূত্রে থাকেন মেমারির সুলতানপুরে। মঙ্গলবার রাতে ধৃতকে গ্রেফতার করা হয়। বুধবার সকালে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে ধৃতকে বর্ধমান সিজেএম আদালতে পেশ করা হয়। বিচারক ধৃত কে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজতের নির্দেশ দেন। মেমারি থানা সূত্রে জানা গেছে, সোমবার রাত ৮টা নাগাদ নিজের পাড়ার রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন মহিলা। সেই সময় ধৃত সঞ্জয় মিশ্র সাইকেলে করে এসে মহিলার শ্লীলতাহানি করে এবং তার সাথে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। মহিলার চিৎকারে পাড়ার ভিতর দিয়ে ধৃত পালানোর চেষ্টা করে। অপর এক মহিলা বাড়ি থেকে বেড়িয়ে এসে তাকে ধরার চেষ্টা করলে তার প্রতিও বলপ্রয়োগ করে। পরে পাড়ার লোক তাকে ধরে ফেলে। মহিলা মেমারি গ্রামীন হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর মেমারি থানায় এসে সোমবার রাতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এই ঘটনায় মেমারি শহরে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে একটি প্রশ্নচিহ্ন উঠেছে। শহরের প্রধান রাস্তায় মেমারি পৌরসভা ও মেমারি থানার পক্ষ থেকে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে শহরের উপর নজরদারি ও অপরাধ দমনের জন্য। কিন্তু মেমারি শহর ও নাগরিকদের নিরাপত্তা আরও সুরক্ষিত করার জন্য এবার মেমারি শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডের পাড়াতেও সিসিটিভি ক্যামেরার প্রয়োজন বোধ করছে এলাকার মানুষ।

জবাব বিশ্বভারতীকে

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ কড়া জবাব পেল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি অধ্যাপক সাওনা বারিক ফেলোশিপ নিয়ে যুক্তরাজ্যের লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য চারমাসের ছুটি চেয়েছিলেন। চার্লস ওয়ালেস ইণ্ডিয়া ট্রাস্টের এই ফেলোশিপে মনোনীত হওয়া শুধু সম্মানের নয়, এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা অধ্যাপকের কাছ থেকে অনেক বেশি লাভবান হওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকেন। কিন্তু গত বছর ২ নভেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অধ্যাপক সাওনা বারিককে জানিয়ে দেন যে ছুটি দেওয়া সম্ভব না। কারণ ভিক্টোরিয়ান ইংরেজি পড়ান সেই মুহূর্তে কেউ নেই তাঁর সেই স্থান পূরণ করার। বিচারপতি কৌশিক চন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিষেধাজ্ঞা খারিজ করে অধ্যাপককে ছুটি মঞ্জুর করতে বলেন।

বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসে গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, হরিহরপাড়া, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ফেসবুকে পরিচয় হওয়া প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে বাংলাদেশ থেকে উপযুক্ত নথি ছাড়া ভারতে এসে গ্রেফতার হলেন যুবক। বৃহস্পতিবার ওই বাংলাদেশি যুবককে আদালতে পেশ করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত যুবকের নাম নাম রানা শেখ। ১৮ বছর বয়স তাঁর। নিজেকে অনাথ পরিচয় দেওয়া রানা বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার বাসিন্দা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার নসিপুর এলাকার বাসিন্দা এক যুবতীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাঁর। আর সেই প্রেমের টানে বৈধ কাগজ ছাড়া বাংলাদেশ থেকে ভারতে এসেছিলেন রানা। আর সেই কারণে তাঁকে বুধবার রাতে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুধু রানা নয়, অনুপ্রবেশে সহযোগিতা করার জন্য গ্রেফতার করা হয়েছে রানার প্রেমিকা ও রানার এক ভারতীয় বন্ধুকেও। জানা গিয়েছে, প্রায় সাড়ে তিনমাস আগে প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করেন সোহেল। ভারতে আসার পর পুলিশের ভয় তাঁকে তারা করে বেড়াচ্ছিল। তাই ফেসবুকে পূর্ব পরিচিত এক বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি। তবে সম্প্রতি রানার সেই বন্ধু রানাকে চলে যেতে বলে অবৈধভাবে ভারতে আসার জন্য। এরপর কলকাতায় এসে রাজমিস্ত্রির কাজ করা শুরু করে রানা। বুধবার রাতে মুর্শিদাবাদে প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে যান রানা। সেই সময় অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের কারণে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। প্রসঙ্গত হরিহরপাড়ার স্থানীয়রা রানার বিষয়টি আগেই জেনে গিয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন, সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে বুধবার রাতে তাঁকে গ্রেফতার করে হরিহরপুর থানার পুলিশ। এদিন আদালতে পেশ করেছে পুলিশ।

শিলিগুড়ি কর্পোরেশন বোর্ডের বর্ষপূর্তি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের বর্তমান তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডের এক বছর পূর্তি উপলক্ষে শিলিগুড়ির বাঘাযতীন পার্ক থেকে আয়োজিত হল একটি শোভাযাত্রা। একইসাথে এদিন পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এক বছরের কাজের ওপর রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করা হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি এই বোর্ডের এক বছর পূর্তি হয়। সেই উপলক্ষেই আজ এই শোভাযাত্রা আয়োজিত হল। মাধ্যমিক পরীক্ষার কথা মাথায় রেখে এদিন দুপুরে বাঘাযতীন পার্কের সামনে থেকে একটি শোভাযাত্রা করা হয়।

বাড়ির ভিতরে মা সহ দুই মেয়ের দেহ উদ্ধার

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ বাড়ির ভিতর থেকে মা ও দুই মেয়ের মৃতদেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ালো বর্ধমানের পীরপুকুর এলাকায়। একই পরিবারের তিনজনের মৃত্যু ঘিরে রহস্যের দানা বেঁধেছে এলাকাজুড়ে। মৃত তিনজন হলেন মা মৃণালিনী চৌধুরী (৬০) ও তার দুই মেয়ের নাম বন্দিতা চৌধুরী (৪০) এবং সংঘমিতা চৌধুরী (৩২)। খবর পেয়ে বর্ধমান থানার পুলিশ গিয়ে তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পুলিশ মর্গে পাঠায়। বৃহস্পতিবার সকালে আয়া রূপালী হাজরা দরজা বন্ধ থাকায় ডাকাডাকি করেন। তবু দীর্ঘক্ষণ দরজা না খোলায় ও কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে তিনি প্রতিবেশীদের খবর দেন। খবর দেওয়া হয় তাদের আত্মীয়দের। ওই বাড়িতেই থাকেন মৃণালিনী চৌধুরীর মা প্রতিমারাণী মণ্ডল। তবে তিনি বাড়ির দোতলায় থাকেন। প্রতিবেশী ও আত্মীয়রা বাড়ির দোতলা দিয়ে উঠেন। তারপর দরজা খুলে দেখা যায় ঘরের ডাইনিং ও আশেপাশে তিনটি মৃতদেহ পড়ে আছে। ডাইনিংর মধ্যে একটি বিষের বোতল পড়েছিল। আয়া রূপালী হাজরা বলেন, বাথরুমে থাকা একটি প্লাস্টিকের টব বের করে ডাইনিংয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ওই টবেই তারা বমি করে বলে জানান রূপালী। মৃণালিনী চৌধুরীর মামা বিশ্বনাথ মল্লিক বলেন, করোনার সময় মৃণালিনী চৌধুরীর স্বামী বিমল চৌধুরী ও তার বাবা ভোলানাথ মণ্ডল কোভিডে মারা যায়। তারপর থেকেই এরা মানসিক অবসাদে ভুগছিল।

কারণ বাড়িতে কোন পুরুষ না থাকায়, ভীষণ একাকিত্বে ভুগছিল তারা। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান তারা সবাই আত্মঘাতী হয়েছে। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কল্যাণ সিংহরায় বলেন, তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে তেমন কোন আঘাতের চিহ্ন নেই শরীরে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে পরিস্কার হওয়া যাবে মৃত্যু নিয়ে। ফরেনসিক টিম এসে বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহ করবে। আপাতত বাড়িটিকে সীল করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

পাথর শিল্পাঞ্চলে দখলদারি ঘিরে সংঘর্ষে জখম দুই

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ খাদান ও ক্র্যাসারের দখলদারিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল বীরভূমের মুরারই থানার পাথর শিল্পাঞ্চল রাজগ্রামে। দখল করতে যাওয়া লোকজনের হামলায় গুরুতর জখম হন দুই শ্রমিক। তাদের মধ্যে এক শ্রমিককে রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, মুরারই থানার রাজগ্রামে রাজাদের একটি ক্র্যাসার ও খাদান রয়েছে। ওই খাদান ও ক্র্যাসার এলাকার সব থেকে পুরনো। আর এস নামে ওই কোম্পানিতে পাঁচ হাজার শ্রমিক কাজ করেন। বছর দুয়েক ধরে এলাকার বাসিন্দা আক্তারুল শেখ দাবি করে ওই খাদান ও ক্র্যাসার তার। এনিয়ে মাঝে মধ্যেই অশান্তি লেগেই রয়েছে। বৃহস্পতিবার কোম্পানির ওই পাথরভাঙ্গা মেশিনে কাজ করতে গেলে বাধা দেয় আক্তারুল। তার দাবি খাদান ও ক্র্যাসার তার। এনিয়ে গণ্ডগোলের মধ্যেই কর্মরত শ্রমিকদের উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে আক্তারুলের লোকজন। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে জখম হন দিজেন মাল ও মতিবুল শেখ নামে দুই শ্রমিক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় মুরারই থানার পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে মুরারই গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মতিবুলকে রামপুরহাটে নিয়ে আসা হয়েছে। কর্মরত শ্রমিক আব্দুল হালিম বলেন, আমরা বহুদিন ধরে শ্রমিকের কাজ করি। আমরা জানি ওই খাদান ও ক্র্যাসার আর এস কোম্পানির। হাজার পাঁচেক লোক কাজ করে সেখানে। বছর দুয়েক ধরে আক্তারুল বলছে ওই জায়গা তার। কিন্তু কোন কাগজ দেখাতে পারছে না। এদিন লোকজন নিয়ে এসে আমাদের কাজে বাধা দেয়। প্রত্যেকের হাতে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র। আমরা তাদের বাধা দিলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে।

আত্মঘাতী পরীক্ষার্থী

দুরন্ত বার্তা, হরিণঘাটা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ নদীয়ার হরিণঘাটার নগরউখরায় এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনের আগেই গলায় ফাঁস লাগিয়ে নিজের বাড়িতে আত্মহত্যা করে বসল। ওই পরীক্ষার্থীর নাম মৌমিতা ভৌমিক (১৬)। হরিণঘাটার বড়জাগুলির রাজলক্ষ্মী কন্যা বিদ্যাপীঠের ছাত্রী মৌমিতার এবার মাধ্যমিকের সিট পড়েছিল আনন্দপুর গার্লস হাইস্কুলে। এবার মাধ্যমিকের প্রস্তুতি ভালোই নিয়েছিল মৌমিতা। তার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য বুধবার মৌমিতা তার বাবাকে পেন কিনে আসতে কিনে নিয়ে আসতে বলেছিল। তার বাবা পেন কিনে নিয়ে এসেছিলেন। এরপর রাতে যথারীতি সকলে ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু বৃহস্পতিবার সকালে মৌমিতার মা ঘুম থেকে উঠে মেয়েকে বারবার ডাকাডাকি করে সাড়াশব্দ না পেয়ে মেয়েকে ঘরের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান। তার চিৎকার- চেঁচামেচি শুনে প্রতিবেশীরা জড়ো হয়ে যান। মৌমিতাকে তড়িঘড়ি হরিণঘাটা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। যদিও কি কারণে মৌমিতা আত্মহত্যা করল তা কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না তার বাড়ির লোকজন। বৃহস্পতিবার মৃতদেহ ময়নাতদন্ত করা হয়েছে।

চুরির সামগ্রী উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ ওড়িশায় চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার হল দুর্গাপুরে। ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে ল্যাপটপ, মোবাইলসহ বেশ কিছু ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃতের নাম জগন্নাথ শ। তার বাড়ি দুর্গাপুর কোকওভেন থানা এলাকায়। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বুধবার রাত্রে তার বাড়িতে হানা দেয় কোকওভেন থানার পুলিশ। এবং সেখান থেকে বেশকিছু মোবাইল, মোবাইল এক্সেসরিজ, ল্যাপটপ, পেন ড্রাইভ, মোবাইল এসডি কার্ড, সাউন্ড বক্স এবং অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী উদ্ধার করে। উদ্ধার হওয়া সমস্ত সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধৃত ব্যক্তিকে জেরা করে পুলিশ জানতে পেরেছে ওড়িশার গণপতি জেলার মোহনা থানার চন্দ্রগিরির একটি মোবাইলের দোকান থেকে চুরি করা হয়েছিল উদ্ধার হওয়া সামগ্রী। পুলিশের দাবি জেরায় ওই চুরির ঘটনায় যুক্ত থাকার কথা স্বীকার করে নিয়েছে ধৃত ব্যক্তি। এমনকি দুর্গাপুরের একাধিক চুরির ঘটনার সঙ্গেও জড়িত থাকতে পারে বলে ধারনা পুলিশের। ধৃত ব্যক্তি বড়সড় কোনও পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত কিনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ওড়িশার মোহনা থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে চুরি যাওয়া পুরো বিষয়টি জানানো হয়েছে।

হাতি আতঙ্কের মধ্যেই বাঁকুড়ায় মাধ্যমিক পরীক্ষায় বনপথে বিশেষ ব্যবস্থা দপ্তরের

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ জঙ্গলে দলমার দামালদের সদর্প উপস্থিতি, আর তার মধ্যেই শুরু হল মাধ্যমিক পরীক্ষা। আর তাই বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগের বিস্তীর্ণ অংশের পরীক্ষার্থীদের দীর্ঘ জঙ্গল পথ পেরিয়ে নির্বিঘ্নে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে দিতে বিশেষ উদ্যোগ নিল বন দফতর। হাতিপ্রবণ এলাকাগুলিতে বনকর্মীদের টহল, এলিফ্যান্ট স্কোয়াড, পেট্রোলিং ভ্যান ছাড়াও হাতি তাড়ানোর জন্য বিশেষ গাড়ি ঐরাবতের পাশাপাশি পরীক্ষার্থীদের জন্য গাড়িরও ব্যবস্থা করেছে বন দফতর। বড়জোড়া, বেলিয়াতোড় ও সোনামুখীর জঙ্গল লাগোয়া বিভিন্ন গ্রাম থেকে পরীক্ষার্থীদের ওই গাড়িতে করে পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হবে, আর পরীক্ষা শেষে বাড়িতে তাদের পৌঁছে দেওয়াও হবে ওই গাড়িতে করেই, বন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে বাঁকুড়া উত্তর বন বিভাগের বিভিন্ন জঙ্গলে ৭৪ টি হাতি অবস্থান করছে। আর তাই পরীক্ষার্থীদের জন্য এই বিশেষ ব্যবস্থা বলে বন দফতর সূত্রে খবর। বড়জোড়ার ডাকাইসিনী, পাবয়া, কালপাইনি গ্রামের পরীক্ষার্থীরা আট কিলোমিটার দীর্ঘ জঙ্গলপথ পেরিয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে গদারডিহি হাই স্কুলে। তাই সাত সকালেই গ্রামে হাজির হয় বন দফতরের গাড়ি। এই বিষয়ে ডাকাইসিনী গ্রামের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী রাণী সিংহ বলেন, হাতির ভয় তো ছিলই, তবে বন দফতর গাড়ির ব্যবস্থা করায় ভয় কিছুটা কমেছে। তবে আমাদের এই এলাকায় আমরা সারাবছরই হাতির আতঙ্কে থাকি। এই বিষয়ে বেলিয়াতোড়ের রেঞ্জার মহিবুল ইসলাম বলেন, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা তো করা হয়েছেই, সঙ্গে জঙ্গল পথে প্রশিক্ষিত হুলা পার্টির সদস্যরা ও পুলিশ লাগাতার টহল দিচ্ছে। অন্যান্য জায়গার সঙ্গেও আমরা প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখছি। হাতির গতিবিধি সম্পর্কেও খোঁজ রাখা হচ্ছে। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ভয়ের কোনও কারন নেইএই বিষয়ে বন দফতরের গাড়ির চালক মানস মণ্ডল বলেন, হাতির আতঙ্কে সারাবছরই কাজ করতে হয়। কিন্তু এই বছর নজরদারি বেশি কারন প্রায় ৭৪ টি হাতি এলাকায় অবস্থান করছে। তাই বন দফতর থেকে কোনও ঝুঁকি নেওয়া হয়নি। যে কদিন মাধ্যমিক পরীক্ষা চলবে, ততদিন পর্যন্ত পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়ে জোর দেওয়া হবে।বন দফতরের এই ব্যবস্থায় রীতিমতো খুশি মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী দীপ তেওয়ারি। তিনি বলেন, কিভাবে এত দূরে পরীক্ষা দিতে যাব সেই আতঙ্কে ঘুম উড়েছিল। কিন্তু বন দফতর এত সুন্দরভাবে সবকিছু ঠিকঠাক করায় আতঙ্ক কিছুটা হলেও কেটেছে। এবার আতঙ্কমুক্ত হয়ে পরীক্ষা দিতে পেরেছি।

দিঘায় খাবারের গুনগত মান বজায় রাখতে উদ্যোগী জেলা খাদ্য দফতর

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যের অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র হল দিঘা। প্রতিবছর এখানে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিড় হয়। বিশেষ করে উৎসবের দিনগুলিতে হোটেলে জায়গা পাওয়া মুশকিল হয়ে পড়ে। আর দিঘা ভ্রমণে গিয়ে অনেকেই সামুদ্রিক খাবার বা সি ফুড খেতেই বেশি পছন্দ করেন। যার মধ্যে রয়েছে কাঁকড়া, বিভিন্ন সামুদ্রিক মাছ প্রভৃতি। আর তাতেই ঘটে বিপত্তি। সামুদ্রিক খাবার খাওয়ার ফলে একাধিক পর্যটকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এবার এনিয়ে সচেতন হল রাজ্য প্রশাসন। এর আগেও সামুদ্রিক খাবার নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ উঠে এসেছে। তার ভিত্তিতে নন্দীগ্রাম জেলা স্বাস্থ্য দফতর এবং খাদ্য দফতরের তরফে বিশেষ পদক্ষেপ করা হচ্ছে। খাদ্য দফতরের আধিকারিকদের উদ্যোগে দিঘা শঙ্করপুর উন্নয়ন পরিষদের মিটিং হলে কর্মীদের নিয়ে আলোচনা এবং প্রশিক্ষণ সভার আয়োজন করা হয়। সেখানে হোটেল কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের পর তাদের হাতে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এই সমস্ত কর্মীরা হোটেলের খাবারের উপর নজরদারি চালাতে পারবেন। এমনকী পর্যটকরা যাতে অভিযোগ জানাতে পারেন তার জন্য বিভিন্ন জায়গায় কমপ্লেন বক্সও বসানো হয়েছে। সেখানে তাঁরা হোটেল এবং খাবারের গুণগত মান নিয়ে অভিযোগ জানাতে পারবেন। খাদ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, হোটেলের খাবারের গুণগত মান খতিয়ে দেখার জন্য প্রতি ১৫ দিন অন্তর দিঘা ও সংলগ্ন এলাকার হোটেল, রেস্তোরাঁ এবং ফুটপাতের খাবার দোকানগুলিতে অভিযান চালানো হবে। আধিকারিকরা এই সমস্ত অভিযান চালাবেন। এরপর সে ক্ষেত্রে যদি হোটেলের খাবারের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে তাহলে প্রয়োজনে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে দিঘা শংকরপুর উন্নয়ন পরিষদের এক আধিকারিক জানান, এসব ক্ষেত্রে অভিযোগের ভিত্তিতে জরিমানা, এমনকী জেল পর্যন্ত হতে পারে। খাবারের গুণগত মান যাতে ঠিক থাকে তার জন্য প্রশাসনের তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শুধু যে খাবারের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠে তাই নয়, অনেক ক্ষেত্রেই খাবারের দাম বেশি নেওয়া হয় বলেও অভিযোগ ওঠে। সেই সমস্ত অভিযোগের ভিত্তিতে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দিলীপের দাওয়াই

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ যেভাবে জাল বিছিয়ে টাকা তোলা হয়েছে, সেভাবে জাল গুটিয়ে অপরাধীদের ধরা হচ্ছে। এই মন্তব্য করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ। দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে বুধবার রাতে কোচবিহারে আসেন দিলীপ ঘোষ। বৃহস্পতিবার সকালে কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ি এলাকায় প্রাতঃভ্রমণে বেরোন তিনি। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, সিবিআই নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত করছে। যখন যেভাবে তথ্য আসবে তখন তাদের জেরা করা হবে। অনুব্রত মণ্ডলের কন্যা সুকন্যা মণ্ডলের বেতন বন্ধ প্রসঙ্গে দিলীপবাবু বলেন, রাজ্যে এ রকম বহু শিক্ষক রয়েছে যারা স্কুলে না গিয়ে বেতন নেয়। এ ধরণের ভুয়ো টিচারদের শুধু বেতন বন্ধ করা নয়, তাদের কাছ থেকে বেতন ফেরত নেওয়া উচিত। এদিকে চাকরির নামে যে সমস্ত নেতারা টাকা নিয়েছে তাদের বাড়ি ঘেরাও করে দরজায় লাথ মেরে গাছে বেঁধে রাখার নিদান দিলেন দিলীপ ঘোষ। পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন গ্রামে কারো যাতে কোন আত্মীয় না আসতে পারে সেই বিষয়ে বিজেপির কর্মীদের নজর রাখার নির্দেশ দিলেন তিনি। তিনি বলেন, ভোটের দিন বাইরের কেউ আপনার এলাকায় আসার অধিকার নেই। গ্রামের মাথায় তাদের আটকাবেন। যদি কারো বাড়িতে বিয়াই আসে তাকে বলুন কাল আসেন মুরগি কেটে খাওয়াবো। যদি জামাই আসে তাকে বলুন কাল আসেন আপনাকে পাঁঠা কেটে খাওয়াবো।

দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচিতে ব্লক নেতৃত্ব

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ দিদির সুরক্ষা কবচের অঞ্চলে একদিন কর্মসূচিতে বুধবার জামালপুর ১ পঞ্চায়েতে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। বিপত্তারিনি মন্দিরে পুজো দিয়ে এদিনের কর্মসূচি শুরু করা হয়। পুজো -পাঠে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলক কুমার মাঝি, ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভূতনাথ মালিক, সহ সভাপতি দেবু হেমব্রম, মহিলা নেত্রী মিঠু মাঝি, জামালপুর ১ নং পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সাহাবুদ্দিন মন্ডল ওরফে পাঞ্জাব, শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি তাবারক আলী মন্ডল, ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিটু মল্লিক, সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি ওয়াসিম সরকার, তারক টুডু সহ অন্যান্যরা। পরে তারা পদযাত্রা করে পৌঁছান জামালপুর মহাবিদ্যালয়ে। সেখানে গিয়ে তারা ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে কথা বলেন যে তারা সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছে কিনা? পরে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বিনয় হালদারের সাথেও কথা বলেন। এরপর তারা যান বেত্রাগড় গ্রামে সেখানে দুপুরের মধ্যাহ্নভোজন সারেন। সেখানেই উপস্থিত সাধারণ মানুষের সাথে জনসংযোগ সারেন। এরপর তারা যান জামালপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে, সেখানে পঞ্চায়েতের প্রধান ডলি নন্দী, উপপ্রধান সাহাবুদ্দিন মন্ডল সহ সকল সদস্য ও কর্মীদের সাথে কথা বলেন। সকল সরকারি প্রকল্প সঠিক ভাবে রূপায়ণ হচ্ছে কিনা তা খতিয়ে দেখেন তারা। পরে জামালপুর গঞ্জ বারোয়ারীতে যান, সেখানেও সমবেত মানুষদের সাথে জনসংযোগ সারেন।

তৃণমূল ও বিজেপি সংঘর্ষ আহত চার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ মালদায় তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ। সংঘর্ষের জেরে আহত তৃণমূলের চারজন কর্মী। অভিযোগের তীর বিজেপি কাউন্সিলারের স্বামী ও তার দলবলের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে পুরাতন মালদা পৌরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের লোলাবাগ এলাকায়। আহতরা হলেন শেখ আজহার (২৫), অভিজিৎ হালদার (২৮), অর্ণব দাস (২৫) ও অরিন্দম মৈত্র (২৭)। তাদের প্রত্যেকের বাড়ি পুরাতন মালদা থানার সুরি পাড়া, ধোবা পাড়া সহ বিভিন্ন এলাকায়। অভিযুক্তরা হল তিন নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলর স্বপ্না হালদারের স্বামী গণেশ হালদার, সুমিত হালদার, অমিত দত্ত সহ তার দলবলের বিরুদ্ধে। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায় দীর্ঘদিন ধরেই ওই এলাকায় বিজেপি কাউন্সিলের স্বামী ও তার দলবলের বিরুদ্ধে অসামাজিক কর্মের অভিযোগ ওঠে। এই নিয়ে তারা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন আগেই। গতকাল রাতে অরিন্দম মৈত্র নামে ওই তৃণমূল কর্মীকে প্রথমে গালিগালাজ করে, এর প্রতিবাদ করতে গেলেই তাকে বেধড়ক মারধোর করে। খবর পেয়ে ছুটে আসে বাকি তৃণমূল কর্মীরা। তাদেরকেও বেধড়ক মারধোর করার অভিযোগ উঠে বিজেপি কাউন্সিলর এর স্বামী সহ তার দলবলের বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে ঘিরে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে পুরাতন মালদা থানার লোলাবাগ শ্মশান এলাকায়।

বিএসএফ মহিলা কনস্টেবলকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার কোম্পানি কমান্ডার

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৩ ফেব্রুয়ারি ঃ মহিলা বিএসএফ কনস্টেবলকে ধর্ষণের অভিযোগে ইন্সপেক্টরকে গ্রেফতার করল পুলিশ। নদীয়ার কৃষ্ণগঞ্জ থানার টুঙ্গি বর্ডার আউটপোস্টে কর্তব্যরত ওই মহিলা কনস্টেবলকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছিল। এরপরেই সাসপেন্ড করা হয়েছিল আউটপোস্টের দায়িত্বে থাকা বিএসএফ ইন্সপেক্টর কিতাব সিংকে। তিনি হরিয়ানার বাসিন্দা। অবশেষে তাকে গ্রেফতার করল পুলিশ। অভিযোগ, গত ১৮ ফেব্রুয়ারি রাতে ওই বর্ডার আউটপোস্টে কর্তব্যরত বছর পঁয়ত্রিশের মহিলা কনস্টেবলকে ধর্ষণ করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। ডিউটি করার সময় তাঁকে ডেকে বিএসএফ ক্যাম্প চত্বরে নিয়ে যান ওই ইন্সপেক্টর। সেখানেই তাঁকে ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ। পরদিন একজন বিএসএফ আধিকারিকের কাছে ওই মহিলা কনস্টেবল বিষয়টি জানান। এরপর বিষয়টি জানাজানি হয়। পরদিন ওই মহিলা কনস্টেবলকে সল্টলেকে বিএসএফ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাঁকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এরপর কয়েকজন বিএসএফ আধিকারিকের উদ্যোগে ওই মহিলা কনস্টেবল ভবানীপুর থানায় গিয়ে কিতাব সিংয়ের বিরুদ্ধে ধর্ষণের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর সেই অভিযোগের কপি কৃষ্ণগঞ্জ থানায় এসে পৌঁছয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার রাতে কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ কিতাব সিংকে চাপড়ার সীমানগর হেডকোয়ার্টার থেকে গ্রেফতার করে। তার আগে বুধবার নির্যাতিতা ওই মহিলা কনস্টেবলকে কৃষ্ণগঞ্জ থানায় নিয়ে এসে তাঁর গোপন জবানবন্দি রেকর্ড করার জন্য কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে পাঠানো হয়েছিল। বৃহস্পতিবার ধৃত অফিসারকে কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে নিয়ে যায় কৃষ্ণগঞ্জ থানার পুলিশ। বিএসএফ সূত্রে খবর, অভিযোগের পর অভিযুক্ত বিএসএফ ইন্সপেক্টরকে সাসপেন্ড করা হয়। এক উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে বিএসএফও। বিএসএফ সূত্রে বিভাগীয় তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্ত আধিকারিককে নিয়ে বিস্তারিত মন্তব্য করতে অস্বীকার করা হয়েছে। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ওই কমান্ডারের এবছর ফেব্রুয়ারিতে অবসর নেওয়ার কথা। ইতিমধ্যে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ গোটা ঘটনায় বিজেপির প্রতিক্রিয়া দাবি করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও গোটা ঘটনার জেরে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এর আগেও একটি গণধর্ষণ মামলায় তিন বিএসএফ জওয়ানের নাম সামনে এসেছিল। ২০২২ সালের নভেম্বরে, রাজস্থানের জয়পুরে এক গণধর্ষণের ঘটনায় তিন বিএসএফ জওয়ানের নাম সামনে আসে। এই ঘটনায় তদন্তের জন্য তিন জওয়ানকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিলেন আধিকারিকরা।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ... (HWH-425/2022-23)

@EasternRailway

@easternrailwayheadquarter

ঋষভ পন্থের অনুপস্থিতিতে দিল্লির দায়িত্বে ওয়ার্নার!

নয়াদিল্লি, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ গাড়ি দুর্ঘটনায় গুরুতর চোট পেয়েছিলেন ঋষভ পন্থ। কবে ফের মাঠে ফিরতে পারবেন তা নিশ্চিত নয়। কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠছেন ঋষভ পন্থ। জাতীয় দলই শুধু নয়, আইপিএলেও গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার ঋষভ। তিনি না থাকায় নেতৃত্ব নিয়ে চাপে পড়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস ফ্র্যাঞ্চাইজি। সূত্রের খবর, এ বারের আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসকে নেতৃত্ব দেবেন অজি ক্রিকেটার। অতীতেও আইপিএলে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। দীর্ঘ সময় ধরে আইপিএল এবং অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলছেন অজি ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। নিজের দেশে অবশ্য নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ হচ্ছে না তাঁর। এই নিয়ে প্রচুর জলঘোলাও হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ মরসুমে দক্ষিণ আফ্রিকা সফরে বল বিকৃতি কাণ্ডে নির্বাসিত হন ডেভিড ওয়ার্নার। সে সময় অধিনায়ক ছিলেন স্টিভ স্মিথ। সহ অধিনায়ক ছিলেন ডেভিড ওয়ার্নার। প্লেয়ার হিসেবেই শুধু নয়, নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নির্বাসন দেওয়া হয়েছিল। যা এখনও ওঠেনি। জাতীয় দলে স্টিভ স্মিথের নেতৃত্বের নির্বাসন উঠে গিয়েছে অনেক আগেই। তাঁকে সহ অধিনায়কও করা হয়েছে। প্যাট কামিন্সের অনুপস্থিতিতে নেতৃত্বও দিয়েছেন। তবে ওয়ার্নারের ক্ষেত্রে বিরূপ মনোভাব অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ডের। নেতৃত্বের নির্বাসন তোলা

নিয়ে বেশ কয়েক বার আর্জি জানিয়েছিলেন ওয়ার্নার। অজি বোর্ডের সঙ্গে বেশ কয়েক বার আলোচনায়ও বসেছিলেন। তাতে কোনও সুরাহা হয়নি। জাতীয় দলে ব্রাত্য হলেও দিল্লি ক্যাপিটালসের নেতৃত্বে দেখা যেতে পারে ওয়ার্নারকেই। সূত্রের খবর, দিল্লি ক্যাপিটালসের বোর্ড ইতিমধ্যেই অধিনায়ক হিসেবে বেছে নিয়েছে ডেভিড ওয়ার্নারকে। তাঁর ডেপুটি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে বাঁ হাতি স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেলকে। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে অধিনায়ক হিসেবে ডেভিড ওয়ার্নারের সাফল্যও রয়েছে। ২০১৬ সালে তাঁর নেতৃত্বেই আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয় হায়দরাবাদ। এ বার আইপিএলের ষষ্ঠদশ সংস্করণ। এখনও অবধি একবারও ট্রফি জিততে পারেনি দিল্লি ক্যাপিটালস। ভাগ্য বদলের জন্যই এমন সিদ্ধান্ত। আইপিএলে ব্যাটিংয়ের দিক থেকে ডেভিড ওয়ার্নারের পারফরম্যান্স খুবই ভালো। অন্যদিকে, দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার অক্ষর প্যাটেল। জাতীয় দলেও ধারাবাহিক পারফর্ম করছেন। এ বার আইপিএলে ওয়ার্নার-অক্ষর জুটিতে সাফল্যের অপেক্ষায় দিল্লি।

পিএসজি ছাড়তে চলেছেন মেসি-নেইমার, থাকছেন এমবাপে

প্যারিস, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ আগামী মরসুমে পিএসজির হয়ে খেলতে দেখা যাবে না এঁদের! কেন? এঁরা নাকি প্যারিসের ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন। কে এই দু'জন? লিওনেল মেসি ও নেইমারকে। পিএসজির কোচ লুই ক্যাম্পস নাকি ইতিমধ্যেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন, আগামী মরসুমে তিনি মেসি ও মেইমারকে দলেই রাখবেন না। তবে অন্য এক তারকার উপর আস্থা রাখছেন। কে এই তারকা? পর পর দুটো বিশ্বকাপে খেলা কিলিয়ান এমবাপে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ ষোলোর প্রথম লেগে ঘরের মাঠে বায়ার্ন মিউনিখের বিপক্ষে ১-০ গোলে হেরেছে পিএসজি। এই হারের কারণেই নাকি পিএসজি কোচ এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর ফলে এমবাপের উপরে সম্পূর্ণ স্পটলাইট

থাকবে বলে মনে করছেন কোচ লুই ক্যাম্পস। পিএসজির এক নম্বর তারকা হওয়ার শর্তেই এমবাপে দলে থেকে যেতে চান। এই কারণেই তিনি রিয়াল মাদ্রিদের মিলিয়ন ডলারের প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করেছেন। নেইমারের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা কিছুটা আলাদা। ২০১৭ সালে নেইমারকে দলে আনার জন্য পিএসজি ২২২ মিলিয়নের বেশি ইউরো দিয়েছিল বার্সেলোনাকে। এই বিপুল পরিমাণ অর্থের কারণে তিনি সবচেয়ে দামি ফুটবলার হিসেবে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন। ফুটবল জীবনে ১৩টি শিরোপা জিতেছেন নেইমার। যার সবকটিই ঘরোয়া লিগ। এর মধ্যে দিয়ে ভক্তদের কাছে তিনি একজন কিংবদন্তি ফুটবলার, এটা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নয়। এ বার পিএসজিও তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। তারকা ফুটবলারদের ছেড়ে দেওয়ার পিছনে অন্য একটি চিন্তা ভাবনা থাকতে পারে কোচ লুই ক্যাম্পসের। মেসি এবং নেইমারের মতো তারকাকে ছেড়ে দিয়ে তরুণ টিম বানাতে চাইছেন পিএসজি কোচ। যাতে বহু কাঙ্খিত চ্যাম্পিয়ন্স লিগ দিতে পারেন পিএসজিকে। টিমে তারকা বেশি হলে তাতে চাপও বেশি থাকে। তরুণ টিম হলে চাপ কম পড়বে। কোচ লুই ক্যাম্পস চাইবেন নিজের সমস্তটুকু দিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের জন্য ঝাঁপাতে।

তারকা ক্রিকেটারদের ফিটনেস পরীক্ষার নির্দেশ বোর্ডের!

মুম্বই, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি চলছে। নাগপুর ও দিল্লি টেস্ট জিতেছে ভারত। নাগপুরে প্রথম ম্যাচে ইনিংস ও ১৩২ রানের বিশাল ব্যবধানে জিতেছে ভারত। দিল্লি টেস্টে ভারতের জয় ৬ উইকেটে। তৃতীয় টেস্ট শুরু হবে ১ মার্চ। মাঝে অনেকটাই সময়। টেস্ট সিরিজ শেষে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের একদিনের ম্যাচের সিরিজও খেলবে ভারত। এ বছর ভারতের মাটিতে বসছে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপের আসর। এখন সাদা বলে প্রতিটি সিরিজই তাই বিশ্বকাপের প্রস্তুতি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজও তাই। যাঁরা ওডিআই দলেও রয়েছেন, তাঁজের আপাতত বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির তৃতীয় টেস্ট শুরু হবে ১ মার্চ। এই ম্যাচটি ধর্মশালায় হওয়ার কথা থাকলেও পরে ভেনু পরিবর্তন হয়। ইন্দোরে হবে ম্যাচটি। টেস্টের সময়ও সাদা বলের ক্রিকেটাররা জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে প্রস্তুতি সারবেন। আগামী ১৭ মার্চ শুরু একদিনের সিরিজ। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্তা সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে বলেছেন, ''পেসার উমরান মালির এবং লেগ স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহাল ইতিমধ্যেই বেঙ্গালুরুতে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে।

এখন প্রতিটি সিরিজে ভালো পারফরম্যান্স মানে বিশ্বকাপের স্কোয়াডে জায়গা পাকা করা। অস্ট্রেলিয়া সিরিজের আগে ফিটনেস নিয়েও বাড়তি সতর্ক বোর্ড। সে কারণেই তারকা ক্রিকেটারদের জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে পাঠানো হচ্ছে ফিটনেস পরীক্ষার জন্য। ভারতীয় দলের যাঁরা শুধুমাত্র সাদা বলের ক্রিকেটেই খেলছেন মূলত তাঁদের বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বোর্ডের তরফে। সহ অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া, যুজবেন্দ্র চাহাল, উমরান মালিকের মতো অনেকেই এনসিএ-তে একদিনের সিরিজের প্রস্তুতি সারবেন। টেস্ট স্কোয়াডের এনসিএ-র কোচেদের তত্ত্বাবধানে ফিটনেস ট্রেনিং এবং বোলিং প্রস্তুতি সারবে তারা।''

ভারতের স্কোয়াড। রোহিত শর্মা, শুভমন গিল, বিরাট কোহলি, শ্রেয়স আইয়ার, সূর্যকুমার যাদব, লোকেশ রাহুল, ঈশান কিষাণ, হার্দিক পান্ডিয়া, রবীন্দ্র জাডেজা, কুলদীপ যাদব, ওয়াশিংটন সুন্দর, যুজবেন্দ্র চাহাল, মহম্মদ সামি, মহম্মদ সিরাজ, উমরান মালিক, শার্দূল ঠাকুর, অক্ষর প্যাটেল, জয়দেব উনাদকাট।

প্রথম ম্যাচে পাওয়া যাবে না অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে প্রথম ম্যাচে নেতৃত্ব দেবেন হার্দিক পান্ডিয়া।

ওডিআই সিরিজ জিততে মরিয়া, অস্ট্রেলিয়া দলে ফিরলেন দুই বিধ্বংসী অলরাউন্ডার

সিডনি, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ ভারত অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে চলছে বর্ডার-গাভাসকর সিরিজ। ইতিমধ্যে দুটি টেস্ট খেলা হয়ে গিয়েছে। নাগপুরে ও দিল্লি টেস্টে ভারতের কাছে হেরেছে অজিরা। ইন্দোরে হতে চলেছে এই সিরিজের তৃতীয় টেস্ট। এরই মধ্যে ওডিআই সিরিজের জন্য দল ঘোষণা করল অস্ট্রেলিয়া। চোট সারিয়ে দলে ফিরলেন দুই তারকা অলরাউন্ডার। চার ম্যাচের টেস্ট সিরিজে বাকি আরও দুটি। এই দুটি টেস্টে হারলে অস্ট্রেলিয়া টিম আরও কোণঠাসা হয়ে পড়বে। তবে ওয়ান ডে সিরিজও দুই টিমের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। চলতি বছরের শেষদিকে দেশের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপ। তার আগে ভারতের পরিবেশ ও পরিস্থিতির সঙ্গে একাত্ম হতে চাইবে অস্ট্রেলিয়া টিম। সে দিক থেকে দেখলে, এই ওডিআই সিরিজ গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। বর্তমানে চোট সারিয়ে সম্পূর্ণ ফিট অলরাউন্ডার গ্লেন ম্যাক্সওয়েল ও মিচেল মার্শ। পায়ের অস্ত্রোপচারের পর ম্যাক্সওয়েলের এটি প্রথম আন্তর্জাতিক সিরিজ হতে চলেছে। এই সিরিজে নিজেকে পুরনো ফর্মে দেখার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন তিনি। মার্শও বাঁ

পায়ে অস্ত্রোপচারের পর বাইশ গজে ফিরছেন। রোহিত শর্মার টিমের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ সামলে অস্ট্রেলিয়াকে সাফল্য দিতে চাইবেন। দলে রয়েছেন ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নারও। কনুইয়ে চোটের জন্য তিনি বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির বাকি দুটি টেস্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন। তবে অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম পেসার জশ হ্যাজেলউড চোটের কারণে ইতিমধ্যেই দেশে ফিরে গিয়েছেন। ফলে টেস্ট সিরিজের মতোই একদিনের ম্যাচের সিরিজেও তাঁকে পাবে না অস্ট্রেলিয়া। দীর্ঘদিন পর দলে ডাক পেয়েছেন আরও এক পেসার ঝাই রিচার্ডসন। আগামী মাসের ১৭ তারিখ থেকে শুরু হতে চলেছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া ওডিআই সিরিজ। রয়েছে তিনটি ম্যাচ। প্রথম ম্যাচটি মুম্বই এবং বাকি দুটি ম্যাচ বিশাখাপত্তনম ও চেন্নাইয়ে খেলা হবে।

অস্ট্রেলিয়া ওডিআই স্কোয়াড। প্যাট কামিন্স (অধিনায়ক), শন অ্যাবট, অ্যাস্টন অ্যাগার, অ্যালেক্স ক্যারি, ক্যামেরন গ্রিন, ট্রাভিস হেড, জশ ইংলিশ, মার্নাস লাবুশেন, মিচেল মার্শ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, ঝাই রিচার্ডসন, স্টিভ স্মিথ, মিচেল স্টার্ক, মার্কাস স্টইনিস, ডেভিড ওয়ার্নার, অ্যাডাম জাম্পা।

মায়াঙ্কে ভরসা নেই! বিদেশি ক্রিকেটারকে নেতৃত্ব দিল সানরাইজার্স

হায়দরাবাদ, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ অধিনায়ক ঘোষণা করল সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। এ বার রিটেন করা হয়নি কেন উইলিয়ামসনকে। ফলে অধিনায়ক খোঁজা একটা বড় মাথাব্যাথা ছিল অরেঞ্জ আর্মিতে। মায়াঙ্ক আগরওয়ালকে এ বার রিটেন করেনি পাঞ্জাব কিংসও। গত আইপিএলে পাঞ্জাবকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মায়াঙ্ক। ট্রেডিংয়ে শিখর ধাওয়ানের মতো অভিজ্ঞ ওপেনারকে নিয়েছে পাঞ্জাব। আইপিএলের মিনি অকশনে মায়াঙ্কের জন্য পুরোদমে ঝাঁপায় সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। মনে করা হয়েছিল তাঁকে অধিনায়ক করা হবে। সে কারণেই মায়াঙ্ককে নিতে মরিয়া ছিল সানরাইজার্স। শেষ অবধি নিলামে ৮.২৫ কোটির বড় অঙ্কে মায়াঙ্ক আগরওয়ালকে নেয় সানরাইজার্স। আশ্চর্যজনক ভাবে তাঁকে অধিনায়ক করল না হায়দরাবাদ। অধিনায়ক করা হল বিদেশি ক্রিকেটারকেই। হায়দরাবাদের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে, এডেন মার্করাম নেতৃত্ব দেবেন। সানরাইজার্স হায়দারাবাদ টুইটারে বেশ কিছু ছোট ভিডিয়োর মাধ্যমে অধিনায়ক হিসেবে এডেন মার্করামের নাম ঘোষণা করেছে। এডেন মার্করামেরও নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা রয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় উদ্বোধনী এসএ টি-টোয়েন্টি লিগে ইস্টার্ন কেপ

টিমকে নেতৃত্ব দিয়েছেন মার্করাম। তাঁর নেতৃত্বে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ইস্টার্ন কেপ। পাশাপাশি টুর্নামেন্টের সর্বাধিক রান সংগ্রাহকও হয়েছেন মার্করাম। আইপিএলের মিনি অকশনে প্রথম প্লেয়ার হিসেবে মার্করামকেই রিটেন করেছিল আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসনের নেতৃত্বে গত মরসুমে প্লে-অফে জায়গা করে নিতে ব্যর্থ অরেঞ্জ আর্মি। গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ব্যক্তিগত কারণে খেলতে পারেননি উইলিয়ামসন। তাঁকে রিটেন করা হয়নি। তখনই আভাস ছিল, নতুন অধিনায়ক খুঁজছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। সানরাইজার্সে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষীণ আশা ছিল ভুবনেশ্বর কুমার। অনেক ক্ষেত্রেই কেন উইলিয়ামসনের অনুপস্থিতিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন মিডিয়াম পেসার ভুবনেশ্বর কুমার। তবে তাঁকে পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হবে না এমনটা যেন নিশ্চিতই ছিল। নিলামে মায়াঙ্ক আগরওয়ালকে নেওয়ায় দৌড়ে এগিয়ে ছিলেন তিনিই। তবে মার্করাম ইস্টার্ন কেপকে চ্যাম্পিয়ন করায় পাল্লা ভারী হয় তাঁর। অধিনায়কত্ব এবং ব্যাটিং, দুই বিভাগেই সমান দায়িত্ব পালন করতে পারেন, মার্করাম সেটা এসএ টি-টোয়েন্টি লিগে দেখিয়ে দিয়েছেন। তবে এসএ টি-টোয়েন্টি লিগ এবং আইপিএলের চাপ এক নয়। এই টুর্নামেন্ট দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটারের কাছে কঠিন পরীক্ষা, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

পৃথ্বীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ ভোজপুরী অভিনেত্রীর

মুম্বই, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ পৃথ্বী শ এবং স্বপ্না গিলের মধ্যে 'সেলফি' বিতর্ক থামার কোনও লক্ষণ নেই। উল্টে শুরু হয়েছে নোংরা অভিযোগ, কাদা ছোঁড়াছুড়ি। ক্রিকেটারের উপর হামলা এবং টাকা যাওয়ার অভিযোগে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার তথা ভোজপুরী অভিনেত্রী স্বপ্না গিল জেলে গিয়েছিলেন। জামিন পেতেই বিস্ফোরক স্বপ্না। জাতীয় ক্রিকেটার দলের ক্রিকেটার পৃথ্বী শ ও তাঁর বন্ধুর উপর যৌন হেনস্থার অভিযোগ এনেছেন। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্বপ্নার দাবি, তিনি বা তাঁর বন্ধুরা পৃথ্বীকে সেলফি তোলার জন্য জোর করেননি। পৃথ্বীকে মারধর বা টাকা তোলার কোনও প্রশ্নই নেই। স্বপ্নার কথায়, ক্রিকেটার ও তাঁর বন্ধুর হাত থেকে আমার বন্ধুকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিলাম। তখন আমাকে বেসবল ব্যাট দিয়ে মারধর করা হয় ও গোপনাঙ্গে হাত দেয়। সেলফি তোলা নিয়ে ঝামেলা যে এতদূর গড়াতে পারে তা ভাবনারও অতীত। কয়েক দিন আগে রাতের দিকে মুম্বইয়ের ওশিওয়ারা এলাকায় পৃথ্বী শ এবং স্বপ্না গিলের

মধ্যে সেলফি তোলা নিয়ে ঝামেলা বাঁধে। ঘটনা হাতাহাতিতে পৌঁছায়। পৃথ্বী ও তাঁর বন্ধু ওশিওয়ারা থানায় অভিযোগ জানালে ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। স্বপ্না ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে মারধর, গাড়ি ভাঙচুর ও টাকা চাওয়ার অভিযোগ জানান পৃথ্বী। ওই মুহূর্তের ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে বেসবল ব্যাট হাতে মারমুখী স্বপ্নার হাত থেকে ব্যাট কেড়ে নিচ্ছেন পৃথ্বী। তারপর কাউকে একটা ফোন করছেন। অন্যদিকে স্বপ্নার গলা সপ্তমে। পৃথ্বীর অভিযোগের ভিত্তিতে স্বপ্নাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তিন দিন পর জামিন পেয়েই ভারতীয় দলের তরুণ ব্যাটারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ হানলেন স্বপ্না। স্বপ্নার আইনজীবী বলেছেন, পৃথ্বী শ এবং তাঁর বন্ধুদের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি এবং হেনস্থার জন্য এফআইআর করা হয়েছে। স্বভাবতই এই পাল্টার অভিযোগে বিপাকে ক্রিকেটার। তবে পৃথ্বী বা তাঁর আইনজীবীর তরফে স্বপ্নার পাল্টা অভিযোগ নিয়ে কোনও বিবৃতি পাওয়া যায়নি।

হ্যান্ডবল বিতর্কে ক্ষোভ, লাইপজিগের মাঠে আটকে গেল গুয়ার্দিওলার সিটি

লন্ডন, ২৩ ফেব্রুয়ারিঃ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে শেষ ষোলোর প্রথম লেগের ম্যাচটি ১-১ ড্র হয়েছে। প্রথমার্ধে রিয়াদ মাহরেজ সিটিকে এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে সমতা ফেরান ইয়োস্কো গাভারদিওল। দ্বিতীয়ার্ধে স্পষ্টতই পাল্টে যায় দুই দলের খেলা। এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন লাইপজিগের বদলি খেলোয়াড়রা। তবে বিস্ময়করভাবে শুরুর একাদশে কোনো পরিবর্তন আনেননি সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। প্রতিপক্ষের মাঠে বল দখল ও আক্রমণে শুরু থেকে আধিপত্য করে সিটি। পথ খুঁজতে থাকে লাইপজিগের রক্ষণ ভাঙার। প্রথম পনের মিনিটে সেভাবে সুবিধা করতে পারেনি ইংলিশ চ্যাম্পিয়নরা। জার্মানির দলটির রক্ষণের ভুলে ২৭তম মিনিটে এগিয়ে যায় তারা। দুর্বল পাস মাঝ পথে আটকে দিয়ে জ্যাক গ্রিলিশ খুঁজে নেন ইলকাই গিনদোয়ানকে। জার্মান এই মিডফিল্ডারের ফ্লিকে বল পেয়ে পেনাল্টি স্পটের কাছ থেকে গোলটি করেন মাহরেজ। তিন মিনিট পর বাড়তে পারত ব্যবধান। তবে কর্নারে একটুর জন্য মাথা ছোঁয়াতে পারেননি রদ্রি। ৩৬তম মিনিটে ডি-বক্স থেকে গ্রিলিশের শট বেরিয়ে যায় দূরের পোস্ট ঘেঁষে। চার মিনিট পর আরেকটি কর্নারে সুযোগ আসে রদ্রির সামনে। এবার মাথা ছোঁয়াতে পারলেও লক্ষ্যে রাখতে পারেননি স্প্যানিশ এই মিডফিল্ডার। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ের অন্তিম শটে

প্রথমবারের মতো কোনো চেষ্টা লক্ষ্যে রাখতে পারে লাইপজিগ। টিমো ভের্নারের আড়াআড়ি শট ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন সিটি গোলরক্ষক এদেরসন। দ্বিতীয়ার্ধে বেশ আক্রমণাত্মক শুরু করে লাইপজিগ। প্রথমার্ধে তেমন অভিপ্রায় দেখাতে না পারা দলটি দুই মিনিটের মধ্যে দুটি দারুণ সুযোগ তৈরি করে। বিরতির সময় বদলি নামা বেনিয়ামিন হেনরিকস একটুর জন্য হেড লক্ষ্যে রাখতে পারেননি। ৫৫তম মিনিটে জার্মানির এই ডিফেন্ডারের আড়াআড়ি শট বেরিয়ে যায় দূরের পোস্ট ঘেঁষে। বেঁচে যায় সিটি। ৬৩তম মিনিটে দারুণ ঝলক দেখান আন্দ্রে সিলভা। গতি আর পায়ের কারিকুরিতে সিটির দুই খেলোয়াড়কে দারুণভাবে এড়িয়ে এগিয়ে যান পর্তুগিজ এই ফরোয়ার্ড। কিন্তু ওয়ান-অন-ওয়ানে তার শট ব্যর্থ করে দেন এদেরসন। নিজেদের অর্ধ থেকেই বের হতে না পারা সিটি ৬৮তম মিনিটে বাড়াতে পারত ব্যবধান। প্রতি-আক্রমণ থেকে বল পেয়ে আর্লিং হলান্ড একটুর জন্য শট রাখতে পারেননি লক্ষ্যে। দুই মিনিট পর লাইপজিগের আরেকটি চেষ্টা কর্নারের বিনিময়ে ঠেকান এদেরসন। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। শর্ট কর্নার থেকে মার্সেল হালস্টেনবার্গের ক্রসে সবার উঁচুতে লাফিয়ে দারুণ হেডে জাল খুঁজে নেন ক্রোয়াট ডিফেন্ডার গাভারদিওল। গোল হজমের পর কিছুটা আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলে সিটি। তবে রক্ষণে সেঁধিয়ে যায়নি লাইপজিগ। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে জমে ওঠে ম্যাচ। দুই মিনিট যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটে সিটির একটি আক্রমণ রুখে দেন স্বাগতিক গোলরক্ষক। আগামী ১৪ মার্চ সিটির মাঠে ফিরতি লেগে নির্ধারিত হবে দুই দলের ভাগ্য। একই সময়ে হওয়া অন্য ম্যাচে ঘরের মাঠে পোর্তোকে ১-০ গোলে হারিয়েছে ইন্টার মিলান। ৮৬তম মিনিটে ব্যবধান গড়ে দেন চেলসি থেকে ধারে খেলা বেলজিয়ান স্ট্রাইকার রোমেলু লুকাকু। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সবশেষ ১৫ ম্যাচে এটি তার দশম গোল।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইলাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্লাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501